বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৪ ও ২০২৩

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 5 0

সময়- ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান- ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **যমুনা নদীর সৃষ্টির কারণ কী?**
K হিমবাহ L জলোচ্ছ্বাস M প্লাবন N ভূমিকম্প

২. **কোন দেশের অধিকাংশ আইন প্রথা থেকে এসেছে?**
K কানাডা L ব্রিটেন M যুক্তরাষ্ট্র N ফ্রান্স

৩. **'গণতন্ত্র'কে মুর্খের ও অযোগ্যের শাসন ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন'–**
K অধ্যাপক গ্যাটেল L ম্যাকাইভার
M অধ্যাপক ফাইনার N এরিস্টটল

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুমনের জেলায় অনেক বনভূমি আছে। সুমন লক্ষ করল কতিপয় লোক গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। সুমন গোপনে পুলিশকে খবর দিয়ে তাদেরকে ধরিয়ে দেয়।

৪. **সুমনের কাজটি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও অপচয় রোধের কোন ধরনের উদ্যোগ?**
K সমষ্টিগত L রাষ্ট্রীয় M ব্যক্তিগত N আন্তর্জাতিক

৫. **উক্ত উদ্যোগটি গ্রহণের ফলে–**
i. জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাবে ii. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে
iii. বেকারত্ব সৃষ্টি হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. **'অনুলোম বিবাহভিত্তিক' পরিবার কোন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত?**
K বহির্গোত্র L অন্তর্গোত্র M প্রতিলোম N বহুগোত্রীয়

৭. **মালিকানার উপর ভিত্তি করে 'কর্মদক্ষতা' কোন ধরনের সম্পদ?**
K জাতীয় L সমষ্টিগত M ব্যক্তিগত N আন্তর্জাতিক

৮. **জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ কোনটি?**
K নিরাপত্তা পরিষদ L অছি পরিষদ
M সেক্রেটারিয়েট N সাধারণ পরিষদ

৯. **টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো–**
i. অসম বণ্টন ii. বৈষম্য বৃদ্ধি iii. নিরক্ষরতার প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব লিটন দুবাই এ ব্যবসা করেন। সেখানকার জনগণের মাথাপিছু আয় ৩০,০০০ ডলারের উর্ধ্বে। তিনি তার অর্জিত অর্থের একটা অংশ দেশে তার পরিবারের নিকট প্রেরণ করেন।

১০. **জনাব লিটনের বসবাসকারী দেশের অর্থনীতি আয়ের ভিত্তিতে কোন পর্যায়ের?**
K উচ্চ L উচ্চ মধ্য M নিম্নমধ্য N নিম্ন

১১. **জনাব লিটনের প্রেরিত অর্থ আমাদের দেশে অন্তর্ভুক্ত হবে–**
i. মোট জাতীয় আয়ে ii. মোট দেশজ উৎপাদনে iii. মোট জাতীয় উৎপাদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. **৪৫° পশ্চিম দ্রাঘিমার প্রতিপাদ স্থান কত?**
K ৪৫° পূর্ব L ১৩৫° পূর্ব M ১৩৫° পশ্চিম N ১৪৫° পশ্চিম

১৩. **দেশে উৎপাদিত দিয়াশলাই এর উপর কোন ধরনের কর ধার্য করা হয়?**
K ভ্যাট L আবগারি শুল্ক M বাণিজ্য শুল্ক N সম্পূরক শুল্ক

১৪. **ব্যাংক কোন আমানতের বিপরীতে সুদ প্রদান করে না?**
K স্বল্প মেয়াদি L চলতি M স্থায়ী N সঞ্চয়ী

১৫. **একটি স্থানীয় সরকারের মোট সদস্য সংখ্যা ১৭ জন। স্থানীয় সরকারটি হ'ল–**
K ইউনিয়ন পরিষদ L পৌরসভা
M জেলা পরিষদ N সিটি কর্পোরেশন
[**বি. দ্র:** অপশনে সঠিক উত্তর নেই। ইউনিয়ন পরিষদ ১৩, জেলা পরিষদ ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত নয়।]

১৬. **কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের কথা উল্লেখ আছে?**
K এরিস্টটল L টি. এইচ. গ্রীন
M গার্নার N হ্যারল্ড জে. লাস্কি

১৭. **রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য–**
i. জাতীয় সমস্যা চিহ্নিত করা ii. জনসমর্থন সৃষ্টি করা
iii. যে কোনোভাবে ক্ষমতায় যাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. **যৌথ পরিবার ভাঙনের কারণ কী?**
K পারিবারিক বিশৃঙ্খলা L কলহ বৃদ্ধি
M নারী শিক্ষা N শিল্পায়ন

১৯. **সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?**
K সামাজিক বৈচিত্র্য L সামাজিক অবক্ষয়
M সামাজিক সমস্যা N সামাজিক পরিবর্তন

২০. **রিটার্নিং অফিসারের কাজ কী?**
K নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ L মনোনয়নপত্র বাছাই
M নির্বাচন পরিচালনা N ভোটার তালিকা প্রণয়ন

২১. **সারাবছর কোন বনভূমির গাছগুলো সবুজ থাকে?**
K ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি
L ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল অরণ্য
M গরান বনভূমি
N স্রোতজ বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি

২২. **সাথী একটি পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে দেখতে পায় সেখানকার মাটি বেলে পাথর ও শেল পাথর দিয়ে তৈরি। ভূমির রূপটি হলো–**
K প্লাইস্টোসিন কালের সোপান L প্লাবনভূমি
M উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড় N দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়

২৩. **পাকিস্তান সরকার কোন হরফে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নেয়?**
K আরবি L ফারসি M উর্দু N ইংরেজি

২৪. **'অপারেশন সার্চলাইট' এর নীল নকশা কে তৈরি করেন?**
K ইয়াহিয়া খান L আয়ুব খান
M রাও ফরমান আলী N জুলফিকার আলী ভুট্টো

২৫. **'North Westerlies' একটি–**
K ঝড় L পর্বত M উপসাগর N দ্বীপ

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব রায়হান পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ইদানিং শহর এলাকায় বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন হ্রাস পাচ্ছে।" এর ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে না।

২৬. **জনাব রায়হান বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করেছেন?**
K কিশোর অপরাধ L নারীর প্রতি সহিংসতা
M জঙ্গিবাদ N সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

২৭. **উক্ত সমস্যার প্রভাবে–**
i. মানুষ অধিকার বঞ্চিত হয় ii. অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়
iii. দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৮. **২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে কোন রেখা বলে?**
K কর্কটক্রান্তি L মকরক্রান্তি M সুমেরু বৃত্ত N কুমেরু বৃত্ত

২৯.
শহীদ নূর হোসেন
↓
রাজনৈতিক দলগুলোর জোট গঠন

ছকে উল্লিখিত ব্যক্তিটি পুলিশের গুলিতে নিহত হন–
K রাষ্ট্রীয় তথ্য প্রকাশ করায় L ছাত্রদের মধ্যে মারামারি করায়
M গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করায় N ব্যাংক ডাকাতি করায়

৩০. **মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী নারীদের বীরাঙ্গনা উপাধিতে ভূষিত করেন কে?**
K শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী L বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
M আতাউল গনি ওসমানী N তাজউদ্দীন আহমেদ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মুক্তিযোদ্ধা মালেক সাহেবের ছেলে রাফি ইউরোপের একটি দেশে বাস করে। দেশটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মালেক সাহেব বলেন, তিনি একজন মহান নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে আহ্বানটি এখন সারাবিশ্বে সমাদৃত।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১
খ. আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মালেক সাহেবের বক্তব্যের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাফির বসবাসকৃত দেশটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২। জনাব 'ক' বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের একটি ইউনিটের প্রধান। অন্যদিকে জনাব 'খ' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তিনি তার এলাকার ঝগড়া বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ক. সচিবালয় কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'খ' কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব 'ক' এর প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** জনাব আবির এমন একটি দেশে থাকেন যেখানে তিনি ব্যবসা করতে চাইলে জানতে পারলেন যে, এখানে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে ব্যবসা করার সুযোগ নেই। এখানে সবকিছু একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ঘটনা-২ : জনাব রাকিবের দেশে তারা যে-কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো সম্পদ ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ নাই বললেই চলে।

ক. সমষ্টিগত সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. বণ্টনব্যবস্থা সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব রাকিবের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব আবিরের দেশের মজুরি প্রদান ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের মজুরি প্রদান ব্যবস্থা কি সাদৃশ্যপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। 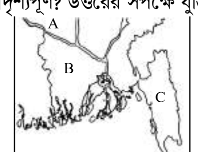

বাংলাদেশের মানচিত্র

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ প্রচুর সৌরশক্তি পায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত নদীর গতিপথ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মানচিত্রের 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। শুচিতা তার বাবা-মা, দাদা-দাদিসহ একসাথে থাকে। তার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক। তারা সবসময় তাকে সত্য কথা বলা, ন্যায়-নীতি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সে ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

ক. অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার কাকে বলে? ১
খ. পরিবারকে আয়ের একক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শুচিতার পরিবারটি আকারের ভিত্তিতে কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শুচিতাকে কি সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায়? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। **দৃশ্যকল্প-১ :** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'ক' দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য ২৮,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঐ দেশে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৪,০০০ কোটি টাকা। ঐ একই সময়ে ঐ দেশের প্রবাসী নাগরিকদের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,৫০০ কোটি টাকা।

দৃশ্যকল্প-২ : 'খ' দেশের ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় আয় ছিল ১,০০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২২ আর্থবছরে তা অর্জিত হয় ১,১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩% এবং পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল ৫%।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণ করা যায় কীভাবে? ২
গ. 'ক' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর 'খ' দেশটিতে উন্নয়ন হচ্ছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। **ঘটনা-১ :** মি. 'ক' অসুস্থ হলে তাকে রক্ত দিতে হয়। কিন্তু রক্ত দেয়ার ৭-৮ মাস পর থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার দ্রুত ওজন কমতে থাকে। সবসময় জ্বর ও পেটের সমস্যা লেগে থাকে। তিনি অবসাদ অনুভব করেন। ডাক্তার তাকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন।

ঘটনা-২ : দিনমজুর রফিক পরিবার নিয়ে বস্তিতে থাকেন। তার ১৩ বছর বয়সি ছেলে বাবা-মায়ের কোনো কথা শুনে না। সে প্রায়ই আশেপাশের সমবয়সিদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত থাকে।

ক. নারীর প্রতি সহিংসতা কাকে বলে? ১
খ. জঙ্গিবাদকে কেন ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-২ এ কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ঘটন-১ এ উল্লিখিত সমস্যাটি আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮।

ঘটনা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি
X	আব্দুল মতিন
	কাজী গোলাম মাহবুব
Y	ইস্কান্দার মীর্জা
	আইয়ুব খান
Z	ডঃ শামসুজ্জোহা
	আসাদুজ্জামান আসাদ

ক. যুক্তফ্রন্টের শিক্ষাসংক্রান্ত দফাটি লেখ। ১
খ. ৬-দফার উল্লিখিত রাজস্বসংক্রান্ত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-Y দ্বারা কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে X এবং Z ঘটনার ভূমিকা রয়েছে'– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** সিটি মেয়র জনাব মহিম তার এলাকার উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। তিনি তার এলাকায় স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার জন্য একটি খেলার মাঠও তৈরি করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মাহবুব সাহেব একজন সচেতন নাগরিক। তিনি যথাসময়ে কর প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন যথাযথভাবে মেনে চলেন। একই সাথে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগসুবিধাগুলোও ভোগ করেন।

ক. সামাজিক প্রথা কাকে বলে? ১
খ. দুর্নীতি নির্মূলে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত কাজগুলো রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত বিষয় দুটি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।" তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। 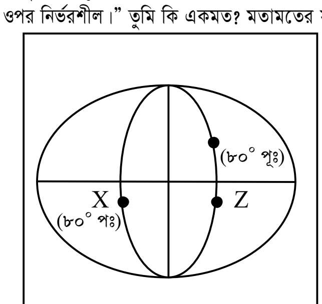

ক. সৌর কলঙ্ক কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কীভাবে সময়ের অসুবিধা দূর করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'X' স্থানের সময় শনিবার সকাল ৮ টা হলে 'Y' স্থানের সময় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. একই সময়ে 'Y' ও 'Z' স্থানের মধ্যে তাপমাত্রার কোনো তারতম্য হবে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। মানবাধিকার কর্মী বাংলাদেশের মিরোভা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ একটি সনদ নিয়ে কাজ করেন। এ সনদটি লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সনদটি কার্যকরের ফলে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণির অবস্থান উন্নত হয়েছে। আবার তার ভাই একই প্রতিষ্ঠানের হয়ে আফ্রিকার একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত আছেন।

ক. মানবাধিকার কী? ১
খ. বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি কীভাবে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মানবাধিকার কর্মী মিরোভার কাজটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মিরোভার ভাইয়ের কাজের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে'– মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	N	৪	M	৫	K	৬	K	৭	M	৮	M	৯	K	১০	K	১১	L	১২	L	১৩	L	১৪	L	১৫	*
	১৬	M	১৭	K	১৮	N	১৯	N	২০	M	২১	K	২২	N	২৩	K	২৪	M	২৫	K	২৬	N	২৭	N	২৮	K	২৯	M	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মুক্তিযোদ্ধা মালেক সাহেবের ছেলে রাফি ইউরোপের একটি দেশে বাস করে। দেশটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মালেক সাহেব বলেন, তিনি একজন মহান নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে আহ্বানটি এখন সারাবিশ্বে সমাদৃত।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা চালু করেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মালেক সাহেবের বক্তব্যের সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়টির মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাফির বসবাসকৃত দেশটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে ওঠে তাকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে।

খ স্বীয় ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন।

আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। এই ব্যবস্থায় ৮০ হাজার নির্বাচিত ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বিধান রাখা হয়। ১৯৬৫ সালে ৮০ হাজার মেম্বারের ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এরা সবাই ছিল তার অনুগত। এভাবেই মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করে আইয়ুব খান তার সামরিক শাসনকে দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করেন।

গ মালেক সাহেবের বক্তব্যের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের মিল রয়েছে।

স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরা হয়। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

উদ্দীপকে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মালেক সাহেব বলেন, তিনি একজন মহান নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সে আহ্বানটি এখন সারা বিশ্বে সমাদৃত। তার এরূপ বক্তব্যে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মিল পাওয়া যায়। কেননা উদ্দীপকের মালেক সাহেবের মতোই ৭ই মার্চের ভাষণ থেকেই বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষণের পরই বাঙালি জাতির সামনে একটি মাত্র গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায়। আর তা হলো স্বাধীনতা। ফলে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘ রাফির বাসকৃত দেশটি হলো রাশিয়া। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল বাংলাদেশের পক্ষে।

পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধা মালেক সাহেবের ছেলে রাফি ইউরোপের একটি দেশে বাস করে। দেশটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল। এরূপ বর্ণনায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা বর্তমান রাশিয়ার ভূমিকা প্রকাশ পায়। কেননা, জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রদান করে বাতিল করে দেয়। কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়। গ্রেট ব্রিটেনসহ অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে ভূমিকা রেখেছিল তৎকালীন প্রেক্ষিতে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব 'ক' বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের একটি ইউনিটের প্রধান। অন্যদিকে জনাব 'খ' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তিনি তার এলাকার ঝগড়া বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ক. সচিবালয় কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে কেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'খ' কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব 'ক' এর প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে স্থান থেকে সারা দেশের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সচিবালয় বলে। সচিবালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার অধিভুক্ত বিভাগসমূহ নিয়ে গঠিত।

খ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান হলেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোনো কাজ করেন না। এ কারণে তাকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান বলা হয়।

পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতি সবার উপরে। সংবিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রের প্রধান। সবার উর্ধ্বে তিনি স্থান লাভ করেন। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী তাঁকে প্রদত্ত সকল দায়িত্ব ও ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করেন। সংসদ প্রণীত আইন রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করেন। সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। তাঁর হাতে কোনো নির্বাহী ক্ষমতা নেই। সকল কাজ তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী করেন। এজন্য তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান বলে।

গ জনাব 'খ' ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশপূর্ব আমল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটির অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রাম এলাকায় জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটি কাজ করছে। ব্রিটিশ আমলে গ্রাম এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করার জন্য চৌকিদারি পঞ্চায়েত আইন ১৮৭০ প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৭ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) সংশোধিত আইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। সাধারণত গড়ে ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয় জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিন জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য (সংরক্ষিত আসনে) থাকবেন। পূর্বে একটি ইউনিয়ন তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। সংশোধিত আইনে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯ (নয়) টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব 'খ' সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য। তিনি তার এলাকার ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা, হাঙ্গামাসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে ভূমিকা পালন করেন। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমান করা যায়, জনাব 'খ' ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য। কেননা ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। এটি গ্রাম এলাকার জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদন করে।

ঘ জনাব 'ক' হলেন একজন জেলা প্রশাসক। আমি মনে করি তার প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ জেলা প্রশাসন কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর। প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার হলেন জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি প্রশাসনের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনারের পরই তাঁর স্থান।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের একটি ইউনিট। অর্থাৎ তিনি জেলা প্রশাসনের প্রধান বা জেলা প্রশাসক। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সচিবালয়ে জেলা-সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসন পরিচালনা করেন। আর জেলা প্রশাসকদের কেন্দ্র করেই জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত। জেলা প্রশাসক তাঁর কাজের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কাছে দায়ী। বিভাগীয় কমিশনার আবার যাবতীয় কার্যাবলির জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী। বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জেলা ও কেন্দ্রর মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়। জেলা প্রশাসকের কার্যাবলি ব্যাপক।

সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যধিক।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** জনাব আবির এমন একটি দেশে থাকেন যেখানে তিনি ব্যবসা করতে চাইলে জানতে পারলেন যে, এখানে ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে ব্যবসা করার সুযোগ নেই। এখানে সবকিছু একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ঘটনা-২ : জনাব রাকিবের দেশে তারা যে-কোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো সম্পদ ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ নাই বললেই চলে।

ক. সমষ্টিগত সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. বণ্টন ব্যবস্থা সমাজে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রাকিবের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব আবিরের দেশের মজুরি প্রদান ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের মজুরি প্রদান ব্যবস্থা কি সাদৃশ্যপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের সকলে সম্মিলিত ভাবে যে সকল সম্পদ ভোগ করে সেগুলোকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে।

খ বণ্টন ব্যবস্থা সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মধ্যে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ বণ্টন হলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গতি আসে ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। আর বণ্টন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম হলে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। জীবনযাত্রার মানে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটতে পারে না। সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

গ জনাব রাকিবের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যক্রম ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উদ্যোক্তারা নিজেদের পছন্দমতো দ্রব্য উৎপাদন করতে পারেন। আবার ক্রেতারাও তাদের ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্য ক্রয় করতে পারেন। অর্থাৎ এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দীপকের জনাব রাকিবের দেশে তারা যেকোনো ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন। ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো সম্পদ ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কোনো হস্তক্ষেপ নাই বললেই চলে। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদন ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি বা উৎপাদনকারী বিনিয়োগ ও উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে। যেসব দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বেশি, উদ্যোক্তা সেসব দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি বিনিয়োগ করে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য

থাকে বিধায় বিনিয়োগকারী শ্রমিককে ন্যায্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। ফলে এখানে শ্রমিক শোষণ বেশি হয়। এতে করে অল্প সংখ্যক পুঁজিপতি ও উদ্যোক্তাদের হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। যার ফলে সমাজে সম্পদ বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ জনাব আবিরের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান যা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা তথা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন থাকে। এক্ষেত্রে উৎপাদন বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো স্বাধীনতা ব্যক্তির নেই। এ অর্থব্যবস্থায় অর্জিত মুনাফার মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন ব্যক্তিমালিকানাধীন। ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদ স্বাধীনভাবে ভোগ ও হস্তান্তর করতে পারে।

উদ্দীপকে জনাব আবিরের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। আর বাংলাদেশে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। তাই মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে এ দুই অর্থব্যবস্থার মাঝে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসহ সকল সম্পদের মালিক রাষ্ট্র যে কোনো বিষয়ে সরকারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। উৎপাদকের উৎপাদন বিষয়ে এবং ভোক্তার ভোগ বিষয়ে কোনো স্বাধীনতা নেই। সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। অর্জিত মুনাফার মালিক রাষ্ট্র বা সরকার। রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান এবং উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ করে। ফলে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়। বাংলাদেশে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতো বাংলাদেশেও শ্রমিকদের মজুরির নিম্নহার এবং উদ্যোক্তাদের মুনাফার উচ্চহার লক্ষণীয়। সুদ এবং খাজনা উচ্চহারে পরিশোধ করা হয়। সরকারি খাতে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি তুলনামূলকভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে অর্থনীতির খাতসমূহের অধিকাংশই বেসরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকায় বাংলাদেশে আয় বৈষম্য রয়েছে। ফলে শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রার মান নিম্ন।

সুতরাং বলা যায়, জনাব আবিরের দেশের অর্থব্যবস্থা তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার তুলনায় বাংলাদেশে অর্থব্যবস্থায় মুজুরী প্রদানে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৪

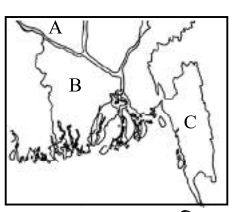

বাংলাদেশের মানচিত্র

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ প্রচুর সৌরশক্তি পায় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত নদীর গতিপথ বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মানচিত্রের 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানি ব্যবস্থাপনা বলে।

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সূর্য বছরের প্রায় সব সময়ই লম্বভাবে কিরণ দেয়ায় প্রচুর সৌরশক্তি পাওয়া যায়।

নিরক্ষীয় নিম্ন অক্ষাংশ অঞ্চলে সূর্য বছরের প্রায় সব সময়ই লম্বভাবে কিরণ দেয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অপরাপর দেশগুলো নিরক্ষীয় বা ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সহজে প্রচুর সৌরশক্তি পায়। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে তাপমাত্রা কখনো নিম্ন পর্যায়ে নামে না। ফলে এসব দেশের মানুষকে সূর্যের আলো ছাড়া অন্ধকারে বসবাস করতে হয় না।

গ মানচিত্রে 'A' চিহ্নিত নদীটি হলো পদ্মা নদী।

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলোই যেন বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলি, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা প্রভৃতি। এসব নদীগুলো উত্তরের হিমালয় এবং ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে নেমে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এগুলো শেষ পর্যন্ত আকাঁবাকা পথে চালিতে হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত নদীটি দ্বারা পদ্মা নদীকে নির্দেশ করা হয়েছে। পদ্মা নদী ভারত ও ভারতের উত্তরবঙ্গে গঙ্গা এবং বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল মধ্য হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহে। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা রাজশাহী জেলা দিয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চাঁদপুরে এসে এ নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালী অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন ৩৪,১৮৮ বর্গ কি.মি.। পশ্চিম থেকে পূর্বে নিম্নগঙ্গায় অসংখ্য শাখা নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ভাগীরথী, হুগলি, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

ঘ মানচিত্রে B ও C চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্যের প্রধান কারণ হলো ভূ-প্রকৃতিগত ভিন্নতা।

ভূ-প্রকৃতির গঠনের ভিন্নতার কারণে এদেশে অঞ্চলভেদে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য দেখা যায়। নদীবিধৌত বাংলাদেশের সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুব উর্বর। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত। বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকের মানচিত্রে 'C' চিহ্নিত স্থানটি টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহের অন্তর্গত রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, 'B' চিহ্নিত অঞ্চলটি খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু নিয়ে গঠিত স্রোতজ সমভূমিকে বোঝায়। 'C' অঞ্চলটি পার্বত্য এলাকা হওয়ায় জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য বিধায় জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। এসব অঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ ভালো রাস্তাঘাট অথবা রেল সংযোগ থাকলে জীবিকার সংস্থান সহজ হয়ে উঠতো। সমভূমির মতো কৃষিজমির উর্বরতা বেশি থাকলে মানুষ সহজে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারত। তাহলে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমতলভূমির মত ঘনবসতি গড়ে উঠতো।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'C' অঞ্চলটিতে 'B' অঞ্চলের মতো কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা সহজসাধ্য হলে এটিও জনবহুল অঞ্চলে পরিণত হতো।

প্রশ্ন ▸ ০৫ শুচিতা তার বাবা-মা, দাদা-দাদিসহ একসাথে থাকে। তার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক। তারা সবসময় তাকে সত্য কথা বলা, ন্যায়-নীতি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সে ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করে আসছে।

ক. অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার কাকে বলে? ১

খ. পরিবারকে আয়ের একক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শুচিতার পরিবারটি আকারের ভিত্তিতে কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শুচিতকাকে কি সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায়? তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উচু বর্ণের পাত্রের সাথে নিচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

খ মানুষের আয় মূলত পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দৃঢ় করার জন্য পরিচালিত হয় বলেই পরিবারকে আয়ের একক বলা হয়।

পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান পরিবারের অন্যতম কাজ। এজন্য পরিবারের সদস্যগণ অর্থনৈতিক বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থাকেন। পরিবারের বাবা, অনেক সময় বাবা-মা দুজনেই আয়মূলক বিভিন্ন কাজ করেন। তাদের এ সকল কাজের অন্যতম উদ্দেশ্য পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ। এজন্য পরিবারকে আয়ের একক বলা হয়।

গ শুচিতার পরিবারটি আকারের ভিত্তিতে একটি যৌথ পরিবার।

সমাজ বা দেশভেদে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। নানান মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে ভাগ করা হয়। আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের। যথা– একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার।

উদ্দীপকের শুচিতা তার বাবা-মা, দাদা-দাদিসহ একসাথে থাকে। এথেকে বোঝা যায় তাদের পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার। কেননা, এ ধরনের পরিবারে দাদা-দাদি বা পিতামাতার কর্তৃত্বাধীন বিবাহিত পুত্র ও তার সন্তানসন্ততি একই সংসারে বসবাস করে। একক পরিবারের মতো যৌথ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারই যৌথ পরিবার। পূর্বে যৌথ পরিবার ব্যতীত একক পরিবার খুবই কম দেখা যেত। যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে ধীরে ধীরে এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বলতে গেলে বর্তমানে যৌথ পরিবার বিলুপ্ত প্রায়।

ঘ হ্যাঁ, শুচিতাকে সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায়।

মূল্যবোধ আমাদের সমাজবদ্ধ জীবনের বৈশিষ্ট্য। মানুষের জীবনধারার মান পরিমাপ করা যায় মূল্যবোধের মাধ্যমে। কেননা, মূল্যবোধ অনুশীলনের মাধ্যমেই সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ব্যক্তি আচরণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক আদর্শ। এই আদর্শের দ্বারা সমাজের মানুষের মনোভাব, প্রয়োজন ও ভালোমন্দের নীতিগত দিক যাচাই করা যায়।

উদ্দীপকের শুচিতার বাবা-মা দুজনেই শিক্ষক। তারা সবসময় তাকে সত্য কথা বলা, ন্যায়-নীতি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সে ছোটবেলা থেকেই এ বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করে আসছে। এ থেকে বলা যায়, শুচিতা মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার পথেই আছে। কেননা, মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক মূল্যবোধগুলো শিখে থাকে। সমাজের সকলের সমান সুযোগ-সুবিধা, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা, সত্যবাদিতা, ন্যায়বোধ প্রভৃতি মূল্যবোধগুলো সকল সমাজেই রয়েছে। মানুষ সমাজ থেকে এ মূল্যবোধগুলো অর্জন করে থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের জীবনধারার মাধ্যমে, যেমন- একজন বাংলাদেশি কিংবা ভারতীয় নাগরিকের মূল্যবোধ চীনাদের মূল্যবোধ থেকে পৃথক। বাংলাদেশি এবং ভারতীয়রা তাদের জীবনধারায় আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিকতা, অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। অপরদিকে বৈষয়িক উন্নতি বা সমৃদ্ধিলাভই চীনাদের জীবনধারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, যা ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, পরিবার থেকে শুচিতার শেখা মূল্যবোধগুলো তাকে একজন আদর্শ মানুষ হতে সাহায্য করবে। তাই তাকে একজন মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ বলা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০৬ **দৃশ্যকল্প-১ :** ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে 'ক' দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য ২৮,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ঐ দেশে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৪,০০০ কোটি টাকা। ঐ একই সময়ে ঐ দেশের প্রবাসী নাগরিকদের দ্বারা উৎপাদনের পরিমাণ ৭,৫০০ কোটি টাকা।

দৃশ্যকল্প-২ : 'খ' দেশের ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় আয় ছিল ১,০০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২২ আর্থবছরে তা অর্জিত হয় ১,১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩% এবং পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল ৫%।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণ করা যায় কীভাবে? ২

গ. 'ক' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয় কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর 'খ' দেশটিতে উন্নয়ন হচ্ছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলে।

খ প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জনসংখ্যা ও দ্রব্য মূল্যস্তর বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণ করা যায়।

কোনো দেশের প্রবৃদ্ধির হার যদি ২% হয় এবং সে দেশের জনসংখ্যাও যদি ২% হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটত না। কারণ প্রবৃদ্ধির হার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার একই হলে মাথাপিছু আয় একই থাকবে। যদি প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয় তাহলেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। তবে এর সাথে দ্রব্য মূল্যস্তর পরিবর্তনের বিষয়ও বিবেচনায় নিতে হবে। ধরা যাক, কোনো নির্দিষ্ট বছরে মাথাপিছু আয় ৫% বেড়েছে, একই সময়ে দ্রব্য মূল্যস্তরও ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও জনগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারবে না। এ অবস্থায়ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার বেশি হলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'ক' দেশের অভ্যন্তরে ও ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বসবাসকারী এ দেশের নাগরিকদের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো উদ্দীপকের 'ক' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে এবং ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বসবাসকারী সব নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মোট আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো মোট জাতীয় উৎপাদন। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় যোগ করা হয় এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে যদি 'X' দিয়ে আমরা বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় বোঝাই এবং 'M' দিয়ে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বোঝাই তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) + (X – M)

∴ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ 'ক' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)

= GDP + (X – M)

= {২৮,০০০ + (৭,৫০০০ – ৪,০০০)} কোটি টাকা

= ৩১,৫০০ কোটি টাকা।

সুতরাং, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে 'ক' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) হলো ৩১,৫০০ কোটি টাকা।

ঘ হ্যাঁ, দৃশ্যকল্প-২ এর 'খ' দেশটিতে উন্নয়ন হচ্ছে।

কোনো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে কি না তা প্রবৃদ্ধির হারের সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও দ্রব্য মূল্যস্তর বৃদ্ধির হারের তুলনার মাধ্যমে বোঝা যায়। যদি কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হারের চেয়ে প্রবৃদ্ধির হার বেশি হয় তবে সেই দেশটিতে উন্নয়ন ঘটছে বলা যায়।

এখন দৃশ্যকল্প-২ এ 'খ' দেশের ২০১০-২১ অর্থবছরে জাতীয় আয় ছিল ১,০০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে তা অর্জিত হয়– ১,১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

১ বছরে 'খ' দেশের জাতীয় আয় বেড়েছে–

= (১,১০,০০০ – ১,০০,০০০) কোটি মার্কিন ডলার

= ১০,০০০ কোটি মার্কিন ডলার

∴ এই সময়ে 'ক' দেশের প্রবৃদ্ধির হার $= \frac{১০,০০০ \times ১০০}{১,০০,০০০}$ %

= ১০ %

উদ্দীপকে দেখতে পাই একই সময়ে 'খ' দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩% এবং পণ্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল ৫%। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 'খ' দেশটির প্রবৃদ্ধির হার একই সময়ে দেশটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও দ্রব্য মূল্যস্তর বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি ছিল। ফলে দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তাই বলতে পারি দৃশ্যকল্প-২ এর দেশটিতে উন্নয়ন ঘটেছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **ঘটনা-১ :** মি. 'ক' অসুস্থ হলে তাকে রক্ত দিতে হয়। কিন্তু রক্ত দেয়ার ৭-৮ মাস পর থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার দ্রুত ওজন কমতে থাকে। সবসময় জ্বর ও পেটের সমস্যা লেগে থাকে। তিনি অবসাদ অনুভব করেন। ডাক্তার তাকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন।

ঘটনা-২ : দিনমজুর রফিক পরিবার নিয়ে বস্তিতে থাকেন। তার ১৩ বছর বয়সি ছেলে বাবা-মায়ের কোনো কথা শুনে না। সে প্রায়ই আশেপাশের সমবয়সিদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত থাকে।

ক. নারীর প্রতি সহিংসতা কাকে বলে? ১

খ. জঙ্গিবাদকে কেন ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-২ এ কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ঘটনা-১ এ উল্লিখিত সমস্যাটি আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে পুরুষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি যেসব সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা।

খ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রভাব ভয়াবহ ও মারাত্মক। জঙ্গি তৎপরতার কারণে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া জঙ্গি কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে পারে। এসব কারণে জঙ্গীবাদকে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা বলা হয়।

গ ঘটনা-২ যে সামাজিক সমস্যাটি ফুটে উঠেছে সেটি হলো কিশোর অপরাধ।

কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিকভাবে প্রচলিত মূল্যবোধ ও নীতিবিরোধী কাজই কিশোর অপরাধ। সাধারণত ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। যেসব অপরাধ কিশোরদের দ্বারা বেশি সংঘটিত হয় সেগুলো হলো চুরি, খুন, জুয়াখেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেট মারা, মারপিট করা, গাড়ি ভাংচুর, বোমাবাজি, বিনা টিকেটে ভ্রমণ, পথেঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, ধূমপান, অশোভন ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর দিনমজুর রফিক পরিবার নিয়ে বস্তিতে থাকেন। তার ১৩ বছর বয়সী ছেলে বাবা-মায়ের কোনো কথা শুনে না। সে প্রায়ই আশেপাশের সমবয়সীদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত থাকে। এ থেকে বাংলাদেশের অন্যতম একটি সামাজিক সমস্যা কিশোর অপরাধের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কেননা, রফিক সাহেবের ছেলের বয়স ১৩। এই বয়সে সে বাবা মায়ের কথা শুনে না এবং আশপাশের সমবয়সীদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয় যা স্পষ্টভাবে কিশোর অপরাধ।

ঘ ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের মারাত্মক একটি সামাজিক সমস্যা এইডসকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

এইডস একটি মারাত্মক প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ বা ব্যাধি। দেহে এইচআইভি ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে এইডস রোগ হয়। এটি হলো অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের ভাইরাস। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দ্রুত ওজন কমতে থাকে এবং সার্বক্ষণিক ডায়রিয়া, জ্বর ও কাশি লেগেই থাকে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ মি. 'ক' অসুস্থ হলে তাকে রক্ত দিতে হয়। কিন্তু রক্ত দেয়ার ৭-৮ মাস পর থেকে আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার দ্রুত ওজন কমতে থাকে। সবসময় জ্বর ও পেটের সমস্যা লেগে থাকে। তিনি অবসাদ অনুভব করেন। ডাক্তার তাকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন। এরূপ বর্ণনায় এইডসের চিত্র প্রকাশ পায় যা আমাদের জাতীয় জীবনে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। এইডস বা এইচআইভির কারণে আমাদের দেশে নিরাপদ রক্তের প্রাপ্যতা ঝুঁকিপূর্ণ। দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর অব্যাহত উন্নয়ন এবং সেবা ব্যবস্থাও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বে এইডস-এর কারণে একদিকে অকাল মৃত্যুর হার বাড়ছে এবং গড় আয়ু কমছে। আর অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও এইডস-এর কারণে প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, এইডস একটি মরণঘাতী ব্যাধি। এর ফলে ব্যক্তি সামাজিকভাবে যেমন নিগৃহিত হয় তেমনি তারা জাতীয় জীবনে হয়ে ওঠে হুমকীস্বরূপ। তাই এ থেকে আমাদের সকলের সচেতন থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ০৮

ঘটনা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি
X	আব্দুল মতিন
	কাজী গোলাম মাহবুব
Y	ইস্কান্দার মীর্জা
	আইয়ুব খান
Z	ডঃ শামসুজ্জোহা
	আসাদুজ্জামান আসাদ

ক. যুক্তফ্রন্টের শিক্ষাসংক্রান্ত দফাটি লেখ। ১

খ. ৬-দফার উল্লিখিত রাজস্বসংক্রান্ত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-Y দ্বারা কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে X এবং Z ঘটনার ভূমিকা রয়েছে'– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্টের শিক্ষা সংক্রান্ত দফাটি হলো– "শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার করে কেবল মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে।"

খ ৬ দফা হলো ৬টি দাবী সংবলিত একটি ঐতিহাসিক দাবী যেটি ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে উত্থাপন করেন।

১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে যোগদান করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে তিনি সংবাদ সম্মেলন করে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। এর রাজস্ব সংক্রান্ত দফাটি হলো– সকল প্রকার কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। এই দফাটির মাধ্যমে মূলত পূর্ব-পাকিস্তানের অর্থনৈতিক মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়।

গ ঘটনা-Y দ্বারা ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৫৪ সালের ৩০মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পাকিস্তানি প্রশাসন। পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক সামরিক-বেসামরিক শাসকগোষ্ঠীর অশুভ তৎপরতার ফলে সংসদ ও সরকার কার্যকর ভূমিকায় থাকেনি। ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখলের সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে পরস্পরবিরোধী এমএলএদের মধ্যে মারামারির মতো এক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। এতে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী গুরুতর আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মারা যান। এরই সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন।

উদ্দীপকের Y ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হলেন ইস্কান্দার মির্জা এবং আইয়ুব খান। এই দুইজন ব্যক্তি ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারি এবং তৎপরবর্তী শাসনামলের ঘটনার সাথে জড়িত। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসনের প্রতিষ্ঠাকারী হলেও ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত ও দেশত্যাগে বাধ্য করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করেন। সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি ব্যবস্থা চালু করেন। সামরিক শাসনের ফলে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের হাতে। পূর্ব পাকিস্তানের সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য চরম আকার ধারণ করতে থাকে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনা X ও Z দ্বারা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানকে নির্দেশ করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবে এ দুটি ঘটনার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে নতুনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। পরিষদের নেতারা ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিন ছাত্র-জনতা মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল বের করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। এতে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ অনেকে শহিদ হন। অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন বানচাল করতে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করে তাদের বন্দি করা হয়। এ মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ১৯৬৯ সাল নাগাদ আন্দোলন চরমে ওঠে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে এ আন্দোলনে যুক্ত হয়। জানুয়ারিতে ছাত্রসমাজ ১১ দফা দাবি নিয়ে রাজপথে নামে। একে একে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জামান আসাদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা শহিদ হন। এতে গণআন্দোলন এতই তীব্রতা লাভ করে যে, আন্দোলন দমনে শাসকচক্রের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

উদ্দীপকের X এবং Z ঘটনাদ্বয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সাথে জড়িত। এ দুটো আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। ভাষা আন্দোলন আমাদের মাঝে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জাগ্রত করে। যার প্রেক্ষিতে সূচিত হয় ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন। ড. শামসুজ্জোহা ও আসাদুজ্জামান আসাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। এরপর বাঙালি বুঝতে পারে নিজের স্বাধীন রাষ্ট্র ছাড়া শোষণহীন ভাবে বেঁচে থাকার উপায় নেই। ফলে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি সমাজ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করে আর ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সেই চেতনায় অগ্নিসংযোগ করে। যার প্রেক্ষিতে বাঙালি পেয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত প্রাণের স্বাধীনতা।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** সিটি মেয়র জনাব মহিম তার এলাকার উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। তিনি তার এলাকায় স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার জন্য একটি খেলার মাঠও তৈরি করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মাহবুব সাহেব একজন সচেতন নাগরিক। তিনি যথাসময়ে কর প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন যথাযথভাবে মেনে চলেন। একই সাথে তিনি রাষ্ট্র প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলোও ভোগ করেন।

ক. সামাজিক প্রথা কাকে বলে? ১

খ. দুর্নীতি নির্মূলে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত কাজগুলো রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত নাগরিকতার সাথে সম্পর্কিত বিষয় দুটি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।" তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচর-আচরণ ও অভ্যাসকে সামাজিক প্রথা বলে।

খ তথ্য অধিকার আইন দুর্নীতি নির্মূলে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এই আইন সাধারণ মানুষকে সরকারি তথ্য প্রাপ্তির অধিকার দেয়, যা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। সরকারি কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখা এবং অনিয়ম ধরা পড়লে তা প্রকাশ করা সহজ হয়। এই আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা সম্ভব হয়, কারণ এটি সরকারি কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের উপর নজর রাখতে সাহায্য করে। তথ্য অধিকার আইনের ফলে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আরও পরিষ্কার হয়, যা দুর্নীতির সুযোগ কমায়। এই আইনের কারণে সরকারি কর্মচারীরা তাদের কর্মকাণ্ডে আরও সতর্ক থাকে এবং দুর্নীতি কমাতে বাধ্য হয়। সব মিলিয়ে, তথ্য অধিকার আইন দুর্নীতি নির্মূলে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করে, যা গণতন্ত্র ও সুশাসনের জন্য অপরিহার্য।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত কাজগুলো রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে থাকে সেসব কাজকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ বলা হয়। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, অস্থায়ী হেলথ ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পরিচালনা করে। পাশাপাশি জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান প্রভৃতি সেবাও রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ সিটি মেয়র জনাব মহিম তার এলাকার উন্নয়নে সর্বদা সচেষ্ট। তিনি তার এলাকায় স্কুল, মসজিদ, মাদ্রাসা, প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার জন্য একটি খেলার মাঠও তৈরি করেন। এখানে মূলত রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ, শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কার্যাবলির অন্তর্গত।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয় দুটি হলো নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য। নাগরিকতার সাথে জড়িত বিষয় দুটি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

অধিকার ও কর্তব্য শব্দ দুটি ভিন্ন হলেও এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ভোগ করলে কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্য নির্দেশ করে।

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। আমার পথ চলার অধিকার আছে। এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমার পথ চলার সুযোগ করে দেবে। কাজেই অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। আবার আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়। যেমন– রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করি।

প্রশ্ন ▶ ১০

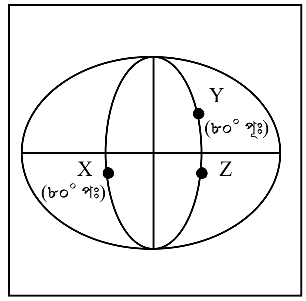

ক. সৌর কলঙ্ক কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কীভাবে সময়ের অসুবিধা দূর করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'X' স্থানের সময় শনিবার সকাল ৮ টা হলে 'Y' স্থানের সময় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. একই সময়ে 'Y' ও 'Z' স্থানের মধ্যে তাপমাত্রার কোনো তারতম্য হবে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের মধ্যে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে সৌরকলঙ্ক (Sun Spot) বলে।

খ সময় সংক্রান্ত বিভ্রাট দূর করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার ভূমিকা অপরিসীম।

১৮০° দ্রাঘিমা রেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। একে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে তারিখ বা বার নিয়ে গরমিল দেখা দেয়। কোনো স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সাথে একদিন বিয়োগ করতে হয়। আবার পশ্চিম দিকে ভ্রমণকারী কেউ ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে তাদের কম সময়ের সাথে একদিন যোগ করতে হয়। এতে তারিখ ও সময়ের বিভ্রাট দূর হয়।

গ 'X' স্থানের দ্রাঘিমা ৮০° পশ্চিম এবং 'Y' স্থানের দ্রাঘিমা ৮০° পূর্ব।

স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্য = (৮০° + ৮০°)
= ১৬০°

প্রতি ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট

সুতরাং ১৬০° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হবে (৪ × ১৬০) মিনিট
= ৬৪০ মিনিট
= ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

উদ্দীপকে 'X' ও 'Y' চিহ্নিত স্থান দুটি পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। তবে স্থান দুটির দ্রাঘিমার মান অনুযায়ী 'Y' স্থানটি 'X' স্থানের পূর্বদিকে অবস্থিত। তাই 'Y' স্থানটির সময় 'X' এর চেয়ে বেশি হবে। অর্থাৎ 'X' স্থানের সময়ের সাথে ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট যোগ করতে হবে।

উপরিউক্ত 'X' স্থানের সময় সকাল ৮টা হলে 'Y' স্থানের সময় হবে (সকাল ৮টা + ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিট)
= সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট

অতএব, 'Y' স্থানের সময় হবে সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিট।

ঘ উদ্দীপকে 'Y' স্থান উত্তর অক্ষাংশে এবং 'Z' স্থান দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত। বিপরীত অক্ষাংশে এই দুই স্থান অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে উভয় স্থানের তাপমাত্রার পার্থক্য হবে।

সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থানে ঋতু পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। লম্বভাবে পতিত সূর্যরশ্মি কম বায়ুস্তর ভেদ করে আসে বলে ভূপৃষ্ঠকে অধিক উত্তপ্ত করে। আর তির্যকভাবে পতিত রশ্মি অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে আসে এবং অধিক স্থানব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে বলে ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত হয়। সূর্যরশ্মির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লম্ব ও তির্যকভাবে পতিত হওয়ার কারণে স্থানভেদে তাপমাত্রা ভিন্নতর হয়।

সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর কক্ষপথে চারটি অবস্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যথা– ২১শে মার্চ, ২১শে জুন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২২শে ডিসেম্বর। ২১শে মার্চের সময় সূর্য নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তাই তিন মাস উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল থাকে। আবার ২৩শে জুনের সময় সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল থাকে। এভাবে ২২শে ডিসেম্বর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে আবার এর বিপরীত ঋতু বিরাজ করে। তাই 'Y' গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, তখন 'Z' গেলার্ধে শীতকাল বিরাজ করবে। অর্থাৎ তাপমাত্রার তারতম্য হবে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, গোলার্ধের ভিন্নতার কারণে 'Y' ও 'Z' স্থান দুটির মধ্যে তাপমাত্রার তারতম্য হবে।

প্রশ্ন ▸ ১১ মানবাধিকার কর্মী বাংলাদেশের মিরোভা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ একটি সনদ নিয়ে কাজ করেন। এ সনদটি লিঙ্গা বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সনদটি কার্যকরের ফলে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণির অবস্থান উন্নত হয়েছে। আবার তার ভাই একই প্রতিষ্ঠানের হয়ে আফ্রিকার একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত আছেন।

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি কীভাবে ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানবাধিকার কর্মী মিরোভার কাজটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিষয়ের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মিরোভার ভাইয়ের কাজের মাধ্যমে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে'– মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকারকে মানবাধিকার বলে।

খ বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক তথা সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি সহাস্রাব্দ (মিলেনিয়াম) উন্নয়নের ৮টি লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে কাজ করছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য হার হ্রাসকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে অবদানের জন্য জাতিসংঘের এওয়ার্ড লাভ করেন। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে ইউএনডিপি কাজ করছে।

গ মানবাধিকার কর্মী মিরোভার সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের সিডও সনদের মিল রয়েছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৪৮ সালে ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন বিশ্ব নারী সম্মেলন এবং সিডও (CEDAW) সনদ গ্রহণ করেছে, যেগুলো নারীর সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতির মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসনে ভূমিকা রাখছে।

উদ্দীপকের মানবাধিকার কর্মী বাংলাদেশের মিরোভা একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ একটি সনদ নিয়ে কাজ করেন। এ সনদটি লিঙ্গা বৈষম্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সনদটি কার্যকরের ফলে সমাজে একটি বিশেষ শ্রেণির অবস্থান উন্নত হয়েছে। উদ্দীপকের এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘ প্রণীত সিডও সনদের মিল পাওয়া যায়। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গা দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

ঘ মিরোভার ভাইয়ের কাজের মাধ্যম্যে দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্বভাবতই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলাদেশের প্রায় ১১০০০ এর বেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে মিরোভার ভাই জাতিসংঘের হয়ে আফ্রিকার একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার কাজে নিয়োজিত। তার কাজে মূল জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদান প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। এ কাজে এখন পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বশান্তির জন্য শহিদ হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। বাংলাদেশি সৈন্যরা প্রমাণ করেছে শান্তির জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিয়েরালিওন বাংলাকে সে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আইভরিকোস্টের একটি ব্যস্ততম সড়কের নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশ সড়ক। এভাবে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নত দেশগুলো অর্থ দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় রেখেছে এক অনন্য অবদান; বৃদ্ধি করেছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি?
K বুধ L শুক্র M মঙ্গল N বৃহস্পতি

২. জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর উদ্দেশ্য–
i. মানবাধিকার রক্ষা ii. সরকার গঠন করা iii. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩.

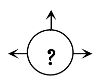

'A' চিহ্নিত ব্যাংক কোনটি?
K গ্রামীণ ব্যাংক L বাণিজ্যিক ব্যাংক
M কৃষি ব্যাংক N কেন্দ্রীয় ব্যাংক

৪. দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করেন?
K ১৪০ এর ক (১) L ১৪১ এর ক (১)
M ১৪২ এর ক (১) N ১৪৩ এর ক (১)

৫. জমির অভ্যন্তরের উৎপাদনের উপাদান কোনটি?
K গাছ L পুকুর M প্রাকৃতিক গ্যাস N লবণ

৬. ব্রহ্মপুত্র নদীর দৈর্ঘ্য কত?
K ১২০ কি.মি. L ৩২০ কি.মি. M ১৭৭ কি.মি. N ২৮৯৭ কি.মি.

৭. টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট কোনটি?
K মাতৃকল্যাণ L জেন্ডার সমতা
M শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়
N শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
এস. এস. সি পরীক্ষার পর লিমন ও তার বন্ধুরা কুয়াকাটায় বেড়াতে যায়। সেখানে পৌঁছাতে গভীর রাত হওয়ায় তারা যাত্রী ছাউনিতে অপেক্ষা করতে লাগল। এমন সময়, তাদের বয়সি কিছু বিপদগামী ছেলে এসে তাদেরকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে মোবাইল, টাকাপয়সা, ঘড়ি ছিনতাই করে নিয়ে যায়।

৮. উদ্দীপকে কোন বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?
K দুর্নীতি L জঙ্গিবাদ M কিশোর অপরাধ N মাদকাসক্তি

৯. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কারণ–
i. উপযুক্ত শিক্ষার অভাব ii. বেকারত্ব iii. মূল্যবোধের অবক্ষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১০. ২০২২ সালের মধ্য সময়ে একটি দেশের মোট জনসংখ্যা ২৮ কোটি ছিল এবং ঐ সময়ে মোট জাতীয় আয় ১৪০০০ কোটি মার্কিন ডলার। ঐ সময়ে দেশটির মাথাপিছু আয় কত?
K ২০০ মার্কিন ডলার L ২৫০ মার্কিন ডলার
M ৫০০ মার্কিন ডলার N ৭৫০ মার্কিন ডলার

১১. উদ্যোক্তার আয় কোনটি?
K খাজনা L মুনাফা M মজুরি N সুদ

১২. উন্নয়নশীল দেশের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
K দুর্বল আর্থসামাজিক অবকাঠামো L মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার
M প্রতিকূল বৈদেশিক বাণিজ্য N নগরায়ণের হার বৃদ্ধি

১৩. শিমু রমনা পার্কে ফুল কুড়িয়ে মালা গাঁথে। মালাগুলো গাড়ির যাত্রীদের কাছে বিক্রি করে পথের ধারে খাবার খেয়ে রাতে পার্কেই ঘুমিয়ে থাকে। শিমুর মতো অসহায় শিশুদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংস্থাটি?
K ইউনেস্কো L ইউনিফেম
M ইউনিসেফ N ইউএনএইচসিআর

১৪. বাংলাদেশ সরকারের করবহির্ভূত রাজস্ব কোনটি?
K বন L মাদকশুল্ক M ভূমি রাজস্ব N আয়কর

১৫. মাতৃত্বজনিত ছুটি বৃদ্ধির ফলে নবজাতক শিশুদের কোন সমস্যাটি দূর হবে?
K অনিরাপদ প্রসূতি সেবা L মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের অনুন্নতি
M পুষ্টিজনিত ঘাটতি N মৃত্যুহার বৃদ্ধি

১৬. পৃথিবীর কোন দেশে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ব্যবস্থা এখনও চালু আছে?
K ইংল্যান্ডে L সুইজারল্যান্ডে M পাকিস্তানে N গ্রিসে

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ইস্পাত শিল্প 'A' এর দুটি শাখা ছিল। দ্বিতীয় শাখার শ্রমিকরা নানাভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। শ্রমিক নেতা 'X' শ্রমিক সমাবেশ ডেকে শ্রমিকদের চাকরি বিধি নিরাপত্তাসহ বেশ কিছু দাবি মালিকের নিকট পেশ করেন। মালিক দাবি না মেনে শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনেন।

১৭. উদ্দীপকের শ্রমিক নেতার কার্যক্রম ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে?
K ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন L ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন
M ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন N ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৮. ইঙ্গিতকৃত ঘটনার ফলে–
i. ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নেতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়
ii. আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়
iii. বাঙালিরা স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. কিশোর শ্রমিক দ্বারা কাজ করানো যাবে না কখন?
K সন্ধ্যা ৭ টা থেকে সকাল ৭ টা L সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ১২ টা
M দুপুর ১২ টা থেকে বিকাল ৫ টা N সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২ টা

২০. মাতৃসূত্রীয় পরিবার ব্যবস্থা কাদের মধ্যে প্রচলিত?
K চাকমা L খাসিয়া M সাঁওতাল N রাখাইন

২১. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে কে ছিলেন?
K তাজউদ্দীন আহমদ L এম. মনসুর আলী
M সৈয়দ নজরুল ইসলাম N এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান

২২. ভূ-পৃষ্ঠে 'ক' স্থানের ঠিক বিপরীত অবস্থানে 'খ' অবস্থিত। 'ক' এর অবস্থান ৪২° উত্তর অক্ষাংশ হলে 'খ' এর অক্ষাংশ হবে–
K ৪২° দক্ষিণ L ৪২° উত্তর M ৪৮° পূর্ব N ৪৮° পশ্চিম

২৩. রাষ্ট্রের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?
K অ্যারিস্টটল L আর, এম, ম্যাকাইভার
M অধ্যাপক গার্নার N অধ্যাপক গেটেল

২৪. জনাব স্বপন ও সোমা একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। সদ্য তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে চট্টগ্রাম শহরে বসবাস শুরু করে। এ দুজনের গঠিত পরিবারকে কোন পরিবার বলা হয়?
K অনুলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার L অন্তর্গোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার
M যৌথ পরিবার N নয়াবাস পরিবার

২৫. বাংলাদেশ কত ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত?
K ২০°৩৪′ — ২৬°৩৮′ L ২০°৪৩′ — ২৬°৮৩′
M ২৬°৩৪′ — ৩৮°২০′ N ২৬°৪৩′ — ৩৮°২৬′

২৬. নিচের কোন রাষ্ট্রটির 'ভেটো' প্রদানের ক্ষমতা আছে?
K কানাডা L ফ্রান্স M জাপান N অস্ট্রেলিয়া

২৭. স্রোতজ বনভূমির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল কোনটি?
K ঢাকা, টাঙ্গাইল L ফরিদপুর, কুষ্টিয়া
M খুলনা, পটুয়াখালী N ফেনী, নোয়াখালী

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৮ ও ২৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
গনি মিয়া একজন কাঠুরে। তিনি বন থেকে কাঠ কেটে এনে চেয়ার-টেবিলসহ বিভিন্ন প্রকার ফার্নিচার তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন।

২৮. উদ্দীপকের গনি মিয়ার চেয়ার-টেবিল তৈরি করাকে কী বলে?
K ভোগ L বণ্টন M বিনিয়োগ N উৎপাদন

২৯. উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে গনি মিয়া একজন–
i. শ্রমিক ii. উদ্যোক্তা iii. মূলধন বিনিয়োগকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তনের কোন উপাদানটি আত্মবিশ্বাস ও বিচার বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে?
K যোগাযোগ L সংস্কৃতি M শিক্ষা N প্রযুক্তি

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১. **দৃশ্য-১ :** চাকরিসূত্রে ৩ বছর সিঙ্গাপুর থাকার পর কামাল দেশে ফিরে আসে। তার শারীরিক অবস্থা আগের মতো ভালো নেই। সার্বক্ষণিক জ্বর, পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সে কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। তার এ অবস্থা দেখে মা-বাবা অনেক চিন্তিত।

দৃশ-২ : জাফলং থেকে ফেরার পথে রহিমদের গেটলক বাসটি নিয়ম ভেঙে অন্যান্য যানবাহনকে ওভারটেক করে আসছে। তাদের বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজি ভর্তি একটি পিকআপ রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সব্জি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক মারাত্মকভাবে আহত হয়।

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য-১ এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা কর। ৪

২. বাঁধন 'ক' দেশের নাগরিক। তিনি নিজ দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যে কারখানা থেকে প্রচুর টাকা আয় করেন এবং নিজের জন্য একটি দামি গাড়ি কিনেন। বাঁধন 'খ' দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। ঐ দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার সকল সিদ্ধান্ত সরকারই গ্রহণ করে।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই।"– মতামত দাও। ৪

৩.

ক্রম.	সাল	ঘটনা
১	১৯৪৯	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
২	১৯৫২	'ক'
৩	১৯৬৬	'খ'
৪	১৯৬৯	গণ অভ্যুত্থান

ক. ভাষা আন্দোলনের উপর লেখা প্রথম কবিতার নাম কী? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'খ' দ্বারা ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে 'ক' দ্বারা নির্দেশিত আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৪.

ছক-১			
স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	সময়
ক	৪০° উত্তর	১৫° পূর্ব	সকাল-৭টা
খ	৫০° দক্ষিণ	৭৫° পশ্চিম	?

ছক-২

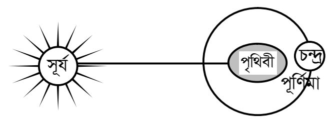

ক. সৌরজগৎ কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ১নং ছকের 'ক' চিহ্নিত স্থানের স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে 'খ' চিহ্নিত স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ২নং ছকের ঘটনাটির প্রভাব আলোচনা কর। ৪

৫.

ক	খ
* নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল;	* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত;
* গত শতাব্দীর আশির দশকে গৃহীত হয়;	* বিশ্বব্যাপী কাজ করে;
* বর্তমানে ১৩২টি দেশের সমর্থন রয়েছে।	* বর্তমানে ১৯৩টি সদস্য রয়েছে।

ক. টেকসই উন্নয়ন কী? ১

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন? ২

গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছকের 'খ' তে উল্লিখিত সংস্থাটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৬.

ক	* নারীর ক্ষমতায়ন * কুসংস্কার মুক্ত * দারিদ্র্য বিমোচন
খ	* উৎপাদন বৃদ্ধি * মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি * অপরাধ ও মাদকাসক্তি বৃদ্ধি

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'ক' দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ছকের 'খ' তে নির্দেশিত সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানটি অর্থনীতিতে একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপও।"– মূল্যায়ন কর। ৪

৭. জহির সাহেব এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যেখানে তাকে সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব-নিকাশ করতে হয়। তাকে প্রয়োজনবোধে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শও প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে জহির সাহেবের ছোট ভাই রাকিব গ্রামে বাস করে। রাকিব আর্থিক সংকটে পড়লে জহির সাহেব তাকে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলেন যেটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

ক. কর রাজস্ব কী? ১

খ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম খাতটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে রাকিবকে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জহির সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮.

‘ক’	‘খ’
* রেসকোর্স ময়দান ১৯৭১	* প্রথম সরকার গঠন, ১৯৭১
* বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাসের বর্ণনা	* হানাদারদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা
* বিশ্বপ্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত।	* বিজয় অর্জন নিশ্চিত করা।

ক. “ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল” কী? ১

খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের ‘ক’ দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়-অর্জনের ক্ষেত্রে ছকের ‘খ’ তে উল্লিখিত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৯. জনাব রহমান একটি সংস্থার নির্বাচিত সদস্য। ঐ সংস্থার সদস্য হিসেবে সে এবং তার সহকর্মীরা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন করে থাকেন। আধুনিক রাষ্ট্রে এ সংস্থাটি আইনের প্রধান উৎস। অন্যদিকে, তার বড় ভাই জনাব রায়হান একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানে ৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা সদস্য আছেন। তিনি তার এলাকায় সার, বীজ প্রভৃতি বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে থাকেন।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনেতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রায়হান কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রহমান এর সংস্থার সাথে সরকারের কোন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে? উক্ত বিভাগটি কি আইনের একমাত্র উৎস? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০. **ঘটনা-১ :** অনিক ও অনন্যা দুই ভাই-বোন টেবিলের দুপাশে বসে পড়াশোনা করছিল। হঠাৎ টেবিলটি নড়ে উঠলে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। পরক্ষণে তাদের পুরো চারতলা বাড়িটি নড়ে উঠলে, তারা আসল ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করল।

ঘটনা-২ : আরমান তার বন্ধুদের সাথে শিক্ষা সফরে পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরতে যায়। সেখানে সে দেখতে পেল চুনাপাথর, কয়লা প্রভৃতি আহরণ করা হচ্ছে। সে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারল, বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও এ ধরনের সম্পদ রয়েছে।

ক. সিসমিক রিস্ক জোন কী? ১

খ. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ এর ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত সম্পদের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু উন্নয়ন করতে পারে? মূল্যায়ন কর। ৪

১১.

বিষয়	বৈশিষ্ট্য
ক	* গাছের পাতা একত্রে ফোটেও না, ঝরেও না; * সারা বছর বনগুলো সবুজ থাকে।
খ	* বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী; * উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে; * দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ক. সৌরশক্তি কাকে বলে? ১

খ. পানির অভাবের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের ‘ক’ দ্বারা কোন বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ছকের ‘খ’ তে উল্লিখিত নদীর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	L	৩	K	৪	L	৫	M	৬	N	৭	L	৮	M	৯	L	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	M	১৪	K	১৫	M
	১৬	L	১৭	M	১৮	L	১৯	K	২০	L	২১	L	২২	K	২৩	M	২৪	N	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	N	২৯	M	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **দৃশ্য-১ :** চাকরিসূত্রে ৩ বছর সিঙ্গাপুর থাকার পর কামাল দেশে ফিরে আসে। তার শারীরিক অবস্থা আগের মতো ভালো নেই। সার্বক্ষণিক জ্বর, পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সে কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। তার এ অবস্থা দেখে মা-বাবা অনেক চিন্তিত।

দৃশ-২ : জাফলং থেকে ফেরার পথে রহিমদের গেটলক বাসটি নিয়ম ভেঙে অন্যান্য যানবাহনকে ওভারটেক করে আসছে। তাদের বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজি ভর্তি একটি পিকআপ রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সব্জি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক মারাত্মকভাবে আহত হয়।

ক. সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে? ১

খ. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য-১ এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজের যেসব রীতিনীতি, ধ্যানধারণা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সংকল্প মানুষের আচরণ ও কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিকেই সামাজিক মূল্যবোধ বলে।

খ বিভিন্ন কারণে মানুষ দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে।

দুর্নীতি একটি জটিল সামাজিক অপরাধ, যা ব্যক্তিগত লোভ এবং অসৎ উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত হয়। এটি সাধারণত ক্ষমতা এবং আস্থার অপব্যবহারের মাধ্যমে ঘটে। দুর্নীতির মূল কারণ হলো দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো, অপর্যাপ্ত আইনি প্রণালী, এবং সামাজিক অসচেতনতা। যখন একটি সমাজে দুর্নীতির প্রতি সহনশীলতা বেড়ে যায়, তখন অসাধু ব্যক্তিরা সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করে। এই প্রক্রিয়াটি অবৈধ লেনদেন, ঘুষ, এবং অন্যান্য অনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে ঘটে। দুর্নীতির ফলে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়, যা দারিদ্র্য এবং অসাম্যের বৃদ্ধি ঘটায়। এটি সরকারি প্রকল্পের ব্যর্থতা, জনগণের মধ্যে আস্থার অভাব, এবং আইনের শাসনের দুর্বলতা সৃষ্টি করে।

গ দৃশ্য-১ এর ক্ষেত্রে এইডস নামক সামাজিক সমস্যাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

এইডস-এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এটি এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি মরণব্যাধি। এইচআইভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে থাকে। এই ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং আক্রান্ত ব্যক্তির একমাসের বেশি সময় ধরে শুকনো কাশি হতে পারে এবং শরীরের ওজন দ্রুত কমে যায়।

উদ্দীপকে দৃশ্য-১ এ চাকরিসূত্রে ৩ বছর সিঙ্গাপুর থাকার পর কামাল দেশে ফিরে আসে। তার শারীরিক অবস্থা আগের মতো ভালো নেই। সার্বক্ষণিক জ্বর, পাতলা পায়খানা হচ্ছে। সে কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে। এখানে স্পষ্ট হয় যে কামাল মরণব্যাধি এইডসে আক্রান্ত। কেননা, সার্বক্ষণিক জ্বর, পাতলা পায়খানা এবং কর্মস্পৃহা হারিয়ে ফেলা এইডসের অন্যতম লক্ষণ। এসব লক্ষণ দীর্ঘদিন দেখা গেলে বোঝা যায় রোগী এইডসে আক্রান্ত।

ঘ দৃশ্য-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যাটি হলো সড়ক দুর্ঘটনা, যার সমাধানে প্রয়োজন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো সড়ক দুর্ঘটনা। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাকেই সড়ক দুর্ঘটনা বলে। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হারও অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এ জাফলং থেকে ফেরার পথে রহিমদের গেটলক বাসটি নিয়ম ভেঙে অন্যান্য যানবাহনকে ওভারটেক করে আসছে। তাদের বাসটিকে জায়গা দিতে গিয়ে সবজিভর্তি একটি পিকআপ রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। এতে অনেক সবজি নষ্ট হয় এবং পিকআপের চালক মারাত্মকভাবে আহত হয়। এখানে মূলত সড়ক দুর্ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এটি বর্তমানে আমাদের দেশের একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এ ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা নিরসন করতে হলে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমত, গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইনকানুন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত বা মাতাল অবস্থায় গাড়ি না চালানো, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা। চতুর্থত, গাড়ির ছাদে যাত্রী ও মালামাল বহন না করা, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করাসহ এসব বিষয়ে সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পঞ্চমত, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থার দায়িত্বশীল হওয়া এবং ভুয়া লাইসেন্সধারি যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ষষ্ঠত, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা। এ পদক্ষেপগুলো যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে আশা করা যায়, বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

প্রশ্ন ▶ ০২ বাঁধন 'ক' দেশের নাগরিক। তিনি নিজ দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। অল্পদিনের মধ্যে কারখানা থেকে প্রচুর টাকা আয় করেন এবং নিজের জন্য একটি দামি গাড়ি কিনেন। বাঁধন 'খ' দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। ঐ দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার সকল সিদ্ধান্ত সরকারই গ্রহণ করে।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'ক' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের 'খ' দেশের অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই।"– মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ আমাদের পরিবেশ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অপরিহার্য। এই সম্পদগুলি যেমন বায়ু, পানি, মাটি এবং জৈব বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক ভারসাম্য এবং জীবনের মান বজায় রাখে। সমষ্টিগত সম্পদের অপচয় এবং দূষণ পরিবেশগত সংকট সৃষ্টি করে, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ করা মানে এই সম্পদগুলির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে তারা দীর্ঘমেয়াদে পর্যাপ্ত থাকে। এটি আমাদের অর্থনীতির জন্যও ভালো, কারণ সম্পদ সংরক্ষণ মানে কম ব্যয় এবং বেশি দক্ষতা। সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব, কারণ এই পৃথিবী শুধু আমাদের নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মেরও। তাই, প্রতিটি ব্যক্তির উচিত সচেতন হয়ে সমষ্টিগত সম্পদ সংরক্ষণে অবদান রাখা।

গ উদ্দীপকের 'ক' দেশটিতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে ব্যবস্থায় সম্পদের ওপর ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দামব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে তাকেই ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য হলো ব্যক্তিগত উদ্যোগের অবাধ স্বাধীনতা এবং দামব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান। অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকে না। তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতিও বলা হয়।

উদ্দীপকের বাঁধন 'ক' দেশের নাগরিক। তিনি নিজ দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করেন। অল্প দিনের মধ্যে কারখানা থেকে প্রচুর টাকা আয় করেন এবং নিজের জন্য একটি দামি গাড়ি কিনেন। এরূপ বর্ণনায় ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। কেননা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদিত পণ্যের উপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। সেখানে সরকারি কোনো হস্তক্ষেপ থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এখানে ব্যক্তি তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ এখানে উৎপাদক ও ভোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ ধরনের অর্থব্যবস্থায় পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই। মন্তব্যটি যথার্থ।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ'-এর নির্দেশেই সমাজে সব ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানাও সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

উদ্দীপকের বাধন 'খ' দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখেন, সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যায় না। ঐ দেশে উৎপাদন ব্যবস্থার সকল সিদ্ধান্ত সরকারই গ্রহণ করে। এরূপ বর্ণনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার রূপ প্রকাশ পায়। যে অর্থব্যবস্থায় সম্পদের উপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না বা ব্যক্তির ইচ্ছামতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় না; বরং দেশের সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে এবং একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এ অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রই শ্রমিকের মজুরি প্রদান করে এবং উৎপাদনের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করে। ফলে ধনতন্ত্রের মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ থাকে না। এখানে শ্রমিকের মজুরি প্রদানের মূলনীতি হলো– 'প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে।' এই ব্যবস্থায় বেকারত্ব থাকে না। কারণ রাষ্ট্র প্রত্যেকের সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে দেয়।

সুতরাং আলোচনা হতে বলা যায়, 'খ' দেশের অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎপাদনের সকল উপাদান সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে সেখানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মতো পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে বঞ্চিত করার সুযোগ নেই।

প্রশ্ন ▶ ০৩

ক্রম.	সাল	ঘটনা
১	১৯৪৯	পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ
২	১৯৫২	'ক'
৩	১৯৬৬	'খ'
৪	১৯৬৯	গণ অভ্যুত্থান

ক. ভাষা আন্দোলনের উপর লেখা প্রথম কবিতার নাম কী? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'খ' দ্বারা ঐতিহাসিক কোন আন্দোলনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে 'ক' দ্বারা নির্দেশিত আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভাষা আন্দোলনের উপর লেখা প্রথম কবিতার নাম 'আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'।

খ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান নিজের ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে ১৯৫৮ সালে যে বিশেষ ব্যবস্থা চালু করেন তাই মৌলিক গণতন্ত্র নামে পরিচিত।

১৯৫৮ সালের **২৭শে** অক্টোবর ক্ষমতা দখলের পর প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান 'মৌলক গণতন্ত্র' নামে একটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেন। এ পদ্ধতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। এ ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক সর্বস্তরের জনগণের পরিবর্তে শুধু তাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচিত করার বিধান করা হয়।

গ ছকের 'খ' দ্বারা ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ছয় দফা দাবি ছিল বাঙালি জাতির মুক্তিসনদ। পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ যখন চরমে ওঠে, ঠিক তখনই বাঙালিদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। **১৯৬৬** সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে যোগ দেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন।

উদ্দীপকের 'খ' ঘটনাটি সংঘটিত হয় **১৯৬৬** সালে যা ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে। কেননা বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে **১৯৬৬** সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবী পেশ করেন। যার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা হয়।

ঘ বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে 'ক' দ্বারা নির্দেশিত আন্দোলন তথা ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা ছিল অনন্য।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে শুধু ধর্মের কারণে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলিম হলেও তারা পশ্চিমাদের বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হতে থাকে। বাঙালিরা ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হলেও ক্রমান্বয়ে তা রাজনৈতিক রূপ নিতে শুরু করে। ভাষার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। ভাষা আন্দোলন এভাবে ক্রমশ বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে।

উদ্দীপকের 'ক' চিহ্নিত ঘটনাটি **১৯৫২** সালে সংঘটিত হয় যেটি ভাষা আন্দোলনকে নির্দেশ করে। ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতিসত্তার জাগরূক শক্তি। কেননা, ভাষা আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ব বাংলার বাঙালির মোহ দ্রুত কেটে যেতে থাকে। নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে ভাষা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব তাদের কাছে অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙালিরা আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে নিজস্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এভাবে ভাষাকেন্দ্রিক এ আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচিত হয়, যা পরবর্তীতে বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীনতার বীজ জাগিয়ে তোলে। ঐ আন্দোলন পরবর্তীকালে বাঙালির সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। সেই সাথে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রথমে স্বায়ত্তশাসন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করে।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে তাদের আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। আর এই ঐক্য বিভিন্ন পর্ব পার হয়ে তাদের স্বাধীনতা এনে দেয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪

ছক-১

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	সময়
ক	৪০° উত্তর	১৫° পূর্ব	সকাল-৭টা
খ	৫০° দক্ষিণ	৭৫° পশ্চিম	?

ছক-২

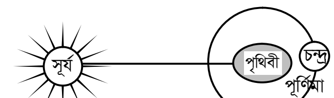

ক. সৌরজগৎ কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ১নং ছকের 'ক' চিহ্নিত স্থানের স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে 'খ' চিহ্নিত স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর ২নং ছকের ঘটনাটির প্রভাব আলোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধুমকেতু, উল্কা নিয়ে সূর্যের যে পরিবার তাকে সৌরজগৎ বলে।

খ ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটি রেখা কল্পনা করা হয়। একে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা স্থানীয় সময় ও বারের তারতম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এ রেখার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় সময় ও তারিখের অসামঞ্জস্যতা দূর করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা যায়। এ রেখাটির ফলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিন বা বার নিয়ে গরমিল দূর হয়। সুতরাং সময় ও বারের গরমিল দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ উদ্দীপকের 'ক' স্থানের দ্রাঘিমা হলো **১৫°** পূর্ব

'খ' স্থানের দ্রাঘিমা হলো ৭৫° পশ্চিম।

'ক' ও 'খ' স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (১৫° + ৭৫°)

= ৯০°।

আমরা জানি, ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = ৪ মিনিট

∴ ৯০° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = (৯০ × ৪) মিনিট

= ৩৬০ মিনিট

= ৬ ঘণ্টা।

এখন যেহেতু 'খ' স্থানটি 'ক' স্থানের চেয়ে পশ্চিমে অবস্থিত যেহেতু 'খ' স্থানের সময় 'ক' স্থানের চেয়ে ৬ ঘণ্টা কম হবে। অর্থাৎ 'ক' স্থানের সময় থেকে ৬ ঘণ্টা বিয়োগ করতে হবে। সুতরাং 'ক' স্থানের সময় সকাল ৭টা হলে 'ক' স্থানের সময় হবে = (সকাল ৭টা − ৬ ঘণ্টা) = রাত ১টা।

ঘ উপরের ২নং ছকে জোয়ার ভাটাকে নির্দেশ করা হয়েছে। জোয়ার ভাটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর দারুন প্রভাব ফেলে।

পৃথিবীর নিজস্ব গতি এবং তার উপর চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবেই মূলত জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে

সমুদ্রস্রোত ছাড়াও পানিরাশির নিজস্ব গতি আছে। এর ফলে প্রতিদিনই কিছু সময় সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে, (উচ্চতা বৃদ্ধি পায়) আবার কিছু সময়ের জন্য তা নেমে যায়। সমুদ্রের পানি এভাবে নিয়মিত ফুলে ওঠাকে জোয়ার (High Tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Low Tide) বলে।

উদ্দীপকের ২নং ছকে জোয়ার-ভাটার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জোয়ার ভাটার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের ফলে পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা হয়। পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটা হচ্ছে। এর ফলে নদীর আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে পানি নির্মল হয় ও নদীর মোহনায় পলি জমে নদীমুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। জোয়ার-ভাটার প্রবল স্রোতে নদীখাত গভীর হয়। জোয়ারের সময় নদীতে পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজ অনায়াসে নদীতে প্রবেশ করতে পারে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বড় বড় জাহাজ সহজে বন্দরে যাতায়াত করতে পারে। এছাড়া জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি আটকে রেখে তা শুকিয়ে লবণ তৈরি করা যায়। জোয়ার-ভাটার অনেক উপকারিতা থাকলেও কিছু অসুবিধাও রয়েছে। ভরা কটালের সময় (প্রবল জোয়ার) সমুদ্রের পানি প্রবল তরঙ্গে নদীর মোহনা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করে বানের (Tidal Bore) সৃষ্টি করে। মেঘনা, ভাগীরথী, আমাজান প্রভৃতি নদীতে এরূপ বান দেখা যায়। কখনো কখনো এই বানে নৌযানসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া স্থলভাগে সমুদ্রের লোনা পানি প্রবেশের ফলে কৃষিকাজের ক্ষতি হয়।

আলোচনা শেষে বলা যায়, জোয়ার ভাটা প্রাকৃতিক ভাবে সংঘটিত হয়। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই লক্ষণীয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫

ক	খ
* নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল;	* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত;
* গত শতাব্দীর আশির দশকে গৃহীত হয়;	* বিশ্বব্যাপী কাজ করে;
* বর্তমানে ১৩২টি দেশের সমর্থন রয়েছে।	* বর্তমানে ১৯৩টি সদস্য রয়েছে।

ক. টেকসই উন্নয়ন কী? ১

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন? ২

গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছকের 'খ' তে উল্লিখিত সংস্থাটির অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা।

খ উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠী হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়নে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ সামষ্টিক অংশগ্রহণ ব্যতীত টেকসই উন্নয়নের সুফল ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র উন্নয়নে একটি গোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক।

গ ছক 'ক' দ্বারা জাতিসংঘ ঘোষিত 'সিডও সনদ' বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের ছক-ক সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। গত শতাব্দীর আশির দশকে গৃহিত হয়। বর্তমানে ১৩২টি দেশের সমর্থন রয়েছে। এরূপ তথ্যগুলো জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদ-এর বিষয়টি উঠে এসেছে। নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদ তৈরি হয়েছে। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো সনদভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এটি মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত কিছু অধিকার থাকলেও অনেক রাষ্ট্রীয় আইন এবং সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য রয়ে গেছে। এসব বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব হয়। এ সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথমে ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। আর পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।

ঘ ছকের-খ জাতিসংঘের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ নানামুখী অবদান রেখে চলেছে।

জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে শান্তিভঙ্গের হুমকি ও আক্রমণাত্মক প্রবণতা দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা।

উদ্দীপকের ছক-খ এর প্রতিষ্ঠানটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত; বিশ্বব্যাপী কাজ করে; বর্তমানে ১৯৩টি সদস্য রয়েছে। এরূপ তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে জাতিসংঘকে উপস্থাপন করে। আর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এ সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বিধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো শান্তি ভঙ্গের হুমকি, আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ বন্ধের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করাও প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কাজ করে। তাছাড়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলাসহ আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা, প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা জাতিসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সংস্থা অর্থাৎ জাতিসংঘের মূল উদ্দেশ্য হলো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বিধান।

প্রশ্ন ▶ ০৬

ক	* নারীর ক্ষমতায়ন * কুসংস্কার মুক্ত * দারিদ্র্য বিমোচন
খ	* উৎপাদন বৃদ্ধি * মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি * অপরাধ ও মাদকাসক্তি বৃদ্ধি

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকের 'ক' দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ছকের 'খ' তে নির্দেশিত সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানটি অর্থনীতিতে একদিকে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপও।"– মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো জাতির জীবনব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।

খ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় একটি জটিল প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন কারণে ঘটে থাকে। এর মধ্যে প্রযুক্তির অত্যধিক ব্যবহার, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা, শিক্ষার মানের অবনতি, এবং মিডিয়ার নেতিবাচক প্রভাব অন্যতম।

প্রযুক্তির অগ্রগতি যেমন আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, তেমনি এটি মানুষকে একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যা সামাজিক সংযোগের অভাব সৃষ্টি করেছে। পারিবারিক বন্ধন যখন দুর্বল হয়, তখন সন্তানেরা নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ শিখতে ব্যর্থ হয়, যা সামাজিক অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ। শিক্ষার মানের অবনতি মানুষের চিন্তাভাবনা ও বিবেচনার ক্ষমতাকে দুর্বল করে তোলে, যা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে অবদান রাখে। অপরদিকে, মিডিয়া অনেক সময় নেতিবাচক ও অশ্লীল বিষয়বস্তু প্রচার করে, যা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অসদাচরণ ও অসামাজিক কার্যকলাপের প্রবণতা বাড়ায়। এই সমস্ত কারণ মিলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়।

গ ছকের 'ক' দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের 'শিক্ষা' উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান হলো শিক্ষা। শিক্ষা হলো একধরনের সংস্কার সাধন ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। সমাজের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা জাগ্রত করে। শিক্ষা যাবতীয় অন্ধত্ব, অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্তি দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে বাংলাদেশের সমাজে নারী শিক্ষার প্রসার জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করেছে যা তাদের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। এর ফলে দেশে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সৃষ্টি হয়েছে বহু সামাজিক নীতি ও আইন। যৌতুক আইন, পারিবারিক আইন, নারী উন্নয়ন নীতি প্রভৃতি সামাজিক সচেতনতার ফসল। নারী শিক্ষা নারীকে কর্মমুখী করেছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটেছে। এভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা, বাণিজ্য শিক্ষা প্রভৃতি সমাজে পরিবর্তন এনেছে।

উদ্দীপকের ছকের 'ক' এর তথ্যগুলো হলো নারীর ক্ষমতায়ন, কুসংস্কার মুক্ত এবং দারিদ্র্য বিমোচন। এধরনের পরিবর্তনগুলো উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। অর্থাৎ সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটলে তা মানুষকে কুসংস্কার ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিবে সাথে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা পাবে। সুতরাং বলা যায় ছক-'ক' সামাজিক পরিবর্তনের শিক্ষা উপাদানের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকের ছক 'খ' এ নির্দেশকসমূহের উপাদানটি হচ্ছে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ। যার একদিকে আশীর্বাদ, অন্যদিকে অভিশাপ। আমি এ বক্তব্যের সাথে পুরোপুরি একমত।

শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও সমাজে পরিণত হয়। শিল্পায়নের ফলে নগরায়ণ ঘটে। এদেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অধিকহারে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় জাতীয় আয় ইত্যাদি বৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিল্পায়ন।

উদ্দীপকের ছকের 'খ' এর উপাদনগুলো সামাজিক পরিবর্তনের শিল্পায়ন ও নগরায়ণ উপাদানকে নির্দেশ করে। এ উপাদানটি একইসাথে আমাদের সমাজে আশীর্বাদ ও অভিশাপ হয়ে এসেছে। এ দেশের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি, অধিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির মূলে রয়েছে শিল্পায়ন। আবার শিল্পায়নের ফলে পুরুষ, মহিলা একসঙ্গে কাজ করছে। শিল্পে শ্রমিকেরা অধিকাংশ সময় কাটায় সহকর্মীদের সাথে। কর্মক্ষেত্রে প্রাত্যহিক জীবনের প্রভাব ব্যক্তির সমগ্র জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। শিল্পায়নের ফলেই ব্যক্তির জীবন দর্শন আচার আচরণ মানসিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি পরিবর্তন ঘটেছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে শিল্পায়ন ও নগরায়ণ আশীর্বাদ হয়েই এসেছে। শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব কমে গেলেও সামাজিক দূরত্ব বেড়ে গেছে। শিল্প নগরীর বাসস্থান, স্বল্পতা, স্বল্প মজুরি ইত্যাদি কারণে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। আবার পারিবারিক সংগঠনে বিবাহ বিচ্ছেদ, শিশু কিশোরদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের সমস্যা, প্রবীণদের নিরাপত্তাহীনতা, অপরাধপ্রবণতাসহ বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দিয়েছে। আমাদের দেশের শহরে বস্তির উদ্ভব ও শিল্পায়নের ফসল, যেসব স্থানে পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, চুড়ি শিল্প, তামাক-বিড়ি শিল্প গড়ে উঠেছে সেসব স্থানে বস্তির উদ্ভব হয়েছে যা সামাজিক জীবনে দ্বন্দ্ব সংঘাত, রাহাজানি, কিশোর অপরাধের মতো বহু সামাজিক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। এসব সমস্যা আবার শৃঙ্খলিত সমস্যার সৃষ্টি করেছে, যা নগর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। তাই এ বিষয়গুলোকে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের অভিশাপ হিসেবে গণ্য করা যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, ছকের 'খ' নির্দেশিত সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান শিল্পায়ন অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। এটি অনেক নেতিবাচক প্রভাবও ফেলছে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জহির সাহেব এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যেখানে তাকে সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব-নিকাশ করতে হয়। তাকে প্রয়োজনবোধে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শও প্রদান করতে হয়। অন্যদিকে জহির সাহেবের ছোট ভাই রাকিব গ্রামে বাস করে। রাকিব আর্থিক সংকটে পড়লে জহির সাহেব তাকে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলেন যেটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।

ক. কর রাজস্ব কী? ১
খ. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম খাতটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রাকিবকে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জহির সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব অপরিসীম।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণ, বিভিন্ন ব্যবস্থা ও শিল্প কারখানার উপর যে কর ধার্য করে তাই কর রাজস্ব।

খ বাংলাদেশ সরকার ব্যয়ের অন্যতম খাতটি হলো প্রতিরক্ষা।
বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর খাত হলো প্রতিরক্ষা খাত। প্রতিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য খরচ, যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশ সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে।

গ উদ্দীপকে রাকিবকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কথা বলা হয়েছে।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করা। ব্যাংকের আমানত সাধারণত তিন ধরনের। চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী আমানত। চলতি আমানতের গচ্ছিত অর্থ যে কোনো সময় উত্তোলন করা যায়। বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এছাড়া চেক, ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।
উদ্দীপকের রাকিব আর্থিক সংকটে পড়লে তার ভাই তাকে এমন একটি ব্যাংকের কথা বলেন যেটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রদান করে থাকে। এরূপ তথ্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে উপস্থাপন করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো ঋণ প্রদান করা। এ ধরনের ব্যাংকসমূহ জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহিত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ব্যাংকগুলো তিন মেয়াদে অর্থাৎ, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ প্রদান করে থাকে।

ঘ জহির সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাংক দেশের অর্থবাজার, মুদ্রাব্যবস্থা ও অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই এর নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও সংরক্ষণ, মুদ্রা বাজার গঠন ও পরিচালনা করে। পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে এই ব্যাংক সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে থাকে। বিশেষ করে দেশে নতুন কোনো শিল্প স্থাপন বা বৃহৎ কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে এ ব্যাংক আর্থিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে।
উদ্দীপকের জহির সাহেব এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যেখানে তাকে সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব-নিকাশ করতে হয়। তাকে প্রয়োজনবোধে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শও প্রদান করতে হয়। এরূপ বর্ণনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি প্রকাশ পায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংকের ভূমিকা অনন্য। কেননা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনীতির হৃদয়। এর প্রধান কাজ হল মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা, আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, এবং ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এটি মুদ্রা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, যা অর্থনীতির প্রসার ও সঙ্কোচনে প্রভাব ফেলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, এবং সিআরআর এর মতো নীতিমালা প্রয়োগ করে অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারণ করে। এই নীতিমালা ঋণের সুদের হার, বিনিয়োগ, এবং সঞ্চয়ের উপর প্রভাব ফেলে। এছাড়াও, কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয় মুদ্রার মান স্থির রাখার জন্য বিদেশি মুদ্রা বাজারে হস্তক্ষেপ করে। এটি ব্যাংকিং খাতের জন্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে, যা ব্যাংকগুলির ঋণ প্রদানের ক্ষমতা এবং তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। এই নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনীতির সামগ্রিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।
আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে জহির সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮

‘ক’	‘খ’
* রেসকোর্স ময়দান ১৯৭১	* প্রথম সরকার গঠন, ১৯৭১
* বাঙালির শোষণ-বঞ্চনার ইতিহাসের বর্ণনা	* হানাদারদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা
* বিশ্বপ্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত।	* বিজয় অর্জন নিশ্চিত করা।

ক. “ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল” কী? ১
খ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকের ‘ক’ দ্বারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনাটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়-অর্জনের ক্ষেত্রে ছকের ‘খ’ তে উল্লিখিত সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল হচ্ছে সেই তহবিল যেখান থেকে প্রসূত নারীদের অনুদান প্রদান করা হয়।

খ বাংলাদেশের ছাত্র-সমাজ মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান রাখে।
১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান অত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

গ ছকের ‘ক’ দ্বারা বঙ্গবন্ধু ঘোষিত ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে।
স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরা হয়। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।
উদ্দীপকের ছকের ‘ক’ এর তথ্যগুলো হলো– রেসকোর্স ময়দান ১৯৭১; বাঙালির শোষণ বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা; বিশ্বপ্রামান্য দলিল হিসেবে স্বীকৃত। তথ্যগুলো ১৯৭১ সালের ৭মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তার প্রদত্ত ভাষণ দ্বারাই বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয় এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জাদুর স্পর্শে বাঙালি জাতিকে বীরের জাতিতে রূপান্তরিত করার এই ভাষণ বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ২০১৭ সালে ইউনেস্কো এই ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ঘ ছক-খ এর উল্লিখিত সরকার হলো মুজিবনগর সরকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের 'খ' ছকের তথ্য মতে, প্রথম সরকার গঠন, ১৯৭১; হানাদারদের বিরুদ্ধে কার্যক্রম পরিচালনা, বিজয় অর্জন নিশ্চিত করা। এসব তথ্যগুলো মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে যেটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ অবদান রাখে। এজন্য মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্বে ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে উল্লিখিত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব রহমান একটি সংস্থার নির্বাচিত সদস্য। ঐ সংস্থার সদস্য হিসেবে সে এবং তার সহকর্মীরা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন করে থাকেন। আধুনিক রাষ্ট্রে এ সংস্থাটি আইনের প্রধান উৎস। অন্যদিকে, তার বড় ভাই জনাব রায়হান একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানে ৯ জন পুরুষ এবং ৩ জন মহিলা সদস্য আছেন। তিনি তার এলাকায় সার, বীজ প্রভৃতি বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে থাকেন।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব রায়হান কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রহমান এর সংস্থার সাথে সরকারের কোন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে? উক্ত বিভাগটি কি আইনের একমাত্র উৎস? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার অধিভুক্ত বিভাগসমূহের সমন্বিত রূপই সচিবালয়।

খ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য।

সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মতামত ও আগ্রহগুলো প্রতিনিধিত্ব করে এবং সরকার গঠনের জন্য জনমত সংগ্রহ করে। তারা নীতি নির্ধারণ, জনগণের সেবা এবং জাতীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূল কাঠামো গঠন করে। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সরকারের কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই দলগুলো জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং তাদের মতামত ও প্রস্তাবনাগুলো সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও, রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মতামত প্রকাশ করে এবং সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তগুলোর উপর নজরদারি রাখে। তারা জনগণের স্বার্থে কাজ করে এবং সরকারের কার্যক্রমের উপর সমালোচনা ও পর্যালোচনা করে। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অপরিহার্য এবং তারা জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে।

গ জনাব রায়হান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশের সবথেকে প্রাচীন স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থা। ১০-১৫টি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, ৯ জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত আসনে ৩ জন নির্বাচিত মহিলা সদস্যসহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

উদ্দীপকের জনাব রায়হান একটি স্থানীয় প্রশাসনের প্রধান। তার প্রতিষ্টানে ৯ জন পুরুষ এবং তিন জন মহিলা সদস্য আছেন। তিনি তার এলাকায় সার, বীজ, প্রভৃতি বিতরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। এরূপ বর্ণনায় বলা যায় জনাব রায়হান ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান তথা চেয়ারম্যান। তিনি সহ মোট ১৩ জন সদস্য নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গটিত হয়। গ্রামীণজনপদের উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদ নানামুখী কাজ করে থাকে।

ঘ জনাব রহমানের সংস্থার সাথে সরকারের আইন বিভাগের সাদৃশ্য রয়েছে। আইন বিভাগ আইনের একমাত্র উৎস নয়।

আইনের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড আইনের ৬টি প্রধান উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো– প্রথা, ধর্ম, বিচার সংক্রান্ত রায়, বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা, ন্যায়বোধ ও আইনসভা।

উদ্দীপকের জনাব রহমান একটি সংস্থার নির্বাচিত সদস্য, ঐ সংস্থার সদস্য হিসেবে সে এবং তার সহকর্মীরা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োজনবোধে প্রচলিত আইনের সংশোধন করে থাকেন। আধুনিক রাষ্ট্রে এ সংস্থাটি আইনের প্রধান উৎস। বস্তুত, উক্ত বিভাগটি হলো আইন বিভাগ বা আইনসভা যা আইনের একটি প্রধান উৎস। তবে এটি ছাড়াও আইনের অন্যান্য উৎস রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ড কর্তৃক উল্লিখিত আইনের ছয়টি উৎসের মধ্যে প্রথা হচ্ছে প্রাচীনতম উৎস। কালক্রমে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও অভ্যাস রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়ে আইনে পরিণত হয়েছে। ধর্ম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যা ধর্মভিত্তিক

রাষ্ট্রে লক্ষ করা যায়। বিচারকের স্বীয় বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা প্রণীত রায়ও একসময় আইনে পরিণত হয়। এছাড়াও প্রখ্যাত আইনবিদদের ব্যাখ্যা তথা আইনের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং সামাজিক নীতিবোধের আলোকে প্রণীত রায় দেশের আইনের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের জারিকৃত ডিক্রি, বৈদেশিক চুক্তি, আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রভৃতিও আইনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

উদ্দীপকের আইনসভা ছাড়াও আইনের উপরিউক্ত উৎসগুলো আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▸ ১০ **ঘটনা-১ :** অনিক ও অনন্যা দুই ভাই-বোন টেবিলের দুপাশে বসে পড়াশোনা করছিল। হঠাৎ টেবিলটি নড়ে উঠলে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। পরক্ষণে তাদের পুরো চারতলা বাড়িটি নড়ে উঠলে তারা আসল ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করল।

ঘটনা-২ : আরমান তার বন্ধুদের সাথে শিক্ষা সফরে পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরতে যায়। সেখানে সে দেখতে পেল চুনাপাথর, কয়লা প্রভৃতি আহরণ করা হচ্ছে। সে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারল, বঙ্গোপসাগরেরে তলদেশেও এ ধরনের সম্পদ রয়েছে।

ক. সিসমিক রিস্ক জোন কী? ১

খ. পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ এর ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ বর্ণিত সম্পদের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে কতটুকু উন্নয়ন করতে পারে? মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সিসমিক রিস্ক জোন হলো পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাসমূহ।

খ পানি হলো জীবনের অপরিহার্য উপাদান এবং এর সঠিক ব্যবস্থাপনা আমাদের টেকসই ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা মানে হলো পানির উৎস, বিতরণ এবং ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় করা। এটি পানির অপচয় রোধ করে, পানির দূষণ প্রতিরোধ করে এবং পানির সংরক্ষণ নিশ্চিত করে। বিশ্বের অনেক অঞ্চলে পানির অভাব একটি বড় সমস্যা, এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা এই সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। এটি কৃষি, শিল্প এবং গৃহস্থালি কাজে পানির ব্যবহার কার্যকর করে তোলে। পানির সংকট মোকাবিলা করতে এবং পানির সম্পদকে সুরক্ষিত রাখতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য। এটি পানি সম্পদকে বুঝতে এবং এর মূল্য অনুধাবন করতে সাহায্য করে, যাতে আমরা পানির সঠিক ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করতে পারি। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিবেশ সংরক্ষণেও অবদান রাখে, কারণ এটি জলাভূমি, নদী এবং হ্রদের স্বাস্থ্য রক্ষা করে। সব মিলিয়ে, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা হলো একটি জটিল কিন্তু অপরিহার্য প্রক্রিয়া যা আমাদের পরিবেশ এবং সমাজের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ এর ক্ষেত্রে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতিফলন ঘটেছে সেটি হলো ভূমিকম্প।

প্রাকৃতিক কারণে যে দুর্যোগ সৃষ্টি হয় তাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে। ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূপৃষ্ঠে সংঘটিত আকস্মিক ও অস্থায়ী কম্পনকেই ভূমিকম্প বলে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর অনিক ও অনন্যা দুই ভাই-বোন টেবিলের দু'পাশে বসে পড়াশোনা করছিল। হঠাৎ টেবিলটি নড়ে উঠলে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। পরক্ষণে তাদের পুরো চারতলা বাড়িটি নড়ে উঠলে তারা আসল ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করল। তাদের এমন ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার কারণ হলো ভূমিকম্প। কেননা ভূমিকম্পের কারণে তাদের অবস্থানকৃত ভবনটি নড়ে ওঠে। যার ফলে তাদের চেয়ার টেবিলও কেঁপে ওঠে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ভূত্বকের গভীরে সঞ্চিত তাপের কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। ফলে সেখানে প্রবল শক্তির উৎপন্ন হয়ে ভূত্বকের বিভিন্ন অংশে আলোড়ন ও পরিবর্তন হয়। এ কারণে অনেক সময় মৃদু থেকে প্রচণ্ড ভূকিম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের ফলে কখনো কখনো বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে পড়াসহ বিভিন্ন মাত্রার হতাহতের ঘটনা ঘটে।

ঘ ঘটনা-২ এ বর্ণিত সম্পদ হলো খনিজ সম্পদ। খনিজ সম্পদের মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দারুণভাবে উন্নয়ন করতে পারবে।

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলীয় পাহাড়ি জেলাসমূহের মাটির নিচে গ্যাস, কয়লা, তেল, চুনাপাথরসহ নানা ধরনের মূল্যবোন খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব সম্পদ আহরণ করে দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে আরও অনেক ধরনের প্রাণিজ এবং খনিজ পদার্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর আরমান তার বন্ধুদের সাথে শিক্ষা সফরে পাহাড়ি অঞ্চলে ঘুরতে যায়। সেখানে সে দেখতে পেল চুনাপাথর, কয়লা প্রভৃতি আহরণ করা হচ্ছে। সে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে জানতে পারল বঙ্গোপসাগরের তলদেশেও এ ধরনের সম্পদ রয়েছে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের চিত্র পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এই দেশের মাটির নীচে রয়েছে প্রচুর প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পিট এবং সিলিকা বালির মতো খনিজ সম্পদ। এই সম্পদগুলো শিল্প উন্নয়ন, শক্তি উৎপাদন এবং রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে, যা শিল্প ও গৃহস্থালি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। কয়লা এবং পিট শক্তি উৎপাদনে এবং ইস্পাত শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। সিলিকা বালি নির্মাণ শিল্পে এবং গ্লাস উৎপাদনে অপরিহার্য। এই খনিজ সম্পদগুলির সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন দেশের অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। তবে, এই সম্পদগুলোর অব্যবস্থাপনা এবং অতিরিক্ত উত্তোলন পরিবেশগত ক্ষতি এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। সুতরাং, খনিজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সংরক্ষণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। এই সম্পদগুলো দেশের অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য একটি সুস্থ প্রতিশ্রুতি দেয়। খনিজ সম্পদের এই ভূমিকা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী এবং স্থায়ী করে তোলে।

আলোচনা শেষে তাই এটি প্রতিয়মান হয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খনিজ সম্পদ ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১১

বিষয়	বৈশিষ্ট্য
ক	* গাছের পাতা একত্রে ফোঁটেও না, ঝরেও না; * সারা বছর বনগুলো সবুজ থাকে।
খ	* বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী; * উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে; * দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এই নদীর তীরে অবস্থিত।

ক. সৌরশক্তি কাকে বলে? ১

খ. পানির অভাবের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ছকের 'খ' তে উল্লিখিত নদীর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক আমরা প্রকৃতি থেকে সূর্যের যে আলো অনায়সে লাভ করি তাকে সৌরশক্তি বলে।

খ পানির অভাব বিশ্বজুড়ে একটি বড় সমস্যা এবং এর অনেক কারণ রয়েছে।

প্রথমত, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এবং ধরনে পরিবর্তন হচ্ছে, যা পানির উৎসগুলোর উপর প্রভাব ফেলছে। দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত জনসংখ্যা এবং শহরায়নের ফলে পানির চাহিদা বেড়ে গেছে, যা পানির সীমিত সম্পদগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তৃতীয়ত, শিল্পায়ন এবং কৃষি কাজে পানির অত্যধিক ব্যবহার এবং অপচয় পানির অভাবের আরেকটি কারণ। চতুর্থত, পানির দূষণ, যেমন শিল্প বর্জ্য, কৃষি রাসায়নিক এবং ঘরোয়া বর্জ্যের মাধ্যমে পানির উৎসগুলো দূষিত হওয়া, পানির অভাবের আরেকটি প্রধান কারণ। পঞ্চমত, পানির সংরক্ষণ এবং পুনর্ব্যবহারের অভাব পানির অভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ষষ্ঠত, পানির অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা এবং বন্যার ফলেও হতে পারে, যা পানির উৎসগুলি ধ্বংস করে দেয়। সব মিলিয়ে, পানির অভাবের কারণগুলি বহুমুখী এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গ ছকের 'ক' দ্বারা ক্রান্ত্রীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অংশের পাহাড়ি অঞ্চলকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা নামে অভিহিত করা হয়। মূলত উষ্ণ ও আর্দ্রভূমির কিছু এলাকা জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা, তরুলতা, ঝোপঝাড় ও গুল্ম জন্ম নেয়। এসব গাছের পাতা একত্রে ফোটেও না, ঝরেও না। ফলে সারা বছর বনগুলো সবুজ থাকে। সে কারণেই এসব বনকে চিরহরিৎ বা চির সবুজ বনভূমি বলে। চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার। চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ।

উদ্দীপকের ছক 'ক' বনভূমিটির বর্ণিত বৈশিষ্ট্য হলো, গাছের পাতা একত্রে ফোঠেও না, ঝরেও না, সারা বছর বনগুলো সবুজ থাকে। এরূপ বৈশিষ্টগুলো স্পষ্টভাবে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমিকে উপস্থাপন করে। কেননা এই ধরনের বনের পাতা কখনও একেবারে ঝরে যায় না বলে বন সারাবছর সবুজ থাকে।

ঘ ছকের 'খ' তে বর্ণিত নদীটি হলো কর্ণফুলী নদী। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কর্ণফুলী নদীর অবদান ব্যাপক।

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীটি চট্টগ্রাম শহরের খুব কাছ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হচ্ছে কাপ্তাই, হালদা ও রাঙখিয়াং। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক।

উদ্দীপকের ছক-খ নদী সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী; উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে; দেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর এই নদীর তীরে অবস্থিত। উল্লেখিত তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে কর্ণফুলী নদীকে উপস্থাপন করে। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে এ নদী বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে। এই নদী চট্টগ্রাম বন্দরের জীবনরেখা হিসেবে কাজ করে, যা দেশের প্রধান রপ্তানি-আমদানির পথ। কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত এই বন্দর বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। নদীর পানি ব্যবহার করে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদন চালিয়ে যায়, যা দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কর্ণফুলী নদীর উপর নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক বড় উৎস, যা দেশের শক্তি চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে। এছাড়া এ নদীর পানি কৃষি কাজে ব্যবহৃত হয়, যা খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান রাখে। নদীর পাড়ে অবস্থিত শিল্পাঞ্চলগুলি বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে, যা দেশের অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য এনেছে। কর্ণফুলী নদী পর্যটন শিল্পেও অবদান রাখে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাড়তি আয়ের উৎস। নদীর পানি এবং তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে সাহায্য করে। তবে, নদীর দূষণ এবং অব্যবস্থাপনা এই অবদানকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

সুতরাং, কর্ণফুলী নদীর সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অপরিহার্য। এই নদীর সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন দেশের অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী এবং স্থায়ী করে তুলতে পারে। কর্ণফুলী নদী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে এবং ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য একটি সুস্থ প্রতিশ্রুতি দেয়। এই নদীর অবদান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও বহুমুখী এবং স্থায়ী করে তুলে।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা একজন পুরুষকে সহিংস করে তোলে। এর মূল কারণ কী?**
K ধর্মীয় গোড়ামি L আধিপত্য
M মূল্যবোধের অবক্ষয় N ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তর ও সমরাস্ত্র কারখানা ছিল পাকিস্তানের পশ্চিম অঞ্চলে। সেনাবাহিনীর মাত্র ৪ ভাগ সদস্য ছিল বাঙালি। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের বেশির ভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে।

২. **অনুচ্ছেদে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কোন বৈষম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে?**
K অর্থনৈতিক L সামরিক M প্রশাসনিক N রাজনৈতিক

৩. **উক্ত বৈষম্যের বাস্তব ফল হলো–**
i. পশ্চিম পাকিস্তানের অরক্ষিত সীমান্ত ii. পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত ভূখণ্ড
iii. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিরাপত্তাহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. **তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে?**
K সুবিধাবঞ্চিত মানুষের L সংবাদপত্রের
M শিশু শ্রমিকদের N প্রশাসনের

৫. **কোনো স্থানে মুখ্য জোয়ার হওয়ার কত সময় পরে সেখানে আবার মুখ্য জোয়ার হয়?**
K ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট L ৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট
M ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট N ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট

৬. **ফেনী নদীর উৎপত্তি হয়েছে কোথায়?**
K আরাকান পাহাড়ে L পার্বত্য ত্রিপুরায়
M লুসাই পাহাড়ে N মাইভার পর্বতে

৭. **মি. আজাদ একজন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা। তিনি কোন স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রধান?**
K বিভাগীয় L জেলা M উপজেলা N থানা

৮. **বিচার বিভাগের মূল লক্ষ্য কী?**
K দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা
L নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার সংরক্ষণ
M রাজনৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা
N রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা

৯. **রাষ্ট্র হচ্ছে সরকার প্রণীত আইন দ্বারা পরিচালিত একটি সংগঠন, যার কর্তৃত্বমূলক ক্ষমতা রয়েছে এবং যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসরত অধিবাসীদের ওপর বলবৎ হয়।– উক্তিটি কার?**
K অধ্যাপক গার্নার L এরিস্টটল
M হল্যান্ড N ম্যাকাইভার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব ফরহাদ ব্যবসা হতে ত্রিশ লক্ষ টাকা লাভ করেন। তিনি 'R' ব্যাংকের একটি শাখায় ৭% সুদে পাঁচ বছরের জন্য টাকাগুলো জমা রাখেন।

১০. **'R' ব্যাংকে জমাকৃত টাকা কোন আমানতের অন্তর্ভুক্ত?**
K চলতি L সঞ্চয়ী M স্থায়ী N বন্ড

১১. **উক্ত ব্যাংকে জমাকৃত টাকা–**
i. মুদ্রাস্ফীতি বাড়ায় ii. বিনিয়োগ প্রসারিত করে iii. ঋণদানের ক্ষমতা বাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

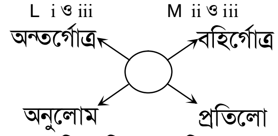

১২. **'?' চিহ্নের সাথে সম্পৃক্ত পরিবার নিচের কোনটি?**
K আকারের ভিত্তিতে L স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে
M পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে N বিবাহোত্তর বসবাসের ভিত্তিতে

১৩. **'চ' একটি রাজনৈতিক দল। 'চ' দলের কাজ কোনটি?**
K আইনের ব্যাখ্যা L সংবিধান রচনা
M আইনের প্রয়োগ N গঠনমূলক বিরোধিতা

১৪. **গণতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় কী?**
K নির্বাচন L সচেতন নাগরিক
M গঠনমূলক রাজনীতি N সুবিচার

১৫. **২১ দফা জনগনের কাছে কী হিসেবে গৃহীত হয়?**
K সংবিধান L রায় M দলিল N স্বার্থরক্ষার সনদ

১৬. **বাংলাদেশ কত ডিগ্রি দ্রাঘিমায় অবস্থিত?**
K ২০°৩৪′ — ২৪°৩৮′ L ২০°৩৪′ — ২৬°৩৮′
M ৮৮°০১′ — ৯২°৪১′ N ৮৮°০৫′ — ৯২°৪৫°

১৭. **ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ কুচকে ভাঁজের সৃষ্টি হয় কেন?**
K আনুভূমিক ঊর্ধ্বচাপে L আনুভূমিক পার্শ্বচাপে
M উলম্ব পার্শ্বচাপে N উলম্ব ঊর্ধ্বচাপে

১৮. **কোনো স্থানের দ্রাঘিমা ৪৫° পূর্ব হলে ঐ স্থানের প্রতিবাদ স্থানের দ্রাঘিমা কত হবে?**
K ৪৫° পূর্ব L ৪৫° পশ্চিম
M ১৩৫° পূর্ব N ১৩৫° পশ্চিম

১৯. **মুজিবনগর সরকার কত তারিখে শপথ গ্রহণ করে?**
K ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল L ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল
M ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল N ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল

২০. **২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করা হয়–**
i. মিছিল বন্ধ করতে ii. সভা-সমাবেশ বন্ধ করতে
iii. ভাষা আন্দোলন বন্ধ করতে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২১.
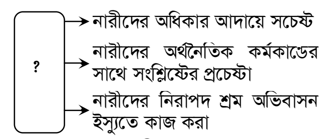

(?) চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?
K ইউনিসেফ (UNICEF) L ইউনেস্কো (UNESCO)
M ইউএনএইচসিআর (UNHCR) N ইউনিফেম (UNIFEM)

২২. **পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে কোনটি?**
K ধর্মীয় সহযোগিতা L নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সহযোগিতা
M রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা N জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

২৩. **প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে–**
i. নৌ-বাহিনীর সমন্বয়ে ii. স্থল-বাহিণীর সমন্বয়ে iii. বিমান বাহিনী সমন্বয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
প্রতিবেশি 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে 'ক' রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি শাখায় আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংস্থাটি বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করে।

২৪. **'ক' ও 'খ' রাষ্ট্র দুটির বিরোধ মীমাংসা আর্ন্তজাতিক সংস্থার কোন শাখার কাজ?**
K সাধারণ পরিষদ L নিরাপত্তা পরিষদ
M আন্তর্জাতিক আদালত N অছি পরিষদ

২৫. **উক্ত শাখার কাজ হলো–**
i. জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা মীমাংসা করা
ii. জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো চুক্তির প্রেক্ষিতে মামলা হলে তা মীমাংসা করা
iii. জাতিসংঘে সদস্যভুক্ত দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৬. **'X' রাষ্ট্রের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হয়। তাই ধনী-গরিব বৈষম্য কম হয়। উক্ত দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোনটি?**
K ধনতান্ত্রিক L সমাজতান্ত্রিক
M মিশ্র N ইসলামিক

২৭. **মানুষের আচরণের পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকে কী বলে?**
K মূল্যবোধ L সংস্কৃতি M মিথস্ক্রিয়া N নৈতিকতা

২৮. **মানুষের আচার-আচরণকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কোনটি?**
K সামাজিক আইন L সামাজিক মূল্যবোধ
M সামাজিক সংস্কৃতি N সামাজিক পরিবর্তন

২৯. **মিতুর বাবা একজন আমদানিকারক। তিনি সরকারকে প্রধান কোন ধরনের রাজস্ব কর দেন?**
K আয়কর L ভ্যাট M বাণিজ্য শুল্ক N আবগারি শুল্ক

৩০. **২০৪১ সালের মধ্যে আমরা কোন দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন দেখছি?**
K উন্নয়নশীল L মধ্য আয়ের
M উচ্চ আয়ের N উন্নত দেশের

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল) বিষয় কোড 150

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান :** ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। 'A' সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ছোট একটি দেশ। এই স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে অস্থায়ী একটি সরকারের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র 'B' যুদ্ধকালীন সময়ে 'A' রাষ্ট্রের জনগণকে আশ্রয়, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানাভাবে সহায়তা করে।
- ক. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির ঘোষণা কী ছিল? ১
- খ. জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন সরকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. 'A' রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে 'B' রাষ্ট্রের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২।

ঐতিহাসিক আন্দোলনে শহীদ ব্যক্তিদের নাম :	৪টি সমন্বিত দলের দফা :
১। আবুল বরকত ২। শফিউর রহমান	১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ২। লবণ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা।
ছক-১	ছক-২

- ক. বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি কী? ১
- খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন? ২
- গ. ছক-১ এর আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ছক-২ এর ইঙ্গিতকৃত সরকারকে বরখাস্তের মাধ্যমে এ দেশে অরাজক শাসনপর্ব শুরু হয়। বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হন। তারা 'X' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলেন। বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ এ সংস্থার সদস্য।

ঘটনা-২ : জনাব আরিফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা হিসেবে ঘটনা-১ এর সংস্থার অধীনে আফ্রিকায় কাজ করছেন। তার কাজের বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন সেখানকার মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।
- ক. লীগ অব নেশনস কী? ১
- খ. WHO সংস্থাটি গঠিত হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ঘটনা-১ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করছে? বাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জনাব আরিফের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৪।

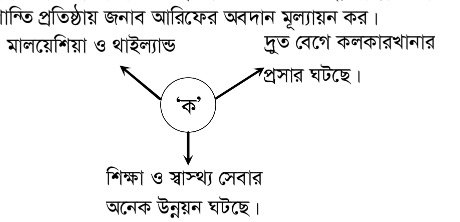

'খ' ইমন ও তার চায়নজি বন্ধু সুংহাং বাংলাদেশের পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রজেক্টে কর্মরত। তাদের দু'জনের উপার্জিত অর্থ দেশের একটি খাতে গণনা করা হয়। অপরদিকে তার ছোটো ভাই রানার কানাডা থেকে প্রেরিত অর্থ দেশের আরেকটি খাতে গণনা করা হয়।
- ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১
- খ. বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল কেন? ২
- গ. চিত্রের 'ক' কোন ধরনের দেশকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'খ' এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। জনাব আজমলের কর্মরত বিভাগটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে।

জনাব আরমান প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একটি জেলার বিভিন্ন কার্য সম্পাদন ও তদারকি করেন।

জনাব আরমানের বন্ধু রফিক সাহেব 'ক' আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে একটি বিভাগের সদস্য হিসেবে এলাকার জনগণের স্বার্থে কাজ করেন।
- ক. স্থানীয় প্রশাসন কাকে বলে? ১
- খ. সচিবালয়কে শাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. জনাব আজমল কোন বিভাগে কর্মরত? ব্যাখা কর। ৩
- ঘ. জনাব আরমানের বিভাগটি জনাব রফিকের বিভাগটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। **ঘটনা-১ :** শিলু বড় হয়ে জানতে পারে যে, সে সৌরজগতের একটি গ্রহে বসবাস করে। সৌরজগতের এই গ্রহটি ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়।

ঘটনা-২ : শিখা তার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে জানতে পারে বছরের এমন দুটো দিন আছে যেদিন রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য একই হয়।
- ক. আহ্নিক গতি কাকে বলে? ১
- খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ঘটনা-১ এর উল্লিখিত গ্রহটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়টির কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

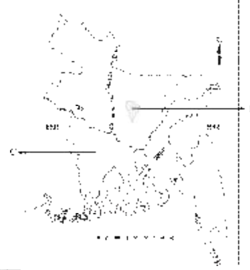

- ক. ভূমিকম্প কাকে বলে? ১
- খ. বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় কেন? ২
- গ. 'B' চিহ্নিত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. 'C' চিহ্নিত ভূ-প্রকৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব মাহিনের ঔষধের ব্যবসা। করোনাকালে তার ব্যবসার মুনাফা আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়। তার ফ্ল্যাটের দারোয়ান ৫ জনের মধ্যে দুজনের চাকরি করোনার জন্য চলে যায়। দুজনেই শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : একটি এলাকার সকল নাগরিক মিলে নিজেদের কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করে। এতে এলাকাটি সুন্দর বাসযোগ্য এলাকায় পরিণত হয়। এ সময় তারা সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নে কাজ করে।
- ক. অংশীজন কারা? ১
- খ. টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন কেন? ২
- গ. দৃশ্যকল্প-১ SDG র কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর উদাহরণটিই সকল দেশের SDG এর সাফল্য লাভের মূল শর্ত– বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব 'M' ১০ বিঘা জমি কিনে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তার বাড়ির পাশেই একটি রেললাইন রয়েছে। তিনি একদিন দেখতে পেলেন একজন লোক রেলপথের স্লীপার খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি তাকে বাধা দিলে লোকটি পালিয়ে যায়।
- ক. শ্রম কাকে বলে? ১
- খ. জাপানকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বাড়িটি কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের শেষের সম্পদটি সংরক্ষণে আমাদের করণীয় কী? মতামত দাও। ৪

১০। **ঘটনা-১ :** জনাব শহীদ উচ্চ আদালতের একজন বিচারক। সম্প্রতি একটি মামলা পরিচালনা করার সময় তিনি আইনের সুস্পষ্টতা খুঁজে পান না। তাই তিনি নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেন।

ঘটনা-২ : জনাব বাদশাহ একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করেন না। প্রচলিত আইনের নিয়ম মেনে আমদানি-রপ্তানি করেন ও নিয়মিত কর দেন। তিনি নির্বাচনের সময় যোগ্য প্রার্থীকে ভোটও প্রদান করেন।
- ক. সার্বভৌমত্ব কী? ১
- খ. জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয় কেন? ২
- গ. ঘটনা-১ এ আইনের কোন উৎসকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব বাদশাহর মতো নাগরিক দ্বারাই দেশে সুশাসন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্র নবীন স্কুলে না গিয়ে রাস্তাঘাটে খারাপ ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে।

দৃশ্যকল্প-২ : বশির উদ্দিন দরিদ্র ইউনুস মিয়ার মেয়ে খুশিকে কাজ দেবার নাম করে টাকার বিনিময় বিদেশে বিক্রি করে। কয়েক জন মেয়েকে এভাবে পাঠানোর পর স্বপ্নাকে পাঠানোর সময় বশির উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আদালত তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।
- ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১
- খ. মাতৃকল্যাণ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. দৃশ্যপট-১ এ কোন সামাজিক সমস্যা বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বশির উদ্দিনের মতো অপরাধীকে সঠিক পথে আনার জন্য আইনের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	M	৩	M	৪	K	৫	N	৬	L	৭	K	৮	L	৯	N	১০	M	১১	M	১২	M	১৩	N	১৪	K	১৫	N
	১৬	M	১৭	L	১৮	N	১৯	N	২০	K	২১	N	২২	N	২৩	N	২৪	M	২৫	K	২৬	L	২৭	M	২৮	L	২৯	M	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ 'A' সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ছোট একটি দেশ। এই স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে অস্থায়ী একটি সরকারের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র 'B' যুদ্ধকালীন সময়ে 'A' রাষ্ট্রের জনগণকে আশ্রয়, প্রশিক্ষণ প্রদানসহ নানাভাবে সহায়তা করে।

ক. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির ঘোষণা কী ছিল? ১

খ. জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে কোন সরকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'A' রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে 'B' রাষ্ট্রের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গাবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির ঘোষণা ছিল, 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়'।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। কেননা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র-ছাত্রী, পেশাজীবী, নারী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের বাঙালি অংশগ্রহণ করে। জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে।

গ উদ্দীপকে মুজিবনগর সরকারের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল 'মুজিবনগর সরকার' গঠন করা হয়। এটি ছিল প্রথম বাংলাদেশ সরকার। ঐ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা আদেশ'। মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে অস্থায়ী একটি সরকারের ভূমিকা ছিল। এখানে অস্থায়ী সরকার বলতে মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এ সরকারের ভূমিকা ছিল সুদূরপ্রসারী।

ঘ 'A' রাষ্ট্র তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে 'B' রাষ্ট্র অর্থাৎ ভারতের অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারত। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতাকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে সহায়তা করে ভারত। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, একটি দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ করে। উদ্দীপকের দেশটির এই কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। দীর্ঘ নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ এটি বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করে।

বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এসময় ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে সাহায্য করে। এপ্রিলের শেষ দিকে ত্রিপুরাসহ ভারতের মাটিতে বাঙালি তরুণ-যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়, যা নভেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। এছাড়া পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে গ্রাম ও শহরাঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব বাঙালি শরণার্থীকে সাহায্যের জন্য ভারত সরকার তাদের সীমান্ত খুলে দেয়। পাশাপাশি কলকাতায় অবস্থান করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। আবার, মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনী মিলিত হয়ে যৌথকমান্ড গঠন করে। এই যৌথবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে কোণঠাসা হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশ অর্থাৎ ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ০২

ঐতিহাসিক আন্দোলনে শহীদ ব্যক্তিদের নাম : ১। আবুল বরকত ২। শফিউর রহমান	৪টি সমন্বিত দলের দফা : ১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। ২। লবণ কেলেঙ্কারির সাথে জড়িতদের শাস্তির আওতায় আনা।
ছক-১	ছক-২

ক. বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি কী? ১

খ. রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কেন? ২

গ. ছক-১ এর আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ছক-২ এর ইঙ্গিতকৃত সরকারকে বরখাস্তের মাধ্যমে এ দেশে অরাজক শাসনপর্ব শুরু হয়। বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি হলো ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন।

খ সাতচল্লিশের দেশ ভাগের পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে বাংলা ভাষার ওপর খড়গহস্ত হয়।

দাপ্তরিক কাজে যেমন– চাকরির পরীক্ষা, মুদ্রা, ডাকটিকিট প্রভৃতি থেকে বাংলা ভাষা বাদ দিতে থাকে। মুসলিম লীগ সরকারের এসব উদ্যোগ রুখে দিতে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও ছাত্র সমাজ রাজপথে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য গড়ে তোলা হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়।

গ পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই এই রাষ্ট্রের ভাষা কী হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে বাঙালিদের নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়, তখনই বিতর্কটি পুনরায় শুরু হয়।

ছক-১ এ ভাষা আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা হিসেবে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহারের দাবি জানান। তার দাবি অগ্রাহ্য হলে ২৬ ও ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিল। বাঙালিরা এ অপপ্রয়াসের তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্ব বাংলায় ভাষাকেন্দ্রিক আন্দোলন শুরু হয়।

উদ্দীপকের ছক-১ এ ঐতিহাসিক আন্দোলনের শহীদ ব্যক্তিদ্বয় হলেন আবুল বরকত ও শফিউর রহমান। এরূপ তথ্য ভাষা আন্দোলনকে উপস্থাপন করে। এ আন্দোলন ১৯৫২ সালে সংঘটিত হলেও এর পটভূমি ছিল সুদূর প্রসারী।

ঘ ছক-২ এর ইঙ্গিতকৃত সরকার হলো যুক্তফ্রন্ট সরকার।

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৫৪ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। ২১ দফা প্রণয়ন শেষে ৪টি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দল ৪টি ছিল– আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিক ছিল নৌকা। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জনগণ যুক্তফ্রন্টের ২১ দফাকে তাদের স্বার্থরক্ষার সনদ বলে বিবেচনা করে।

১৯৫৪ সালের ৩রা এপ্রিল যুক্তফ্রন্টভুক্ত কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা এ.কে. ফজলুল হজ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তারা ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নেয়। আদমজী পাটকল ও কর্ণফুলী কাগজ কলের বাঙালি-অবাঙালি দাঙ্গাকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সরকারের ইন্ধনে ঐ দাঙ্গা হয়েছিল। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে গৃহবন্দি করা হয়। বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তিন হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এর মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর চরম বৈরী মনোভাব প্রকাশ পায়। পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের অরাজক শাসক পর্ব শুরু হয়। কেন্দ্র এবং প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রীসভার পতন হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হন। তারা ‘X’ নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলেন। বিশ্বের ১৯৩ টি দেশ এ সংস্থার সদস্য।

ঘটনা-২ : জনাব আরিফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা হিসেবে ঘটনা-১ এর সংস্থার অধীনে আফ্রিকায় কাজ করছেন। তার কাজের বিনিময়ে তিনি পেয়েছেন সেখানকার মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

ক. লীগ অব নেশনস কী? ১

খ. WHO সংস্থাটি গঠিত হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ কোন আন্তার্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করছে? বাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জনাব আরিফের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক লীগ অব নেশনস হলো বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন যা ১৯২০ সালে গঠিত হয়েছিল।

খ সারাবিশ্বে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'WHO' গঠিত হয়েছিল।

WHO এর পূর্ণরূপ World Health Organization বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় এইডস, ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ নিয়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ ছাড়াও গবেষণা করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংস্থাটি বিনামূল্যে ওষুধ ও প্রতিষেধক সরবরাহ করে। ক্যান্সার, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের মতো অসংক্রামক ব্যাধির উন্নত চিকিৎসা ও প্রকোপ হ্রাসের ব্যাপারেও WHO পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর পরিচালিত প্রকল্পে সহায়তা করে।

গ ঘটনা-১ এ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে নির্দেশ করেছে সেটি হলো জাতিসংঘ।

মানবসভ্যতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সবচেয়ে কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময়। এ যুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠন করে। জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বিধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য হলো শান্তি ভঙ্গের হুমকি, আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ বন্ধের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করাও প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কাজ করে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ বলা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একত্রিত হন। তারা X নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তোলেন। বিশ্বের ১৯৩টি দেশ এ সংস্থার সদস্য। এরূপ বর্ণনা জাতিসংঘের প্রতি আলোকপাত করে। কেননা ১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১৯৪৫ সালে বিশ্বশান্তির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে।

ঘ জনাব আরিফ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করেন। বিশ্ব শান্তিরক্ষায় জাতিসংঘে কর্মরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অনন্য।

জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়োজিত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

জাতিসংঘের অধীনে বিশ্বশান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা অতুলনীয়। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী, বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে, শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। একাজ করতে গিয়ে এ পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য শহিদ হয়েছেন। শান্তিমিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশ নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

সুতরাং বলা যায়, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জনাব আরিফের অবদান অপরিসীম। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জনাব আরিফ বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে অনন্য অবদান রাখছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

প্রশ্ন ▶ ০৪

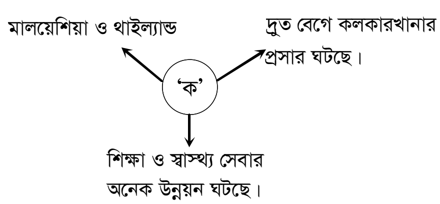

'খ' ইমন ও তার চায়নিজ বন্ধু সুংহাং বাংলাদেশের পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রজেক্টে কর্মরত। তাদের দু'জনের উপার্জিত অর্থ দেশের একটি খাতে গণনা করা হয়। অপরদিকে তার ছোট ভাই রানার কানাডা থেকে প্রেরিত অর্থ দেশের আরেকটি খাতে গণনা করা হয়।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল কেন? ২

গ. চিত্রের 'ক' কোন ধরনের দেশকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে 'খ' এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলা হয়।

খ বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকায় এদেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তিস্বরূপ। দেশের মোট জনশক্তির বৃহৎ একটি অংশ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত এবং কৃষিকাজে নিয়োজিত। দেশের মোট জাতীয় আয়েও কৃষির অবদান সর্বাধিক। এছাড়া আমাদের শিল্প খাতের অনেক কাঁচামালের জোগান দেয় কৃষি খাত। একারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

গ চিত্রের 'ক' মধ্য আয়ের দেশকে নির্দেশ করছে।

মধ্য আয়ের দেশসমূহ সাধারণত উন্নয়নশীল দেশ। তবে মধ্য আয়ের ২টি ভাগের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর অবস্থান উন্নত। এসব দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয়েছে। দেশগুলো দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো সামাজিক অবকাঠামোর দ্রুত উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটছে। তবে উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে পৌঁছাতে এসব দেশকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় ৫,৪১৫ ডলার থেকে ১০,৫৪১ ডলার পর্যন্ত। এদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'ক' চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যের দেশগুলোর দুইটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের মতো দেশ, যারা উচ্চ মধ্য আয়ের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃত। কারণ এই দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ফলে দ্রুতবেগে কলকারখানার প্রসার ঘটেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ অনেক খাতে উন্নয়ন ঘটেছে। ফলে এই দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'ক' চিহ্নিত বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো উচ্চ মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশসমূহকে নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'খ' এর গুরুত্ব তথা GDP বা মোট দেশজ উৎপাদন এবং GNP বা মোট জাতীয় উৎপাদন এর বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

GDP-তে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী সব নাগরিক ও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাদের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে GNP বা মোট জাতীয় উৎপাদনে। তবে GNP হিসাব করার ক্ষেত্রে দেশে অবস্থানরত বিদেশী আয় বাদ দিতে হবে।

উদ্দীপকের ইমন ও তার বন্ধুর আয় মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP খাতে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু তার ছোট ভাই রানার কানাডা থেকে প্রেরিত অর্থ গণনা হবে GNP-তে। কারণ বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির উপার্জিত আয় GDP-তে যুক্ত হবে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে GDP-এর প্রভাব অত্যধিক। GDP দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে নির্দেশ করে থাকে। একটি দেশের অর্থনীতি কতটা বড় তা GDP-এর মাধ্যমে জানা যায়। অন্যদিকে, GNP বা জাতীয় আয় একটি দেশের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। এর বণ্টন যদি সুষম না হয় তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়লেও অধিকাংশ জনগণের জীবনমান নিচুই থাকে। তাই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে GNP তথা জাতীয় আয়ের যথার্থ বণ্টন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লেখিত GDP এবং GNP-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ০৫ জনাব আজমলের কর্মরত বিভাগটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে।

জনাব আরমান প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে একটি জেলার বিভিন্ন কার্য সম্পাদন ও তদারকি করেন।

জনাব আরমানের বন্ধু রফিক সাহেব 'ক' আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে একটি বিভাগের সদস্য হিসেবে এলাকার জনগণের স্বার্থে কাজ করেন।

ক. স্থানীয় প্রশাসন কাকে বলে? ১

খ. সচিবালয়কে শাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব আজমল কোন বিভাগে কর্মরত? ব্যাখা কর। ৩

ঘ. জনাব আরমানের বিভাগটি জনাব রফিকের বিভাগটিকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভাগ, জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনকে স্থানীয় প্রশাসন বলে।

খ সচিবালয়কে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়। কারণ, সকল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এখানে গৃহীত হয় এবং সচিবালয়ে শাসনব্যবস্থার নীতি নির্ধারিত ও সেটা মাঠ পর্যায়ে বণ্টন করা হয়।

গৃহীত নীতি বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় প্রধান ফিল্ড অফিসসমূহে প্রেরণ করা হয়। বিভাগ, জেলা, উপজেলা পর্যায়ের ফিল্ড অফিসসমূহে সচিবালয় গৃহীত পরিকল্পনার নীতি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়।

গ জনাব আজমলের কর্মরত বিভাগটি হলো বিচার বিভাগ।

বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে।

সরকারের তিনটি বিভাগের অন্যতম হলো বিচার বিভাগ। এ বিভাগ প্রচলিত আইন অনুসারে বিচারকার্য সম্পন্ন করে। রাষ্ট্রের সকল আদালত ও বিচারক নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়। বিচার বিভাগের প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারকগণকে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে নিয়োগ দান করেন। বিচার বিভাগের প্রধান কাজ হলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আবার বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রয়োগ করে এবং সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে। পাশাপাশি বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও নাগরিকদের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করে।

উদ্দীপকের জনাব আজমলের কর্মরত বিভাগটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করে। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ সরকারের বিচার বিভাগের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জনাব আজমল বিচার বিভাগে কর্মরত সেটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে অপরাধের বিচার করে নিরপরাধীকে মুক্তি দান করে এবং অপরাধীকে শাস্তি দেয়।

ঘ জনাব আরমানের বিভাগটি হলো শাসন বিভাগ এবং জনাব রফিকের বিভাগটি হলো আইন বিভাগ। শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে– মন্তব্যটি সঠিক।

সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ রয়েছে। তার মধ্যে আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্যকরী করার জন্য যে বিভাগ রয়েছে তাকে শাসন বিভাগ বলে। বর্তমানে সরকারের শাসন বিভাগই হলো সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। মূলত আইন বিভাগ কর্তৃত প্রণীত আইনসমূহকে সরকার শাসন বিভাগের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত করে থাকে। আইনসভা আইনসংক্রান্ত কার্যসম্পাদন করলেও শাসন বিভাগের আইন সংক্রান্ত কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসন বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করেন। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশনে ও নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণদান করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সংসদে আলোচনা হয় এবং সময় সময়ে রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী প্রেরণ করেন। তিনি সংসদ মুলতবি রাখতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন। সংসদ ভেঙে গেলে বা অধিবেশন না থাকলে কোনো বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। এ অধ্যাদেশ সংসদ প্রণীত আইনের মতো ক্ষমতাসম্পন্ন। তাছাড়া সরকারি ব্যয় সংক্রান্ত কোনো বিল সংসদে উপস্থাপন করতে হলে তাতে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ লাগে।

সুতরাং বলা যায়, বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে শাসন বিভাগই আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **ঘটনা-১ :** শিলু বড় হয়ে জানতে পারে যে, সে সৌরজগতের একটি গ্রহে বসবাস করে। সৌরজগতের এই গ্রহটি ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়।

ঘটনা-২ : শিখা তার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে জানতে পারে বছরের এমন দুটো দিন আছে যেদিন রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য একই হয়।

ক. আহ্নিক গতি কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এর উল্লিখিত গ্রহটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়টির কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবী নিজ অক্ষে বা মেরুরেখায় পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। পৃথিবীর এই গতিকে আহ্নিক গতি বলে।

খ ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটি রেখা কল্পনা করা হয়। একে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা স্থানীয় সময় ও বারের তারতম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এ রেখার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় সময় ও তারিখের অসামঞ্জস্যতা দূর করে একটি সর্বজনগ্রাহ্য সময় ও তারিখ নির্ধারণ করা যায়। এ রেখাটির ফলে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিন বা বার নিয়ে গরমিল দূর হয়। সুতরাং সময় ও বারের গরমিল দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ ঘটনা-১ এর উল্লিখিত গ্রহটি হলো পৃথিবী। শিলু সৌরজগতের পৃথিবী নামক গ্রহে বসবাস করে।

পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ, যার আয়তন ৫১০,১০০,৪২২ বর্গ কিলোমিটার। পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীর ব্যাস ১২,৭৫২ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২,৭০৯ কিলোমিটার। সূর্য থেকে এ গ্রহের দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্যকে পৃথিবীর একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। এ গ্রহে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রয়েছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যা প্রাণীর বসবাস উপযোগী। এ গ্রহে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় পানি রয়েছে। চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর শিলু বড় হয়ে জানতে পারে যে, সে সৌরজগতের একটি গ্রহে বসবাস করে। সৌরজগতের এই গ্রহটি ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে মানুষ বসবাসের উপযোগী নয়। এরূপ বর্ণনায় পৃথিবী নামক গ্রহকেই ইঙ্গিত করা হয়। অর্থাৎ নিশুর গ্রহটি হলো পৃথিবী।

ঘ উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ উল্লিখিত বিষয়টির কারণ হলো বার্ষিক গতি এবং নিরক্ষরেখার ওপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়া। যার জন্য বছরে দুইদিন দিন-রাত সমান থাকে।

পৃথিবী নিজ অক্ষে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পৃথিবীর এই পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি বলে। পৃথিবীর এ ঘূর্ণায়নকালে ২১শে জুনের পর উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে এবং দক্ষিন মেরু নিকটে আসতে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন ছোট ও রাত বড় এবং দক্ষিন গোলার্ধে দিন বড় ও রাত ছোট হতে থাকে। ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবী এমন এক স্থানে অবস্থান করে যখন উভয় মেরু সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে। এই দিন সূর্য রশ্মি নিরক্ষেরেখায় লম্বভাবে (৯০° কোণে) সুমেরু বৃত্তে ও কুমেরু বৃত্তে ৬৬.৫° কোণে এবং মেরুদ্বয়ে ০° কোণে পতিত হয়। তাই এ তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়। একইভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে আবর্তনের সময় ২১শে মার্চ এমন অবস্থানে পৌছায় যে সূর্য তখনও নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে ২১শে মার্চও দিবা-রাত্রি সমান হয়ে থাকে।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ দেখা যায়, শিখা তার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ক্লাসে জানতে পারে বছরে দুইদিন দিন-রাত সমান থাকে। পৃথিবী তার কক্ষপথে আবর্তনকালে ২৩শে সেপ্টেম্বর ও ২১শে মার্চ সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে এবং মেরুদ্বয়ে ০° কোণে পতিত হয়। তখন দিন-রাত সমান হয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ঘটনা-২ এর উল্লিখিত দিন-রাত সমান হওয়া বিষয়টির কারণ হলো পৃথিবীর বার্ষিক গতি।

প্রশ্ন ▸ ০৭

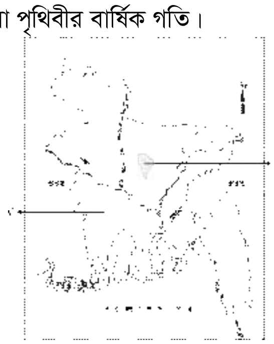

ক. ভূমিকম্প কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের নদীগুলো বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় কেন? ২

গ. 'B' চিহ্নিত অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. 'C' চিহ্নিত ভূ-প্রকৃতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কখনো কখনো ভূপৃষ্ঠের কতক অংশ হঠাৎ কোনো কারণে কেঁপে ওঠে। ভূপৃষ্ঠের এরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে।

খ বাংলাদেশের ভূমি বঙ্গোপসাগরের দিকে ক্রমশ ঢালু হওয়ায় এদেশের নদ-নদীগুলো বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান। আর বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশের তুলনায় উত্তর অংশের ভূমি অনেক উঁচু। এদেশের উত্তর অংশের ভূমি ক্রমশ ঢালু হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এজন্য এদেশের নদ-নদীগুলো বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রবাহিত হয়।

গ মানচিত্রের 'B' চিহ্নিত অঞ্চলটি হচ্ছে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি।

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি অঞ্চল গঠিত। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এই সময়ের আন্তঃবরফগলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। চিত্রে 'B' চিহ্নিত স্থানটি এ বরেন্দ্রভূমিকেই ইঙ্গিত করছে। বরেন্দ্রভূমির আয়তন ৯,৩২০ বর্গ কিলোমিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের। এ অঞ্চলের মাটিতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ তুলনামূলক কম। এখানকার মাটিতে ধান ও পাট জন্মে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানভূমি গঠিত হয়। কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত লালমাই পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন ৩৪ বর্গ কিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার। এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে এবং মাটি নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত।

ঘ উদ্দীপকে 'C' চিহ্নিত ভূমিরূপটি হলো সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। এটি কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের প্রায় ৮০% ভূমি নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। সমতল ভূমির উপর দিয়ে অসংখ্য নদী প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে এখানে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার পানির সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা– দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানজুড়ে এ সমভূমি বিস্তৃত। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেট, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে এ অঞ্চল বিস্তৃত। সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকে সামান্য অংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশজুড়ে এ সমভূমি অবস্থিত। হিমালয় পর্বত থেকে আসা পলল দ্বারাই এ অঞ্চল গঠিত। ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে বদ্বীপ সমভূমি গঠিত। নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় সমভূমি। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত। বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের উপর্যুক্ত অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব মাহিনের ঔষধের ব্যবসা। করোনাকালে তার ব্যবসার মুনাফা আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়। তার ফ্ল্যাটের দারোয়ান ৫ জনের মধ্যে দুজনের চাকরি করোনার জন্য চলে যায়। দুজনেই শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : একটি এলাকার সকল নাগরিক মিলে নিজেদের কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করে। এতে এলাকাটি সুন্দর বাসযোগ্য এলাকায় পরিণত হয়। এ সময় তারা সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেরাই নিজেদের উন্নয়নে কাজ করে।

ক. অংশীজন কারা? ১

খ. টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ SDG র কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর উদাহরণটিই সকল দেশের SDG এর সাফল্য লাভের মূল শর্ত– বক্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন।

খ পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, লিঙ্গ অসমতাসহ বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান। আবার পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটছে তা ভারসাম্যহীন। এর ফলে মানুষের মধ্যে বৈষম্য ও বিভেদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষসহ পুরো জীবজগত মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ছে। পৃথিবী থেকে এসব সমস্যা দূর করে একটি বৈষম্যহীন ও বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণের জন্য টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ SDG বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বড় চ্যালেঞ্জ সম্পদ বৈষম্যের দিকটি ফুটে উঠেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদ বৈষম্য। আমাদের দেশে ক্রমাগত সম্পদ বৈষম্য বেড়েই চলেছে। সমাজে একশ্রেণির মানুষ ভূমি, নদী, বন এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দখল করে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে। তাদের আয় দিন দিন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় তেমন বাড়ছে না। ফলে মানুষের মাঝে সম্পদের বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, জনাব মাহিনের ঔষধের ব্যবসায়ে মুনাফা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। কিন্তু তার ফ্ল্যাটের দারোয়ান ৫ জনের মধ্যে ২ জনের করোনার জন্য চাকরি চলে যায়। তারা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যায় এবং সেখানে তারা মানবেতর জীবনযাপন করে। তাদের এই অবস্থা সম্পদ বৈষম্যের সাথে সম্পর্কিত। সম্পদ বৈষম্যের ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে। ফলে এক শ্রেণির সম্পদ বেড়েই চলছে, আরেক শ্রেণি আরও মানবেতর জীবন-যাপন করছে। সুতরাং দৃশ্যকল্প-১ SDG এর সম্পদ বৈষম্যকেই নির্দেশ করছে।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর উদাহরণটি সকল দেশের SDG এর সাফল্য লাভের মূলশর্ত। কারণ সকলের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এলাকা একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য করে তুলতে পারে যা বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণের অন্যতম উদাহরণ।

বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ঘোষণা করেছে। আর এই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য প্রয়োজন সকলের অংশীদারিত্ব। এক্ষেত্রে উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে সকলকে যার যতটুকু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে তা স্ব স্ব অবস্থান থেকে পালন করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। শুধু তাই নয়, তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ ও মিলিত প্রচেষ্টায় একযোগে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। আর তা হলেই সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হবে।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, একটি এলাকার সকল নাগরিক মিলে নিজেদের সকল কাজগুলো সঠিকভাবে পালন করে। যার ফলে এলাকাটি সুন্দর ও বাসযোগ্য এলাকায় পরিণত হয়। এ সকল উন্নয়নের জন্য তারা সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেনি। তারা সকলে নিজেদের অবস্থান থেকে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে। এভাবে তাদের মতো সকল দেশের নাগরিক যদি SDG অর্জনে সাফল্য পেতে চায়, তবে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এর এলাকার নাগরিকদের দায়িত্ব পালনই সকল দেশের SDG এর সাফল্য লাভের মূলশর্ত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব 'M' ১০ বিঘা জমি কিনে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। তার বাড়ির পাশেই একটি রেললাইন রয়েছে। তিনি একদিন দেখতে পেলেন একজন লোক রেলপথের স্লীপার খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তিনি তাকে বাধা দিলে লোকটি পালিয়ে যায়।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. জাপানকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের বাড়িটি কোন ধরনের সম্পদ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শেষের সম্পদটি সংরক্ষণে আমাদের করণীয় কী? মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহারযোগ্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক কর্মদক্ষতাই হলো শ্রম।

খ যেসব দেশের মাথাপিছু আয় ১২,২৭৬ ডলার বা তার বেশি সেসব দেশকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা হয়।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, উৎপাদন দক্ষতা, পরিষেবা শিল্প ইত্যাদি জাপানের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া গাড়ি শিল্প, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ও আর্থিক খাত জাপানের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছ। জাপানের বর্তমান জিডিপির আকার চার হাজার ২৩১ বিলিয়ন ডলার। জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৩৩ হাজার ৯৫০ ডলার (২০২৩ সাল)। বার্ষিক জিডিপি বৃদ্ধির হার ১.৩ শতাংশ। এজন্য জাপানকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের বাড়িটি ব্যক্তিগত সম্পদ।

সাধারণত অর্থ, জমিজমা, বাড়িঘর, নানারকম প্রয়োজনীয় ও স্থায়ী দ্রব্যসামগ্রী, স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতিকে সম্পদ বলে। তবে কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে সম্পদ বলতে হলে সে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা থাকতে হবে। সম্পদকে ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক– এই পাঁচ শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। তার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পদ হলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গা-জমি, বাড়িঘর, কলকারখানা, অর্থসম্পদ, গাড়ি, দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি। ব্যক্তি সাধারণত তার নিজস্ব সম্পদ, যেমন– অর্থ সম্পদ, ভূসম্পত্তি, স্বর্ণ-রৌপ্য, অলংকার, আসবাবপত্র, নিজস্ব কলকারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান, যানবাহন ইত্যাদি নিজ স্বার্থেই বিশেষ যত্নের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করে। শুধু তাই নয়, সে এগুলোর উন্নয়ন ও বৃদ্ধি করতেও তৎপর থাকে। এছাড়া প্রত্যেকেই নিজস্ব সম্পদের অপচয় রোধ করতে এগুলোর তত্ত্বাবধানও করে।

উদ্দীপকে জনাব 'গ' ১০ বিঘা জমি কিনে বসবাসের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। অর্থাৎ উদ্দীপকের বাড়িটি জনাব 'গ'-এর ব্যক্তিগত সম্পদ।

ঘ ঘটনা–২ তে জাতীয় সম্পদের কথা বলা হয়েছে। আর এ ধরনের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে আমাদের সকলকেই সচেতন হতে হবে।

সংরক্ষণের অর্থ বিশেষভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান। আমরা জানি, একটি দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ একত্রে জাতীয় সম্পদ। তাই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ বলতে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ উভয়েরই সংরক্ষণ বোঝায়।

জাতীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রীয় যেসব ব্যবস্থা আছে, সেগুলো যাতে কোনোভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে সকলকে লক্ষ রাখতে হবে। কেউ যেন এসব সম্পদের কোনো ক্ষতিসাধন না করে সে বিষয়ে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টার বিষয়ে জানলে বা দেখলে যথাযথ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। সমষ্টিগত বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়রোধে সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হবে।

সম্পদ সংরক্ষণের জন্য নিজ নিজ কর্তব্য বিষয়ে প্রতিটি নাগরিক সচেতন ও সচেষ্ট থাকলে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও এগুলোর অপচয় রোধ করা কঠিন নয়। তাই জাতীয় সম্পদের উন্নয়ন ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য সকলকেই সচেস্ট হতে হবে। আর তাহলেই জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **ঘটনা-১ :** জনাব শহীদ উচ্চ আদালতের একজন বিচারক। সম্প্রতি একটি মামলা পরিচালনা করার সময় তিনি আইনের সুস্পষ্টতা খুঁজে পান না। তাই তিনি নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেন।

ঘটনা-২ : জনাব বাদশাহ একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি দেশের স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ করেন না। প্রচলিত আইনের নিয়ম মেনে আমদানি-রপ্তানি করেন ও নিয়মিত কর দেন। তিনি নির্বাচনের সময় যোগ্য প্রার্থীকে ভোটও প্রদান করেন।

ক. সার্বভৌমত্ব কী? ১

খ. জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ আইনের কোন উৎসকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব বাদশাহর মতো নাগরিক দ্বারাই দেশে সুশাসন সম্ভব? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্বভৌমত্ব হলো রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা।

খ জনসমষ্টির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলে জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয়।

রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রথম ও একান্ত অপরিহার্য উপাদান হলো জনসমষ্টি। জনসমষ্টি বলতে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনগণকে বোঝায়। মূলত জনসমষ্টিই ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, সংগ্রাম ও যুদ্ধের মাধ্যমে অথবা সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্র গঠন করে। একারণে জনসমষ্টিকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান বলা হয়।

গ ঘটনা-১ এ আইনের বিচার সংক্রান্ত উৎসকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
বিচারকের রায় অথবা বিচার বিভাগীয় রায়ও আইনের একটি উৎস। বিচারকালে বিচারক যদি প্রচলিত আইনের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হন তখন তিনি স্বীয় বুদ্ধি, মেধা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বিচারের রায় প্রদান করেন। এটি একটি দৃষ্টান্ত হয়ে যায় এবং একসময়ে আইনে পরিণত হয়। তাই দেখা যায়, বিচারকের রায়ও আইনের একটি উৎস।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর জনাব শহীদ উচ্চ আদালতের একজন বিচারক। সম্প্রতি একটি মামলা পরিচালনা করার সময় তিনি আইনের সুস্পষ্টতা খুঁজে পান না। তাই তিনি নিজের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করেন। এরূপ বর্ণনায় আইনের উৎস হিসেবে বিচারকের রায় উৎসটি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের জনাব বাদশাহের মতো নাগরিকের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব– এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

রাষ্ট্র যেমন নাগরিককে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকেরও কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধান মান্য করা, যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান, রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন, খাজনা ও কর প্রদান, দেশপ্রেম প্রকৃতি নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। উক্ত দায়িত্বগুলো পালন করলে রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে এবং রাষ্ট্রে সবকিছু সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে।

উদ্দীপকের জনাব বাদশাহ স্বার্থবিরোধী আমদানি-রপ্তানি পরিহার করেন, নিয়মিত কর দেন এবং যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করেন। এই কাজগুলো প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব। এরূপ সততা ও সুবিবেচনার

সাথে ভোট দেওয়া নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর ফলে যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থী জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনে কাজ করবে। প্রত্যেক নাগরিককেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে হবে। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এমনকি রাষ্ট্রের বেআইনি কোনো কাজের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ানো নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। এভাবেই একটি রাষ্ট্র-দুর্নীতিমুক্ত ও সুন্দর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দীপকের জনাব বাদশাহ উক্ত কাজগুলোই সম্পাদন করেন।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, জনাব বাদশাহের মতো নাগরিকের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত হবে। এভাবেই একটি রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্র নবীন স্কুলে না গিয়ে রাস্তাঘাটে খারাপ ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে।

দৃশ্যকল্প-২ : বশির উদ্দিন দরিদ্র ইউনুস মিয়ার মেয়ে খুশিকে কাজ দেবার নাম করে টাকার বিনিময় বিদেশে বিক্রি করে। কয়েক জন মেয়েকে এভাবে পাঠানোর পর স্বপ্নাকে পাঠানোর সময় বশির উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আদালত তাকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে।

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১

খ. মাতৃকল্যাণ প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ কোন সামাজিক সমস্যা বর্ণিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বশির উদ্দিনের মতো অপরাধীকে সঠিক পথে আনার জন্য আইনের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়– বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিজ স্বার্থে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থবিরোধী কাজকে দুর্নীতি বলে।

খ মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়।

মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রুগ্নতা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার প্রভৃতি রোধে মাতৃকল্যাণ অত্যাবশ্যক।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ যে সামাজিক সমস্যাটির ইঙ্গিত করা হয়েছে তা হলো কিশোর অপরাধ।

কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিকভাবে প্রচলিত মূল্যবোধ ও নীতিবিরোধী কাজই কিশোর অপরাধ। সাধারণত ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। যেসব অপরাধ কিশোরদের দ্বারা বেশি সংঘটিত হয় সেগুলো হলো চুরি, খুন, জুয়াখেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেট মারা, মারপিট করা, গাড়ি ভাংচুর, বোমাবাজি, বিনা টিকেটে ভ্রমণ, পথেঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, ধুমপান, অশোভন ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, নবম শ্রেণির ছাত্র 'ক' নিয়মিত স্কুলে না গিয়ে প্রায়ই সমবয়সি কিছু ছেলের সাথে গলির মোড়ে আড্ডা দেয় এবং মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। এখানে কিশোর অপরাধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ 'ক' একজন কিশোর আর তার কর্মকাণ্ড কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। কিশোর অপরাধ বর্তমান সময়ের একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। মূলত পারিবারিক সংকট, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ ও মৌলিক চাহিদা পূরণের অভাবের কারণে কিশোররা বিভিন্ন ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ জড়ায় মাদকের নেশায়। অনেক বাবা-মা যথাযথভাবে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন না করায় তাদের সন্তানেরা বিপদে পড়ার ঝুঁকি থাকে।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যপট-২ এ উল্লিখিত সমস্যা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে নারী শিক্ষা কার্যক্রম এবং নারীর স্বকর্মসংস্থানের জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। পরিবারে ছেলেমেয়েকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান এবং নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক চাপ প্রয়োগ, নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার প্রভাব মিডিয়ায় প্রচার করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করার পাশাপাশি সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ, সংস্কৃতিবোধ, নারী ও পুরুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, সুস্থ পরিবার গঠন, শিক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন, নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন প্রভৃতি পদক্ষেপ উল্লেখযোগ্য।

দৃশ্যপট-২ এ বর্ণিত বশির উদ্দিন কাজ দেওয়ার নাম করে তরুণীদের বিদেশে পাচার করে। এটি নারী সহিংসতার একটি জঘন্যতম রূপ। তবে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের প্রয়োগই যথেষ্ট নয়। এ সমস্যাটি প্রতিরোধে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সমাজকেও এগিয়ে আসতে হবে। নির্যাতন, সহিংসতার ধরন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আইনের পাশাপাশি সামাজিক ভূমিকাও অত্যাবশ্যক।

যশোর বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **পাকিস্তানের মোট কত শতাংশ বাঙালি ছিল?**
K ৪৮ L ৫২ M ৫৬ N ৬০

২. **ঐতিহাসিক আগরতলা মামলাটি কী নামে দায়ের করা হয়?**
K রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান
L রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য
M রাষ্ট্র বনাম অন্যান্য
N রাষ্ট্র বনাম আগরতলা ষড়যন্ত্রকারীগণ

৩. **২৫ শে মার্চ রাতে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন কে?**
K ইয়াহিয়া ও ভুট্টো L ইয়াহিয়া ও খাজা নাজিমুদ্দিন
M ইয়াহিয়া ও টিক্কা খান N ইয়াহিয়া ও রাও ফরমান আলী

৪. **মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি কি ছিল?**
K ভারতীয় সাহায্য L বুদ্ধিজীবী
M বিমান বাহিনী N জনগণ

৫. **নীলাভ বর্ণের গ্রহ কোনটি?**
K ইউরেনাস L নেপচুন M শনি N মঙ্গল

৬. **আহ্নিক গতির ফলে–**
i. সময় গণনা করা যায় ii. জোয়ারভাটা হয় iii. দিন রাত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৭. **'ক' নামক স্থানটির আয়তন ১২,৭৮০ বর্গ কি.মি. লোকসংখ্যা ৬০ হাজার এবং সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত হয়েও কোনটির অভাবে রাষ্ট্র নয়?**
K জনসমষ্টি L নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
M সরকার N সার্বভৌমত্ব

৮. **ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলো হলো–**
i. প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ ii. ভূমধ্যসাগরীয়-হিমালয় অংশ
iii. আরব সাগরীয় অংশ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাফান ও রাইসা একটি বনভূমি অঞ্চলে গিয়ে দেখল এই বনভূমির পাতা সম্পূর্ণভাবে ঝরে গিয়েছে।

৯. **রাফান ও রাইসা কোন বনভূমিতে গিয়েছিল?**
K স্রোতজ L ম্যানগ্রোভ
M ক্রান্তীয় পাতা ঝরা N ক্রান্তীয় চিরহরিৎ

১০. **এই বনভূমির অবস্থান–**
i. ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ii. গাজীপুর, দিনাজপুর iii. রংপুর জেলায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১১. **'The Modern State' গ্রন্থটির লেখক কে?**
K প্লেটো L ম্যাকাইভার M অ্যারিস্টটল N গার্নার

১২. **সামাজিক প্রথা হচ্ছে–**
i. সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ii. আচার-আচরণ ও অভ্যাস
iii. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৩. **পদমর্যাদায় কে সবার উপরে?**
K প্রধানমন্ত্রী L বিচারপতি M রাষ্ট্রপতি N আইনমন্ত্রী

১৪. **ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা হয় কোন বিভাগের মাধ্যমে?**
K আইন বিভাগ L বিচার বিভাগ
M শাসন বিভাগ N নির্বাহী বিভাগ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য 'ক' নামক একটি সংস্থা রয়েছে যার কাজ হচ্ছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করা।

১৫. **'ক' সংস্থাটির নাম কী?**
K কর্ম কমিশন L দুর্নীতি দমন কমিশন
M মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিশন N নির্বাচন কমিশন

১৬. **উক্ত সংস্থার কাজ হচ্ছে–**
i. রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা
ii. মনোনয়ন সংক্রান্ত বিতর্ক মীমাংসা করা
iii. জনসমর্থন সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৭. **জাতিসংঘের চারজন মহাসচিব এ পর্যন্ত কতবার বাংলাদেশ সফর করে গেছেন?**
K ৩ বার L ৪ বার M ৫ বার N ৬ বার

১৮. **'ভেটো' বলতে কী বোঝায়?**
K বিশেষ চুক্তি L ভোট দানের ক্ষমতা
M প্রস্তাব গ্রহণের ক্ষমতা N প্রস্তাব নাকচ করার ক্ষমতা

১৯. **কত সালের মধ্যে SDG অর্জন করতে হবে?**
K ২০২১ L ২০৩০ M ২০৪১ N ২০৪৫

২০. **টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?**
K নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক উন্নয়ন L আমদানি ও রপ্তানিমুখী উন্নয়ন
M সামগ্রিক উন্নয়নে কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা
N অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঠামোবদ্ধ পরিকল্পনা

২১. **কোনটি প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা?**
K সামন্ততান্ত্রিক L মিশ্র
M ইসলামি N ধনতান্ত্রিক

২২. **ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়–**
i. সম্পদের সুষম বণ্টন হয় ii. ভোক্তার স্বাধীনতা আছে
iii. শ্রমিক শোষণ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৩. **মোট দেশজ উৎপাদন বলতে নিচের কোনটি বোঝায়?**
K GNP L GNI M GND N GDP

২৪. **উৎপাদনের উপাদান কতটি?**
K ৪টি L ৬টি M ৮টি N ১০টি

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সহায় সম্বলহীন আম্বিয়া বেগম এলাকার একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

২৫. **আম্বিয়া বেগম কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছেন?**
K গ্রামীণ ব্যাংক L শিল্প ব্যাংক
M কৃষি ব্যাংক N সোনালী ব্যাংক

২৬. **আম্বিয়াকে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় পরামর্শ দান
ii. নারীদেরকে বিনা জামানতে ঋণ দান
iii. গ্রামীণ মহাজনদের থেকে গরিবদেরকে রক্ষা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. **টোডা জাতির বসবাস কোথায়?**
K তিব্বতে L উত্তর ভারতে
M আফ্রিকায় N দক্ষিণ ভারতে

২৮. **গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ কোনটি?**
K সমাজ L সমিতি M শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান N পরিবার

২৯. **মোতালেব মিয়া বেশ কিছু দিন যাবৎ খুবই ক্লান্তি অনুভব করছে। সবসময় জ্বর-শুকনো কাশি ও ডায়রিয়া লেগে থাকে? মোতালেব মিয়া কোন রোগে আক্রান্ত?**
K এইচআইভি L করোনা M টাইফয়েড N এইডস

৩০. **শিল্পায়নের ফলে কী ঘটে?**
K দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় L মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়
M শিশুশ্রম হ্রাস পায় N শ্রেণি বৈষম্য হ্রাস পায়

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। 'A' ও 'B' একটি দেশের দুটি অঞ্চল। কিন্তু দেশ শাসনের ক্ষেত্রে 'A' অঞ্চলের মানুষের প্রাধান্য বেশি। বাজেটে 'B' অঞ্চলের জন্য মোট বরাদ্দের চার ভাগের এক ভাগ রাখা হতো। 'B' অঞ্চলের একজন নেতা এসব সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি কিছু পরিকল্পনা হাতে নেন। ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু 'B' অঞ্চলের মানুষের তীব্র আন্দোলনের মুখে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ক. ২১ দফার আঠারো নম্বর দফাটি কী? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে কোন বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকের ২য় অংশের প্রভাবই ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়"– তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

২। মুক্তিযুদ্ধের সময় ডা. আরমান একটি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রথমদিকে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা দিতেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর শিক্ষক ভাইকেসহ পার্শ্ববর্তী দেশে যান। সেখানে শিবিরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ঐ দেশের চিকিৎসকের সাথে চিকিৎসা দেন। তবে তাঁর ভাই ওখানে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে পাকিস্তানিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন।

ক. ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স কী? ১
খ. বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কোন শ্রেণির মানুষের ভূমিকা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী দেশটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল? তা মূল্যায়ন করো। ৪

৩।

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	তারিখ	সময়
A	২৭° উ.	৬৫° প.	২০ সেপ্টেম্বর	দুপুর ২টা
B	৪২° দ.	৫১° প.	২০ সেপ্টেম্বর	?

ক. সৌরকলঙ্ক কী? ১
খ. মঙ্গল গ্রহের রং লাল কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' স্থানে দুপুর ২টার সময় 'B' স্থানে কয়টা বাজবে? নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তারিখে 'A' ও 'B' স্থানে কি একই ঋতু বিরাজমান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।

দেশ	বৈশিষ্ট্য
X	এটি একটি উপনদী। এটির উৎপত্তি সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে।
Y	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী। দৈর্ঘ্য ৩২০ কি.মি.।

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কী? ১
খ. নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' নদীর গতিপথ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "'Y' নদীটি বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে"– যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। মি. রানা এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান প্রধান। তার অধীনে আরও ১২ জন প্রতিনিধি রয়েছে। তিনি গ্রামে নিরাপত্তার জন্য কিছু চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ দেন।

ক. কেন্দ্রীয় প্রশাসন কী? ১
খ. রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতা কখন প্রয়োগ করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. রানা কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উল্লিখিত কাজ ছাড়াও মি. রানাকে আরও অনেক কাজ করতে হয়"– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। রাজিনদের স্কুলে বেশ আনন্দঘন পরিবেশ। সবাই 'বই পড়া' ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে উৎফুল্ল। তবে নির্বাচনের বিধিমালা নিয়ে সবাই সতর্ক। নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও একজন প্রার্থীর পোস্টার স্কুলের দেয়ালে টাঙানো হলে নির্বাচন কমিশন তাদেরকে সতর্ক করে এবং পোস্টার তুলে নিতে নির্দেশ দেন। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষার্থীরা ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে নিজেদের ক্লাবের সদস্যদের বাছাই করে।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১
খ. প্রাচীন গ্রিসে যে ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের নির্বাচনের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের বিধি-বিধানের মতো বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি রয়েছে কি? মতামত দাও। ৪

৭। জনাব হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন চৌকস অফিসার। বর্তমানে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কঙ্গোতে কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ এর বেশি সৈন্য বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন।
অন্যদিকে হুমায়ুন কবীর সাহেবের স্ত্রী এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছেন যেটি নারীদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে ও নারী উন্নয়নে কাজ করছেন।

ক. ভেটো কী? ১
খ. 'বিতর্ক সভা' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হুমায়ুন কবীর সাহেবের স্ত্রী কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছেন? তা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. জনাব হুমায়ুন কবীর দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখছেন মূল্যায়ন করো। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** জনাব সেলিমের ৩০ বিঘা জমি আছে। জমির খাজনা বাবদ তাকে প্রতি বছর অনেক টাকা সরকারি খাতে জমা দিতে হয়।
ঘটনা-২ : তালহা ও জুবায়ের একটি সরকারি স্কুলের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিক্ষকদের বেতন সরকারই বহন করে। এছাড়া এবছর রাষ্ট্র নতুন কারিকুলাম চালু করে সকল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. ব্যাংককে ঋণের কারবারি বলা হয় কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এ সরকারি আয়ের কোন উৎসকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো ঘটনা-২ এ ব্যয়কৃত অর্থ সরকারের ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯।

দেশ	অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
X	নাগরিকগণ নিজেদের পছন্দমতো দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে।
Y	রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। জনগণের ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত।

ক. সংগঠন কাকে বলে? ১
খ. অর্থনীতিতে 'বাতাস' সম্পদ নয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটো দেশেই কি একই রকম শ্রমিক শোষণ বিদ্যমান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** দীর্ঘদিন পর গ্রামে গিয়ে রিনা নিজ গ্রামকে চিনতে পারছিল না। গ্রামের মানুষের জীবন অনেক উন্নত হয়েছে। কৃষিকাজে ট্রাক্টর ও উন্নত বীজ ব্যবহার করার কারণে উৎপাদন বেড়েছে। গ্রামের মানুষ ফেসবুক চালায়। ভিডিও কল করে দূরের লোকজনের সাথে কথা বলছে।
দৃশ্যকল্প-১ : মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া মীনা তার মাকে বলল যে, তার ক্লাসে ৬০% শিক্ষার্থী নারী। এ তথ্য শুনে মা অবাক হলে মীনা বললেন দেশের সব পেশায়ই নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের নারীরাও বিভিন্ন কাজ করে নিজেদেরকে মর্যাদাশীল করছে।

ক. নগরায়ণ কী? ১
খ. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ : এর গ্রামটির সামাজিক পরিবর্তনে কোন উপাদানটি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ : এর উল্লিখিত তথ্য নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করছে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** ৯ম শ্রেণির ছাত্র রাজন প্রায়ই স্কুলে না গিয়ে বন্ধুদের নিয়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেয়, ধূমপান করে, স্কুলগামী মেয়েদের দেখলে বাজে মন্তব্য করে।
দৃশ্যকল্প-২ : ১০ বছর বয়সি জামিলকে তার বাবা স্কুল ছাড়িয়ে ঢাকায় নিয়ে যান এবং ঝালাইয়ের কাজে লাগিয়ে দেন।

ক. নারীর প্রতি সহিংসতা কী? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবসক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের রাজনের কার্যক্রম কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর জামিলের সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কতটুকু কার্যকর? মূল্যায়ন করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	L	৩	K	৪	N	৫	L	৬	N	৭	N	৮	K	৯	M	১০	N	১১	L	১২	K	১৩	M	১৪	L	১৫	N
	১৬	K	১৭	M	১৮	N	১৯	L	২০	M	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	K	২৫	K	২৬	M	২৭	N	২৮	N	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ 'A' ও 'B' একটি দেশের দুটি অঞ্চল। কিন্তু দেশ শাসনের ক্ষেত্রে 'A' অঞ্চলের মানুষের প্রাধান্য বেশি। বাজেটে 'B' অঞ্চলের জন্য মোট বরাদ্দের চার ভাগের এক ভাগ রাখা হতো। 'B' অঞ্চলের একজন নেতা এসব সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি কিছু পরিকল্পনা হাতে নেন। ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু 'B' অঞ্চলের মানুষের তীব্র আন্দোলনের মুখে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ক. ২১ দফার আঠারো নম্বর দফাটি কী? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে কোন বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের ২য় অংশের প্রভাবই ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়"– তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২১ দফার আঠারো নম্বর দফাটি হলো- 'একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হবে।'

খ 'মৌলিক গণতন্ত্র' বলতে বোঝায় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক প্রবর্তিত নির্বাচন ব্যবস্থাকে।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর নিজের ক্ষমতা ও সামরিক শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র' (বেসিক ডেমোক্রেসি) নামে একটি পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু করেন। এই পদ্ধতিতে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত ৮০ হাজার ইউনিয়ন কাউন্সিল (বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ) সদস্য নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হবে। আর তাদের ভোটেই প্রেসিডেন্ট এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সকল সদস্য নির্বাচিত হবেন।

গ উদ্দীপকের ১ম অংশে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি মারাত্মক বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করেছিল।

উদ্দীপকের A ও B একটি দেশের দুটি অঞ্চল। কিন্তু দেশ শাসনের ক্ষেত্রে A অঞ্চলের মানুষের প্রাধান্য বেশি। বাজেটে B অঞ্চরের জন্য মোট বরাদ্দের চারভাগের এক ভাগ রাখা হতো। এরূপ বর্ণনায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকাশ পেয়েছে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার চেয়ে পশ্চিম পাকিস্তান অনেক বেশি অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ করেছিল। ১৯৫৫-১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯-১৯৬০ অর্থবছর পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান লাভ করেছিল মোট বাজেট বরাদ্দের মাত্র ১১৩ কোটি ৩ লাখ ৮০ হাজার টাকা, অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকা। একইভাবে ১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৪৮ কোটি টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা ছিল ২২,২৩০ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলার পাট, চা, চামড়া প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো, তার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে ব্যয় হতো। ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প উৎপাদন, কৃষিসহ অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে কয়েকগুণ পিছিয়ে পড়ে।

ঘ উদ্দীপকের ২য় অংশে আগরতলা মামলা প্রতিফলিত হয়েছে। এই মামলা ও তৎপরবর্তী আন্দোলনের প্রভাবে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সম্মতিতে বিপ্লবী পরিষদের পরিকল্পনা ছিল একটি নির্দিষ্ট রাতে বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবকয়টি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করবে এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের ব্যাপারে একবার বঙ্গবন্ধু ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় গিয়েছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই ফাঁস হয়ে গেলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করে।

উদ্দীপকের ২য় অংশে বলা হয়েছে, 'B' অঞ্চলের একজন নেতা তার অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি কিছু পরিকল্পনা হাতে নেন। ফলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু 'B' অঞ্চলের মানুষের তীব্র আন্দোলনের মুখে তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এখানে মূলত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। কেননা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে এমনই একটা পরিকল্পনা করেন যা পরবর্তীতে ফাঁস হয়ে যায়। ফলে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং তাদের বন্দি করা হয়। শাসকগোষ্ঠী বন্দিদের সামরিক আদালতে বিচার কার্য শুরু করলে পূর্ব বাংলার জনগণ মামলা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন শুরু করে। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ সর্বাত্মক আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠী বঙ্গবন্ধুসহ অন্য রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে যে গণআন্দোলন সৃষ্টি হয় তাই ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ জয়লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্র করলে বাঙালিরা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ▶ ০২ মুক্তিযুদ্ধের সময় ডা. আরমান একটি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রথমদিকে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা দিতেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর শিক্ষক ভাইকেসহ পার্শ্ববর্তী দেশে যান। সেখানে শিবিরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ঐ দেশের চিকিৎসকের সাথে চিকিৎসা দেন। তবে তাঁর ভাই ওখানে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে পাকিস্তানিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন।

ক. ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স কী? ১

খ. বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কোন শ্রেণির মানুষের ভূমিকা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী দেশটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে কতটুকু ভূমিকা রেখেছিল? তা মূল্যায়ন করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৫ই আগস্টে হত্যাকারীদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ১৯৭৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর খন্দকার মোশতাক সংবিধান বিরোধী যে অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, তা-ই ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স।

খ শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির প্রয়োজন হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত তখন ১৯৭৩-৭৪ সালের বন্যার ফলে চরম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। দেশের অভ্যন্তরে মজুদদার, দুর্নীতিবাজ এবং ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী তৎপর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সরকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দেশের নতুন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয় যা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পেশাজীবী শ্রেণির মানুষের ভূমিকা ফুটে উঠেছে।

সাধারণ অর্থে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত তারাই হলেন পেশাজীবী। পেশাজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিল্পী, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদের ভূমিকা ছিল অনন্য ও গৌরবদীপ্ত। পেশাজীবীদের বড় অংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। পেশাজীবীরা মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিকল্পনা সেল গঠন করে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তথ্য সরবরাহ, সাহায্যের আবেদন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান, শরণার্থীদের উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পেশাজীবীদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, মুক্তিযুযদ্ধের সময় ডা. আরমান একটি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রথমদিকে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনে চিকিৎসা দিতেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর শিক্ষক ভাইকেসহ পার্শ্ববর্তী দেশে যান। সেখানে শিবিরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ঐ দেশের চিকিৎসকের সাথে চিকিৎসা দেন। তবে তাঁর ভাই ওখানে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে এসে পাকিস্তানিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন। এখানে ডা. আরমান এবং তার শিক্ষক ভাই যেহেতু পেশায় নিয়োজিত ছিল সুতরাং তারা পেশাজীবী ছিলেন। অর্থাৎ ডাঃ আরমান ও তার ভাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পেশাজীবী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পার্শ্ববর্তী দেশটি হলো ভারত। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতা অর্জনে ভারত অসামান্য অবদান রেখেছিল।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারত। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতাকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে সহায়তা করে ভারত। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে।

উদ্দীপকে পাশ্ববর্তী দেশ বলতে ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। দীর্ঘ নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ এটি বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এসময় ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে সাহায্য করে। এপ্রিলের শেষ দিকে ত্রিপুরাসহ ভারতের মাটিতে বাঙালি তরুণ-যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়, যা নভেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। এছাড়া পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে গ্রাম ও শহরাঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব বাঙালি শরণার্থীকে সাহায্যের জন্য ভারত সরকার তাদের সীমান্ত খুলে দেয়। পাশাপাশি কলকাতায় অবস্থান করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। আবার, মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনী মিলিত হয়ে যৌথকমান্ড গঠন করে। এই যৌথবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে কোণঠাসা হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশ অর্থাৎ ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৩

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	তারিখ	সময়
A	২৭° উ.	৬৫° প.	২০ সেপ্টেম্বর	দুপুর ২টা
B	৪২° দ.	৫১° প.	২০ সেপ্টেম্বর	?

ক. সৌরকলঙ্ক কী? ১

খ. মঙ্গল গ্রহের রং লাল কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' স্থানে দুপুর ২টার সময় 'B' স্থানে কয়টা বাজবে? নির্ণয় করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তারিখে 'A' ও 'B' স্থানে কি একই ঋতু বিরাজমান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সৌরকলঙ্ক হলো সূর্যের মধ্যে দৃশ্যমান কালো দাগ।

খ পাথরের মরিচার কারণেই মঙ্গল গ্রহটি লাল বর্ণ ধারণ করেছে।

সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীর পরই মঙ্গলের স্থান। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এ গ্রহের পাথরগুলোতে মরিচা পড়েছে। এ কারণেই মঙ্গল গ্রহের রং লাল।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত ছকের 'A' চিহ্নিত স্থানটির দ্রাঘিমা ৬৫° পশ্চিম

এবং 'B' চিহ্নিত স্থানটির দ্রাঘিমা ৫১° পশ্চিম। উক্ত স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্য হলো ৬৫° – ৫১° = ১৪°।
প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। অতএব ১৪° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ১৪° × ৪ = ৫৬ মিনিট।
'A' চিহ্নিত স্থান ও 'B' চিহ্নিত স্থান উভয়টিই পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত। দ্রাঘিমারেখার মান অনুযায়ী 'B' স্থানটি 'A' স্থানের পূর্বে অবিস্থত। তাই 'B' স্থানের সময় ৫৬ মিনিট বেশি হবে।
সুতরাং 'B' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় হবে দুপুর ২টা ৫৬ মিনিট।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'A' ও 'B' স্থানের ঋতুর ভিন্নতা হবে।
সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থানে ঋতু পরিবর্তিত হয়। বার্ষিক গতির ফলে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে এবং সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়। সে জন্য এ তারিখের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস তাপমাত্রা মধ্যম ধরনের থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, 'A' স্থানটির অক্ষাংশ হলো ২৭° উত্তর। অর্থাৎ 'A' স্থানটি পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। যেহেতু ২০শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল বিরাজমান; সেহেতু 'A' স্থানে শরৎকাল থাকে। অন্যদিকে 'B' স্থানটির অক্ষাংশ হলো ৪২° দক্ষিণ। অর্থাৎ 'B' স্থানটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। ২০শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বলে 'B' স্থানটিতে বসন্তকাল বিরাজ করবে।
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে 'A' স্থানে শরৎকাল এবং 'B' স্থানে বসন্তকাল বিরাজ করবে। তাই এ তারিখে এই দুই স্থানের তাপমাত্রা সম্পূর্ণ বিপরীত থাকবে।

প্রশ্ন ▸ ০৪

দেশ	বৈশিষ্ট্য
X	এটি একটি উপনদী। এটির উৎপত্তি সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে।
Y	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী। দৈর্ঘ্য ৩২০ কি.মি.।

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কী? ১
খ. নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' নদীর গতিপথ বর্ণনা করো। ৩
ঘ. "'Y' নদীটি বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে"– যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহার হলো পানি ব্যবস্থাপনা।

খ নদীতে পলি জমে যাওয়ায় এবং নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি উত্তোলনের কারণে নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায়।
নদীর পানিতে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি থাকে। এই পলিমাটি নদীর তলদেশে জমতে থাকে। এতে নদীর গভীরতা হ্রাস পায়। ফলে নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায়। আবার কোনো কোনো নদী থেকে সেচসহ নানা কাজে পাম্প দিয়ে প্রচুর পানি উত্তোলন করায় পানি প্রবাহ কমে যায়। এছাড়াও নিয়ম-নীতি না মেনে নদীর ওপর যত্রতত্র ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলেও নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায়।

গ 'X' নদীটি হলো তিস্তা নদী।
উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'X' নদীটি একটি উপনদী। এটির উৎপত্তি সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে। এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর চিত্র পাওয়া যায়। কেননা, সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে তিস্তা নদী ভারতের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং-এর মধ্য দিয়ে নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলার পূর্ব ছাতনাই হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এই নদী ১৭৮৭ সালের প্রবল বন্যায় গতিপথ পরিবর্তন করে ব্রহ্মপুত্রের একটি পরিত্যক্ত গতিপথে প্রবাহিত হতে থাকে। গতিপথ পরিবর্তনের পূর্বে এটি গঙ্গা নদীতে মিলিত হয়েছিল। তিস্তা নদীর বর্তমান দৈর্ঘ্য ১৭৭ কি.মি. ও প্রস্থ ৩০০ থেকে ৫৫০ মিটার। সুতরাং বলা যায়, 'X' নদীটি বাংলাদেশের তিস্তা নদীকে নির্দেশ করেছে।

ঘ 'Y' নদীটি হলো বাংলাদেশের কর্ণফুলী নদী। নদীটি বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।– মন্তব্যটি যথার্থ।
বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী কর্ণফুলী। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।
উদ্দীপকের 'Y' নদীটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের নদী, এর দৈর্ঘ্য ৩২০ কি.মি. যা কর্ণফুলী নদীকে নির্দেশ করে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্ণফুলী নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে এ নদীর পানি প্রবাহের ওপর নির্ভর করে স্থাপন করা হয়েছে। জলবিদ্যুৎ সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করা যায়। এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। উৎপাদন খরচ কম এবং পরিবেশবান্ধব হওয়ায় জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর। দেশের বেশিরভাগ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকার এ বন্দর থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় করে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখে।
আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে কর্ণফুলী নদীর ভূমিকা অনন্য।

প্রশ্ন ▸ ০৫ মি. রানা এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান প্রধান। তার অধীনে আরও ১২ জন প্রতিনিধি রয়েছে। তিনি গ্রামে নিরাপত্তার জন্য কিছু চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ দেন।
ক. কেন্দ্রীয় প্রশাসন কী? ১
খ. রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতা কখন প্রয়োগ করতে পারেন? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. মি. রানা কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উল্লিখিত কাজ ছাড়াও মি. রানাকে আরও অনেক কাজ করতে হয়"– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম যেখান থেকে গৃহিত হয় সেটিই হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসন।

খ দেশে জরুরী অবস্থা বিরাজমান এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে রাষ্ট্রপতি তার জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

'সংবিধানের **১৪১** এর ক (১) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতিয়মান হয় যে, এমন জরুরি অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বাংলাদেশ বা যে কোনো অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি [অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরি অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন'।

গ মি. রানা ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামাঞ্চলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ। জনাব 'ক' এ প্রতিষ্ঠানের মূল সদস্য।

উদ্দীপকে মি. রানা এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের একজন নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান প্রধান। তিনি ছাড়াও সেখানে আরো **১২** জন প্রতিনিধি রয়েছেন। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা তথা নিরাপত্তার জন্য কিছু চৌকিদার ও দফাদার নিয়োগ দেন। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেই এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। কারণ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এর প্রধান কাজ হলো এলাকার অপরাধ, বিশৃঙ্খলা, চোরাচালান বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে ভূমিকা পালন, পারিবারিক বিরোধের আপস-মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয় জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য থাকেন। অর্থাৎ চেয়ারম্যান ছাড়া আরোও **১২** জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদে থাকেন। সুতরাং বোঝা যায়, জনাব 'ক' ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

ঘ উল্লিখিত কাজ তথা এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মি. রানাকে আরও অনেক কাজ করতে হয়। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

ইউনিয়ন পরিষদ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ইউনিয়ন পরিষদে **১** জন চেয়ারম্যান ও **১২** জন সদস্য থাকেন এবং তারা সবাই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

উদ্দীপকে যেসব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তা ইউনিয়ন পরিষদকেই নির্দেশ করে। ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। এ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে কিছু চৌকিদার দফাদার নিয়োগ করা হয়। তাদের মাধ্যমে অপরাধ, বিশৃঙ্খলা, চোরাচালান বন্ধ করা, ঝগড়া-বিবাদ ও পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা করা হয়। কিন্তু জনশৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ আরও অনেক কাজ করে থাকে। কৃষি, স্বাস্থ্য, মৎস্য, পশুপালন ও শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থার সেবা ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ এবং গ্রামীণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্যানিটেশন, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করা ইউনিয়ন পরিষদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কৃষকদের মধ্যে উন্নত বীজ, চারা ও সার বিতরণ, গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন সাধন, জনগণের আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে পরামর্শ দেওয়া ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও ইউনিয়ন পরিষদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সচিব, গ্রাম পুলিশ ও অন্যান্য কর্মচারীকে পরিচালনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করাও পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পাদন করতে হয়।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, মি. রানার নির্দেশিত প্রতিষ্ঠানটি তথা ইউনিয়ন পরিষদ জনশৃঙ্খলা রক্ষা ছাড়াও আরও অনেক কাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ রাজিনদের স্কুলে বেশ আনন্দঘন পরিবেশ। সবাই 'বই পড়া' ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে উৎফুল্ল। তবে নির্বাচনের বিধিমালা নিয়ে সবাই সতর্ক। নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও একজন প্রার্থীর পোস্টার স্কুলের দেয়ালে টাঙানো হলে নির্বাচন কমিশন তাদেরকে সতর্ক করে এবং পোস্টার তুলে নিতে নির্দেশ দেন। অবশেষে নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষার্থীরা ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে নিজেদের ক্লাবের সদস্যদের বাছাই করে।

ক. রাজনৈতিক দল কাকে বলে? ১

খ. প্রাচীন গ্রিসে যে ধরনের সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সেটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের নির্বাচনের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের বিধি-বিধানের মতো বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কোনো নির্বাচনি আচরণবিধি রয়েছে কি? মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাজনৈতিক দল বলতে এমন একটি সংঘটিত নাগরিক সমষ্টিকে বোঝায়, যারা দলীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে বৈধ উপায়ে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে।

খ প্রাচীন গ্রিসের সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যে বৈচিত্র্যময় ছিল।

অ্যাথেন্সের গণতন্ত্র সবচেয়ে বিখ্যাত, যেখানে নাগরিকরা সরাসরি আইন প্রণয়ন ও সরকারি সিদ্ধান্তে অংশ নিতেন। স্পার্টা একটি সামরিক অলিগার্কি ছিল, যেখানে ক্ষমতা কয়েকজন উচ্চবর্ণের হাতে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রগুলিতে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, এবং স্বৈরতন্ত্রের মতো বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই বৈচিত্র্য গ্রিক দার্শনিকদের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও তাত্ত্বিক উন্নয়নে অনুপ্রাণিত করেছিল। অ্যারিস্টটল নিজে দেড় শতাধিক নগর-রাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্লেষণ করেছিলেন, যা তার রাজনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তি গঠন করেছিল। প্রাচীন গ্রিসের এই সরকার ব্যবস্থা পরবর্তীকালের পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

গ উদ্দীপকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুই প্রকার নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে। যথা– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন। যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে, তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলে। উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনেও এই নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের 'বই পড়া' ক্লাব নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে নিজেদের ক্লাবের সদস্যদের বাছাই করে। এরূপ বর্ণনায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কারণ ক্লাবের সদস্যদের বাছাই করতে তারা সরাসরি ভোট প্রদান করেছে। যেটি প্রত্যক্ষ নির্বাচনকে তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকের উল্লিখিত নির্বাচনের বিধি বিধানের মতো বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার জন্য আচরণ বিধি রয়েছে।

নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশন কিছু নির্বাচনি আচরণবিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। উক্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান অবশ্যই সকলকে মেনে চলতে হয়। নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তা নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, **১৯৭২** অনুযায়ী নির্বাচনি অপরাধ ও তার দণ্ড নির্ধারণ করা

হয়েছে। যে কোনো নির্বাচনি অপরাধের জন্য জরিমানাসহ ক্ষেত্রবিশেষে সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং কমপক্ষে ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হতে পারে।

উদ্দীপকের রাজিনদের স্কুলে বেশ আনন্দঘন পরিবেশ। সবাই 'বই পড়া' ক্লাবের নির্বাচন নিয়ে উৎফুল্ল। তবে নির্বাচনের বিধিমালা নিয়ে সবাই সতর্ক। নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও একজন প্রার্থীর পোস্টার স্কুলের দেয়ালে টাঙানো হলে নির্বাচন কমিশন তাদেরকে সতর্ক করে এবং পোস্টার তুলে নিতে নির্দেশ দেন। উক্ত স্কুলের মতো বাংলাদেশের নির্বাচনেও কিছু নির্বাচনি বিধি বিধান রয়েছে যেগুলো প্রার্থীরা মেনে চলতে বাধ্য থাকেন। একটি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অর্থাৎ প্রার্থীদের নির্বাচনি প্রচারণায় বিভিন্ন বিধি অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ করবে। প্রতিপক্ষের কোনো সভা বা মিছিলে কেউ বাধা প্রদান করতে পারবে না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসভার জন্য সড়ক বা মহাসড়ক ব্যবহার কিংবা নাগরিকের জমি, বাড়ি-ঘর বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা যাবে না। নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে পারবে না। ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যান্ত্রিক যানবাহন, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য বহন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না। কেবল নির্বাচনি কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। কোনো প্রার্থীর বা দলের কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে পারবে না। নির্বাচনি প্রচারণার উক্ত বিধিগুলো মেনে চলার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন চৌকস অফিসার। বর্তমানে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কঙ্গোতে কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ এর বেশি সৈন্য বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন।

অন্যদিকে হুমায়ুন কবীর সাহেবের স্ত্রী এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছেন যেটি নারীদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে ও নারী উন্নয়নে কাজ করছে।

ক. ভেটো কী? ১

খ. 'বিতর্ক সভা' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত হুমায়ুন কবীর সাহেবের স্ত্রী কোন আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করছেন? তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হুমায়ুন কবীর দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিতে কীভাবে ভূমিকা রাখছেন মূল্যায়ন করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভেটো হলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ ক্ষমতা যার বলে যেকোনো সদস্য যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে।

খ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সাধারণ পরিষদকে বিতর্ক সভা বলা হয়।

পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে– সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি (তত্ত্বাবধায়ক) পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। একে 'বিতর্ক সভা' বলেও অভিহিত করা যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত হুমায়ন কবির সাহেবের স্ত্রী জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনিফেমে কাজ করছেন।

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNIFEM) জাতিসংঘের একটি বিশেষ অঙ্গ সংস্থা, যেটি নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীদের উন্নয়নে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করছে। তাছাড়া নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করছে।

উদ্দীপকের হুমায়ন কবির সাহেবের স্ত্রী এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজ করছেন যেটি নারীদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ে ও নারী উন্নয়নে কাজ করছেন। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘের নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম এর কাজ প্রকাশ পায়। এটি নারীদের উন্নয়ন ও অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ জনাব হুমায়ন কবীর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত। জনাব হুমায়ন কবির দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্বভাবতই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি বাংলাদেশের প্রায় ১১০০০ এর বেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

উদ্দীপকের জনাব হুমায়ুন কবীর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন চৌকস অফিসার। বর্তমানে তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কঙ্গোতে কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রায় ১১,০০০ এর বেশি সৈন্য বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন। এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় হুমায়ন কবির জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত। তার মতো স্বশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা দেশের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। কেননা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধংদেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র গেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। এ কাজে এখন পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বশান্তির জন্য শহিদ হয়েছে। আহত হয়েছে অনেকে। বাংলাদেশি সৈন্যরা প্রমাণ করেছে শান্তির জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিয়েরালিওন বাংলাকে সে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আইভরিকোস্টের একটি ব্যস্ততম সড়কের নামকরণ হয়েছে বাংলাদেশ সড়ক। এভাবে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নত দেশগুলো অর্থ দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় রেখেছে এক অনন্য অবদান; বৃদ্ধি করেছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **ঘটনা-১ :** জনাব সেলিমের ৩০ বিঘা জমি আছে। জমির খাজনা বাবদ তাকে প্রতি বছর অনেক টাকা সরকারি খাতে জমা দিতে হয়।

ঘটনা-২ : তালহা ও জুবায়ের একটি সরকারি স্কুলের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিক্ষকদের বেতন সরকারই বহন করে। এছাড়া এবছর রাষ্ট্র নতুন কারিকুলাম চালু করে সকল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. ব্যাংককে ঋণের কারবারি বলা হয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এ সরকারি আয়ের কোন উৎসকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো ঘটনা-২ এ ব্যয়কৃত অর্থ সরকারের ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাই আবগারি শুল্ক।

খ ব্যাংককে ঋণের কারবারি বলা হয় কারণ ব্যাংক মূলত অর্থের লেনদেন ও সঞ্চয়ের একটি প্রতিষ্ঠান যা গ্রাহকদের ঋণ প্রদান করে থাকে।

ব্যাংকের ঋণের কারবারি একটি জটিল প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও নীতিমালা অনুসরণ করে থাকে। ব্যাংক ঋণ প্রদানের আগে গ্রাহকের আর্থিক স্থিতি, আয়ের উৎস, ঋণের উদ্দেশ্য এবং ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা যাচাই করে থাকে। এই যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি তাদের আর্থিক ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ঋণ প্রদানের সময় ব্যাংক নিশ্চিত করে যে ঋণগ্রহীতা সঠিক উদ্দেশ্যে ঋণ ব্যবহার করছেন এবং তারা সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন। ব্যাংকের ঋণের কারবারি অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত জরুরি। এটি ব্যক্তিদের ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। ঋণের মাধ্যমে ব্যক্তিরা তাদের শিক্ষা, বাড়ি কেনা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ নিয়ে তাদের উৎপাদন বাড়াতে, নতুন প্রযুক্তি অনুমোদন করতে এবং বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে পারে। এইভাবে, ব্যাংকের ঋণের কারবারি অর্থনীতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখে।

গ ঘটনা-১ এ সরকারি আয়ের ভূমি রাজস্ব উৎসকে নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশ সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ আয় করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা– (ক) কর রাজস্ব ও (খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব। কর রাজস্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো ভূমি রাজস্ব। এটি সরকারের অন্যতম আয়ের উৎস।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর জনাব সেলিমের ৩০ বিঘা জমি আছে। জমির খাজনা বাবদ তাকে প্রতিবছর অনেক টাকা সরকারি খাতে জমা দিতে হয়। এরূপ বর্ণনার ভূমি রাজস্ব এর কথা বর্ণিত হয়েছে। ভূমি ভোগ দখলের জন্য সরকারকেক প্রদত্ত খাজনাই ভূমি রাজস্ব নামে পরিচিত। সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করার ফলে এ খাতে সরকারের আয় কিছুটা কম। তবুও সরকারের এটি গুরুত্বপূর্ণ আয়ের উৎস।

ঘ উদ্দীপকে ঘটনা-২ সরকারি ব্যয়ের খাতটি হলো শিক্ষা। শিক্ষা সরকারের ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশ সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিপুল অর্থ ব্যয় করে থাকে। এছাড়া সরকারকে প্রশাসনিক, সামাজিক ও জনকল্যাণমুলক এবং অন্যান্য সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডেও ব্যয় করতে হয়। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখা। সরকার দেশের বার্ষিক বাজেটে রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক-এ দু'রকম ব্যয়ের জন্য অর্থ বরাদ্ধ করে থাকে। এর মধ্যে সরকারের ব্যয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিক্ষা।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, তালহা ও জুবায়ের একটি সরকারি স্কুলের ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিক্ষকদের বেতন সরকারই বহন করে। এছাড়া এবছর রাষ্ট্র নতুন কারিকুলাম চালু করে সকল শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এখানে সরকারি ব্যয়ের শিক্ষা খাতটি প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিক্ষা। শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারকে সাম্প্রতিককালে এ খাতে প্রচুর ব্যয় করতে হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসার জন্য অনুদান, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

সুতরাং বলা যায়, শিক্ষা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত।

প্রশ্ন ▶ ০৯

দেশ	অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
X	নাগরিকগণ নিজেদের পছন্দমতো দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে।
Y	রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। জনগণের ব্যবহার্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রিত।

ক. সংগঠন কাকে বলে? ১

খ. অর্থনীতিতে 'বাতাস' সম্পদ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটিতে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুটো দেশেই কি একই রকম শ্রমিক শোষণ বিদ্যমান? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের তিনটি উপকরণ, যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করাকে বলে সংগঠন।

খ বাতাসের অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা নেই বলে অর্থনীতিতে বাতাসকে সম্পদ বলা হয় না।

অর্থনীতিতে সম্পদ বলতে সেসব বস্তুকে বোঝায় যার উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা আছে। এক্ষেত্রে উপযোগ হলো অভাব পূরণের ক্ষমতা। অপ্রাচুর্য বলতে বোঝায় চাহিদার তুলনায় যোগানের সীমাবদ্ধতা। বাহ্যিকতা হলো বস্তুর দৃশ্যমানতা। আর হস্তান্তরযোগ্যতা হলো একজনের নিকট থেকে বস্তুটি আরেকজনের পাওয়ার সম্ভাব্যতা। বাতাসের উপযোগ আছে। কিন্তু বাতাস প্রকৃতিতে অফুরন্ত। অর্থাৎ অপ্রাচুর্য নেই। আবার এটি দৃশ্যমান নয় এবং এটি হস্তান্তরও করা যায় না। এজন্য অর্থনীতিতে বাতাস সম্পদ নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'X' দেশটিতে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি পবিত্র কোরআন ও হাদিসসমূহ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলিই শরিয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় তাই হলো ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্মের ৫টি মৌল স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসূল (স) এর হাদিসের বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলির মৌলিক নীতিমালা স্থির হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সুদ লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম। তবে এখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত।

উদ্দীপকের 'X' দেশটিতে অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হলো নাগরিকগণ নিজেদের পছন্দ মতো দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে। যাকাত বাধ্যতামূলক। এরূপ বর্ণনার সহজেই বোঝা যায়, 'X' দেশটিতে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। কেননা, ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ থাকলে তার একটি নির্ধারিত অংশ দরিদ্র জনগণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থাকে বলে যাকাত। সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক। ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হয় তাকে ইসলামি পরিভাষায় নিসাব বলে।

ঘ উদ্দীপকে 'X' দেশে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং 'Y' দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দুটি দেশেই একই রকম শ্রমিক শোষণ বিদ্যমান নয়।

মোট উৎপাদিত সম্পদের অর্থমূল্য কীভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয়, তা নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা Economic System-এর ওপর। যে ব্যবস্থা বা কাঠামোর আওতায় উৎপাদনের উপাদান-সমূহের মালিকানা নির্ধারিত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদিত সম্পদের বণ্টন ও ভোগ প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলে। এ ব্যবস্থা জনগণের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং অর্থনীতি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে প্রধানত চার ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর আছে : ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র ও ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

উদ্দীপকের 'X' দেশটিতে ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং 'Y' দেশটিতে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মধ্যে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ বিষয়টি নাই বললেই চলে। কেননা, ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যে কোনো ব্যক্তি একক বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শরিয়তসম্মত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। সে নিজেও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। উৎপাদনের লক্ষ্য হলো 'হালাল' বা ধর্মসম্মত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন নিশ্চিত করা। সামাজিক কল্যাণমুখী শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। এ অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব হয়। ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় শোষণহীন উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসৃত। এখানে উৎপাদনের উপাদানসমূহের পারিতোষিক প্রদানে ন্যায় এবং সাম্যের নীতি অনুসরণ করা হয়। উৎপাদনে অবদানের ভিত্তিতে উপাদানসমূহের পাওনা পরিশোধ করা হয়। ফলে এখানে শ্রমিক শোষণ নাই। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থনীতির ব্যক্তি মালিকানাধীন অংশ ব্যক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ খাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মতোই শ্রমিককে প্রাপ্য মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। উদ্বৃত্ত মজুরি ব্যক্তির মুনাফার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে উৎপাদিত সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয় না। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের আয়ে বৈষম্য দেখা দেয়।

সুতরাং আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয়, মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আংশিকভাবে শ্রমিক শোষিত হলেও ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণ বিষয়টিকে শরীয়ত বিরোধী কাজ হিসেবে দেখা হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** দীর্ঘদিন পর গ্রামে গিয়ে রিনা নিজ গ্রামকে চিনতে পারছিল না। গ্রামের মানুষের জীবন অনেক উন্নত হয়েছে। কৃষিকাজে ট্রাক্টর ও উন্নত বীজ ব্যবহার করার কারণে উৎপাদন বেড়েছে। গ্রামের মানুষ ফেসবুক চালায়। ভিডিও কল করে দূরের লোকজনের সাথে কথা বলছে।

দৃশ্যকল্প-১ : মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া মীনা তার মাকে বলল যে, তার ক্লাসে ৬০% শিক্ষার্থী নারী। এ তথ্য শুনে মা অবাক হলে মীনা বললেন দেশের সব পেশায়ই নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের নারীরাও বিভিন্ন কাজ করে নিজেদেরকে মর্যাদাশীল করছে।

ক. নগরায়ণ কী? ১

খ. সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ : এর গ্রামটির সামাজিক পরিবর্তনে কোন উপাদানটি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ : এর উল্লিখিত তথ্য নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করছে"– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়াই নগরায়ন।

খ সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তনকে বোঝায়।

প্রতিটি সমাজের মৌল কাঠামো গড়ে উঠে সে সমাজের উৎপাদনব্যবস্থা এবং উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে। অর্থাৎ সমাজের মৌল ও উপরি কাঠামোর পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তন। সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস বলেন, 'সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক সংগঠনের মধ্যকার পরিবর্তন।' ম্যাকাইভার বলেন, 'মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।' অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের আচার-আচরণের পরিবর্তন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর গ্রামটিতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তি উপাদানটি কার্যকর।

প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ দীর্ঘদিন পর গ্রামে গিয়ে রিনা নিজ গ্রামকে চিনতে পারছিল না। গ্রামের মানুষের জীবন অনেক উন্নত হয়েছে। কৃষিকাজে ট্রাক্টর ও উন্নত বীজ ব্যবহার করার কারণে উৎপাদন বেড়েছে। গ্রামের মানুষ ফেসবুক চালায়। ভিডিও কল করে দূরের লোকজনের সাথে কথা বলছে। এখানে রিনার প্রত্যক্ষ করা সামাজিক পরিবর্তনে যে উপাদানটি ভূমিকা পালন করেছে সেটি হলো প্রযুক্তি। প্রযুক্তির নানা উপাদানের কল্যাণে তার গ্রামে কৃষির পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও এসেছে নানা রকম পরিবর্তন।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত তথ্যটি হলো নারী শিক্ষা যা নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে। মন্তব্যটি যথার্থ।

শিক্ষা হলো এক ধরনের সংস্কার সাধন ও বিরামহীন প্রক্রিয়া। শিক্ষা যেমন যাবতীয় অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি থেকে মুক্তি দেয়, তেমনি নারী শিক্ষা নারীকে কর্মমুখী করে। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা নারীর ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে নারীকে করেছে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ মেডিকেল কলেজে পড়ুয়া মীনা তার মাকে বলল যে তার ক্লাসে ৬০% শিক্ষার্থী নারী। এ তথ্য শুনে মা অবাক হলে মীনা বললেন দেশের সব পেশায়ই নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের নারীরাও বিভিন্ন কাজ করে নিজেদেরকে মর্যাদাশীল করছে। এরূপ বর্ণনায় নারীর শিক্ষা বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। নারীরা পূর্বের তুলনায় লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারছে। নারীরা এখন শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রভাবে তারা গৃহস্থালি কাজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসছে। আজ তারা বাংলাদেশের শহর এলাকায় পোশাক শিল্প, ঔষধ তৈরির কারখানা, টেলিফোন ও টেলিযোগাযোগ শিল্প, পাট, চা, কাগজ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি শিল্প ও কলকারখানায় চাকরি করছে। তাছাড়া শিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন পেশা, যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা, পুলিশ, বিচারবিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তাছাড়া গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষিত নারীরা সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এসকল অর্থনৈতিক কর্মের ফলে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। পরিবার ও সমাজে তাদের অবদানের জন্য গুরুত্বও বাড়ছে। সমাজে তাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটছে। যা নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, শিক্ষার আলোয় আলোকিত আজ নারী। শিক্ষার আলোয় নারী একদিকে সামাজিক পরিবর্তনে যেমন ভূমিকা পালন করছে অন্যদিকে তা নারীর ক্ষমতায়নের পথকেও সুগম করছে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** ৯ম শ্রেণির ছাত্র রাজন প্রায়ই স্কুলে না গিয়ে বন্ধুদের নিয়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেয়, ধূমপান করে, স্কুলগামী মেয়েদের দেখলে বাজে মন্তব্য করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ১০ বছর বয়সি জামিলকে তার বাবা স্কুল ছাড়িয়ে ঢাকায় নিয়ে যান এবং ঝালাইয়ের কাজে লাগিয়ে দেন।

ক. নারীর প্রতি সহিংসতা কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের রাজনের কার্যক্রম কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর জামিলের সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন কতটুকু কার্যকর? মূল্যায়ন করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণে পুরুষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি যেসব সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা।

খ সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাব।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাবের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি বেড়ে যায়। ফলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হয়। তাছাড়া সমাজে আইনের শাসনের দুর্বলতা, মানুষের সহনশীলতার অভাব এবং বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণেও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

গ উদ্দীপকের রাজনের কার্যক্রম 'কিশোর অপরাধ' নামক সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে।

কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিকভাবে প্রচলিত মূল্যবোধ ও নীতিবিরোধী কাজই কিশোর অপরাধ। সাধারণত ৭ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। যেসব অপরাধ কিশোরদের দ্বারা বেশি সংঘটিত হয় সেগুলো হলো চুরি, খুন, জুয়াখেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথেঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেট মারা, মারপিট করা, গাড়ি ভাংচুর, বোমাবাজি, বিনা টিকেটে ভ্রমণ, পথেঘাটে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, এসিড নিক্ষেপ, ধূমপান, অশোভন ছবি দেখা, মাদক গ্রহণ ইত্যাদি।

উদ্দীপকের ৯ম শ্রেণির ছাত্র রাজন প্রায়ই স্কুলে না গিয়ে বন্ধুদের নিয়ে রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেয়। ধূমপান করে, স্কুলগামী মেয়েদের দেখলে বাজে মন্তব্য করে। তার এরূপ আচরণে কিশোর অপরাধের চিত্র ধরা পড়ে। কারণ এ বয়সের ছেলে মেয়েদের দ্বারা এ ধরনের ছোটখাটো অপরাধ কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ শিশু শ্রমের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। জামিলের সমস্যা তথা কিশোর অপরাধ নিরসনে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন বেশ কার্যকর বলে আমি মনে করি। শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে সংসারের ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো প্রায় সম্ভব। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা-মাতা মনে করেন, যদি সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয়-রোজগার করে তাহলে পরিবারের উপকার হবে। নিয়োগ কর্তারাও শিশুদের কম বেতনে কাজ করাতে পারে বলে শিশুশ্রমিক নিতে আগ্রহী হন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ ১০ বছর বয়সী জামিলকে তার বাবা স্কুল ছাড়িয়ে ঢাকায় নিয়ে যান এবং ঝালাইয়ের কাজে লাগিয়ে দেন। এরূপ চিত্রে শিশুশ্রমের চিত্র প্রকাশ পায়। কারণ, বাংলাদেশের শ্রম আইন-২০০৬ এ ১৪ বছর বয়সিদের শিশু হিসেবে ধরা হয়। এছাড়া আইনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৪ বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না এবং শিশুর পিতামাতা এবং অভিভাবক শিশুকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য কারও সাথে কোনো ধরনের চুক্তি করতে পারবে না। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করতে গেলে রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছে থেকে মালিকের খরচে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি-২০১০ এ শিশুশ্রম বিলোপ সাধনে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসমর্থন করেছে। শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন নীতি প্রণয়নসহ নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ফলে দেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিশুশ্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের আইন ও নীতিগুলো অনেকটা কার্যকর রয়েছে বলে আমি মনে করি।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হলো–**
K মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা L আয়ের সুসম বণ্টন করা
M জনগণের সার্বিক কল্যাণ N অবকাঠামোগত উন্নয়ন

২. **বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে চিরহরিৎ অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে?**
K দিনাজপুর L পার্বত্য চট্টগ্রাম
M রাজশাহী N টাঙ্গাইল

৩. **৮ দফা চুক্তিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে কোন ভাষাকে চিহ্নিত করা হয়?**
K ইংরেজি L বাংলা M উর্দু N ফারসি

৪. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানবজীবনে বয়ে আনে–**
i. ব্যাপক বেকারত্ব ii. অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট iii. বিশ্ব রাজনীতিতে পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. **বর্ষাকালে বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত বেশি বৃষ্টিপাত হয়?**
K রাজশাহী L চট্টগ্রাম M পটুয়াখালি N রাঙ্গামাটি

৬. **"The Modern state" গ্রন্থটি কার লেখা?**
K অধ্যাপক গেটেল L অধ্যাপক গার্নার
M অ্যারিস্টটল N আর. এম. ম্যাকাইভার

৭. **'স্মৃতির মিনার' কী?**
K উপন্যাস L নাটক M কবিতা N গল্প

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাতক্ষীরার ছেলে মামুন নারায়ণগঞ্জের মেয়ে মিলাকে বিয়ে করে জামালপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। একমাত্র মেয়ে 'তনিমা'কে নিয়ে তাদের সুখের সংসার।

৮. **বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে মামুন-লিমার পরিবারটি কোন শ্রেণির?**
K পিতৃবাস L মাতৃবাস M নয়াবাস N এক পত্নীক

৯. **মামুন-লিমার পরিবার মূলত–**
i. আদর্শ পরিবার ii. মৌল সংগঠন iii. গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১০. **বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা কতভাগ বর্ষাকালে হয়?**
K ৯০ L ৮০ M ৭০ N ৬০

১১. **'অ্যাটর্নি জেনারেল' নিয়োগ দেন কে?**
K রাষ্ট্রপতি L প্রধানমন্ত্রী
M আইনমন্ত্রী N প্রধান বিচারপতি

১২. **'A' রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় যদি ১৭৮০ ইউএস ডলার হয় তাহলে আয়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্রটি কোন শ্রেণির অন্তর্গত?**
K নিম্ন আয় L নিম্ন মধ্য আয়
M উচ্চ মধ্য আয় N উচ্চ আয়

১৩. **বাংলাদেশ কতসালে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে?**
K ১৯৭৪ L ১৯৮০ M ১৯৮৪ N ১৯৮৬

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ময়মনসিংহের ভালুকাবাসীর অনেকেই কৃষিকাজ বাদ দিয়ে স্থানীয় পোশাক তৈরির কারখানায় চাকরি করছেন। চাকরিরত ব্যক্তিগণ তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। অন্য অঞ্চল থেকে এসে অনেক লোক এ অঞ্চলে চাকরি করেন।

১৪. **'ভালুকা' অঞ্চলে সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানটি অধিক কার্যকর হয়েছে?**
K যোগাযোগ L শিক্ষা M প্রযুক্তি N শিল্পায়ন

১৫. **ভালুকাবাসীর জীবনে সামাজিক পরিবর্তন এনেছে–**
i. বাসস্থানের স্বল্পতা ii. একক পরিবার গঠন
iii. নারী, শিশু ও প্রবীণদের নিরাপত্তাহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৬. **টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্র হলো–**
K সমাজ, অর্থনীতি ও পরিবেশ L পরিবেশ, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ
M শিক্ষা, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি N অর্থনীতি, শিক্ষা ও জলবায়ু

১৭. **৭০° পূর্ব দ্রাঘিমার প্রতিপাদ স্থান কোনটি?**
K ৭০° পশ্চিম L ৭০° দক্ষিণ
M ১১০° পশ্চিম N ১৮০° উত্তর

১৮. **'M' ও 'N' স্থানের দ্রাঘিমা যথাক্রমে ৪০° পূর্ব ও ৫০° পশ্চিম। 'M' স্থানের স্থানীয় সময় সকাল ১১টা হলে 'N' স্থানের স্থানীয় সময় কত?**
K ভোর ৫টা L সকাল ৮টা
M বিকাল ৫টা N রাত ৮টা

১৯. **দেশে উৎপাদিত চা, চিনি ও তামাকের উপর ধার্যকৃত শুল্ক কী নামে পরিচিত?**
K সম্পূরক শুল্ক L মাদক শুল্ক
M বাণিজ্য শুল্ক N আবগারি শুল্ক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হোসেন সম্প্রতি জ্বর অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরত আসে। শুকনা কাশি ও পাতলা পায়খানা তাকে অবসাদ এনে দেয়। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে তার শরীরে বিশেষ ভাইরাস-আক্রান্ত হওয়ার তথ্য জানতে পারে।

২০. **হোসেন কোন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত?**
K HIV L AIDS M STD N Ebola

২১. **হোসেনকে স্বাভাবিক জীবনে সক্রিয় রাখতে তার পরিবারের উচিত–**
i. চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা ii. পরিবার থেকে পৃথক করে রাখা
iii. শারীরিক ও মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২২. **'সুরমা' ও 'কুশিয়ারা' নদীর মিলিত ধারা আজমিরিগঞ্জের কাছে এসে কী নামে প্রবাহিত হয়েছে?**
K বুড়িগঙ্গা L কালনী M মেঘনা N ব্রহ্মপুত্র

২৩. **'কর্মদক্ষতা' মালিকানার ভিত্তিতে কোন শ্রেণির সম্পদ?**
K ব্যক্তিগত L সমষ্টিগত
M জাতীয় N আন্তর্জাতিক

২৪. **মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**
K এম. মনসুর আলী L সৈয়দ নজরুল ইসলাম
M তাজউদ্দীন আহমদ N এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

২৫. **'কবর' নাটকটির রচয়িতা কে?**
K জহির রায়হান L ড. মুনীর চৌধুরী
M আলাউদ্দীন আল আজাদ N মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী

২৬. **সৌরজগতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সূর্য–**
i. গ্যাসীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত
ii. আণবিক শক্তি সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় শক্তি তৈরি করে
iii. সূর্যে কঠিন বা তরল পদার্থ আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. **কোন ব্যাংক ক্লিয়ারিং হাউজ হিসেবে কাজ করে?**
K সোনালী ব্যাংক L জনতা ব্যাংক
M গ্রামীণ ব্যাংক N বাংলাদেশ ব্যাংক

২৮. **কোন ঘটনাটি অপেক্ষাকৃত আগে ঘটে?**
K শহীদ মিনার নির্মাণ L ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা
M ছাত্রসমাজের ১৫ দফা কর্মসূচি
N আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি

২৯. **মি. কবীর তার ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে নারী পাচারের সচিত্র প্রতিবেদন প্রদর্শন করেন। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে প্রদর্শিত চিত্র দেখে মর্মাহত হয়। মি. কবীরের উপস্থাপনকৃত বিষয়টি কোন সামাজিক সমস্যা নির্দেশ করে?**
K সামাজিক নৈরাজ্য L সামাজিক অসমতা
M নারীর প্রতি সহিংসতা N মূল্যবোধের অবক্ষয়

৩০. **আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন মূলত–**
K শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সরকার ব্যবস্থা
L জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনি সংস্থা
M আস্থাশীল ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের শাসন
N রাজনৈতিক দলের শাসন

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল) বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **দৃশ্যকল্প-১ :** বিবিসি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, আলজেরিয়া ফ্রান্সের শাসনাধীন ছিল। **১৯৬১** সালে যখন আলজেরীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ তুঙ্গে তখন প্রতিবাদীদের উপর ফরাসি পুলিশ ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল।

দৃশ্যকল্প-২ : যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী জনাব হাসান ছেলেকে বলেন, জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক হিসেবে পরিচিত। আবার তিনি দেশটির স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

ক. কোন নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনাটির সাথে আলজেরীয়দের প্রতি ফরাসিদের আচরণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ জর্জ ওয়াশিংটন যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটি যেন আমাদের দেশের এক মহান নেতার প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। 'ক' ও 'খ' দুটি প্রতিবেশি দেশ। 'ক' দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'খ' দেশটি অনেক সাহায্য করেছিল। 'গ' অন্য একটি দেশ যা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় ক্ষমতা ব্যবহার করে 'ক' দেশের পক্ষে অনেক অবদান রাখে।

ক. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কী বলেছেন? ১
খ. ১৯৮৭ সালে নূর হোসেন কে হত্যা করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের 'গ' দেশটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দেশকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে 'ক' দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'খ' দেশের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** আয়ান নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। সে বিদ্যালয়ের স্কাউটদলের সদস্য হিসেবে স্কাউট জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করে। এটি ঢাকার উত্তরের একটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। আয়ান লক্ষ্য করে সেখানকার মাটি লালচে ও ধূসর বর্ণের।

ঘটনা-২ : সম্প্রতি মরক্কোর মারাকেশ শহরে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এ দুর্যোগটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূ-অভ্যন্তরে। এর ফলে অনেক ভবন ধ্বংস হয় ও বহু মানুষ মারা যায়।

ক. জলবায়ু কী? ১
খ. আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব কেন? ২
গ. আয়ানের স্কাউট জাম্বুরির স্থানটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ঘটনা-২ এ উল্লিখিত দুর্যোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও, এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **ঘটনা-১ :** রফিক 'ক' নদীর তীরে বসবাস করে। বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নদীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীটি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ভূমিকা রাখে।

ঘটনা-২ : মিঃ আমজাদ সোনাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যিনি মানুষের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের চেষ্টা করেন। তিনি মানুষকে পানির অপচয় না করার জন্য বোঝান।

ক. IWTA এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. বনভূমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে কেন? ২
গ. 'ক' নদী দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় মিঃ আমজাদের কার্যক্রম তার এলাকার মানুষের জন্য উপকারী ছিল- বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৫। ঘটনা-১ : জনাব 'ক' একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি একটি জেলায় কর্মরত। বিভাগীয় কর্মকর্তার পরেই তার অবস্থান। তিনি সরকারের রাজস্ব আদায় এবং দুর্যোগের সময় মানুষের কষ্ট লাঘবে কাজ করেন।

ঘটনা-২ : জনাব 'খ' একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিধান তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

ক. শাসন বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর কাজ সরকারের কোন ব্যক্তির কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব 'খ' এর কাজ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। ঘটনা-১ : কামাল বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কাজ করে। এই সংস্থাটি দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে।

ঘটনা-২ : নারীদের অবিচার থেকে রক্ষায় নুরপুর গ্রামের কিছু লোক একটি কমিটি করে। এই কমিটি একটি নীতিমালা তৈরি করে। এটি নারীদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা ও অসমতা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানও করে।

ক. UNHCR এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. বাংলাদেশ কীভাবে জাতিসংঘে অবদান রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কামাল কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ কমিটির কার্যকলাপে তোমার পাঠ্যবইয়ের প্রতিফলিত বিষয়টি নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করতে পারে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

৭।

চার্ট-১	চার্ট-২
(১) সকল সমস্যার সমাধান হবে	(১) পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে
(২) পরিবেশের উপাদানসমূহ নিরাপদ থাকবে	(২) সমতা নিশ্চিত করতে হবে
(৩) শান্তি স্থাপিত হবে	(৩) সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে

ক. এসডিজির প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১

খ. এসডিজি অর্জনে অংশীদায়িত্বের প্রয়োজন কেন? ২

গ. চার্ট-'১' দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর যে, বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত চার্ট-'২' এর কার্যক্রম এসডিজি অর্জনে যথেষ্ট? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। 'X' দেশের এক বছরের অর্থনীতিবিষয়ক তথ্য :

ধাপ-১	দেশটির অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৩১,০০০ কোটি টাকা। দেশটিতে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৫,০০০ কোটি টাকা। দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকদের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য ৭,৫০০ কোটি টাকা।

ধাপ-২	দেশটির মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি মোট জাতীয় আয় ৪৮৫০০ কোটি ডলার

ক. উন্নত দেশ কাকে বলে? ১

খ. আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হব কেন? ২

গ. ধাপ-১ এর তথ্যের আলোকে দেশটির জিডিপি ও জিএনপি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ধাপ-২ এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মাথাপিছু আয় নির্ণয় কর। মাথাপিছু আয় জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। ঘটনা-১ : কৃষক আতাউর সম্প্রতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার নিয়ে একটি ধান কাটা ও মাড়াইযন্ত্র ক্রয় করেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা আতাউরকে বলেন, "আমরা হাঁস-মুরগি পালনসহ অনেক ক্ষেত্রেই টাকা ধার দেই।"

ঘটনা-২ : জিসান বাবার সাথে বিভাগীয় শহরে থাকে। তার বাবা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। বাবা জিসানকে বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিদেশ থেকে যে অর্থ ধার নেয় তার হিসাব রাখে, সরকারকে পরামর্শ দেয় এবং সরকারের অর্থ জমা রাখে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. আমাদের কেন নিয়মিত কর দেওয়া উচিত? ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা রক্ষা করাই ঘটনা-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে মূল কাজ- তুমি কী একমত? যুক্তি দাও। ৪

১০। সমাজে দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ :

তথ্য ছক-১	⇒ ফেসবুক, ইন্সটাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ⇒ শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল ডিভাইস এর ব্যবহার ⇒ উন্নত কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি
তথ্য ছক-২	⇒ বিভিন্ন সাধারণ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুযোগ বৃদ্ধি ⇒ পুলিশ, প্রশাসনসহ সকল পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ⇒ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ ধার নিয়ে হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষে মেয়েদের সাফল্য

ক. শিল্পায়ন কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ কীভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য ছক-১ এ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নারীর ভূমিকার পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে"– তথ্য ছক-২ এর আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। ঘটনা-১ : রুপা একজন ছাত্রী। সে বাসে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। বাসে কোনো যাত্রী না থাকায় ড্রাইভার ও সহকারী তার সাথে অশ্লীল ও অভদ্র আচরণ করছিল। সে তাৎক্ষণিক পুলিশকে খবর দেয়। ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করে।

ঘটনা-২ : মিঃ 'ক' একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যিনি উপহারের নামে টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করেন। তিনি ঘনিষ্ঠ জুনিয়র কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা দেন এবং অন্যদের বেলায় কঠোর থাকেন।

ক. জঙ্গিবাদ কাকে বলে? ১

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক নৈরাজ্যের প্রধান কারণ কেন? ২

গ. রুপার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা নারীর প্রতি সহিংসতার কোনটির সংগে মিল আছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিঃ 'ক' এর কার্যক্রম বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাধা– তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	L	৩	L	৪	N	৫	N	৬	N	৭	M	৮	M	৯	N	১০	L	১১	K	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	N
	১৬	K	১৭	M	১৮	K	১৯	N	২০	K	২১	L	২২	L	২৩	K	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	N	২৮	K	২৯	M	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ **দৃশ্যকল্প-১ :** বিবিসি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, আলজেরিয়া ফ্রান্সের শাসনাধীন ছিল। ১৯৬১ সালে যখন আলজেরীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ তুঙ্গে তখন প্রতিবাদীদের উপর ফরাসি পুলিশ ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল।

দৃশ্যকল্প-২ : যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী জনাব হাসান ছেলেকে বলেন, জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক হিসেবে পরিচিত। আবার তিনি দেশটির স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

ক. কোন নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনাটির সাথে আলজেরীয়দের প্রতি ফরাসিদের আচরণের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ জর্জ ওয়াশিংটন যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটি যেন আমাদের দেশের এক মহান নেতার প্রতিচ্ছবি।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়।'– নীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারিত হয়।

খ ছাত্রছাত্রীরা ছিল অসীম সাহসিকতায় ভরপুর খাঁটি দেশপ্রেমিক। এজন্য মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।

গ আমার পাঠ্যবইয়ের ২৫শে মার্চের গণহত্যার ঘটনার সাথে আলজেরীয়দের প্রতি ফরাসীদের আচরণের মিল পাওয়া যায়।

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব বাংলার সকল অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনা করতে। এ সময় ভুট্টোও ঢাকায় আসেন। অপরদিকে গোপন আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ১৭ই মার্চ টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ২৫শে মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যা, 'অপারেশন সার্চলাইন' শুরু হয়। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো ২৫শে মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হত্যা করে বহু মানুষকে। পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আক্রমণ চালায় ও নৃশংসভাবে গণহত্যা ঘটায়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫শে মার্চের রাত 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বর্ণিত, বিবিসি প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, আলজেরিয়া ফ্রান্সের শাসনাধীন ছিল। ১৯৬১ সালে যখন আলজেরীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঢেউ তুঙ্গে তখন প্রতিবাদীদের উপর ফরাসি পুলিশ ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল। আলজেরীয়দের সাথে ফ্রান্সের এমন আচরণ বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানীদের চালানো ২৫শে মার্চের গণহত্যার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই গণহত্যাও হয়েছিল বাঙালিদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে নসাৎ করে দেওয়ার উদ্দেশ্য।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ জর্জ ওয়াশিংটন যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেটি যেন আমাদের দেশের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিচ্ছবি।– মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধুর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সারাজীবনের আন্দোলন, সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতির মুক্তি। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত প্রত্যেকটি আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তাঁর সুদৃঢ় নেতৃত্ব ও সঠিক দিকনির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি।

উদ্দীপকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে জর্জ ওয়াশিংটনের অবদান উল্লিখিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তার সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে এ দেশের মানুষের মুক্তির স্বপ্নে দিনাতিপাত করেছেন। ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের একজন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। সংসদে, রাজপথে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে তার অবস্থান ছিল সর্বদা সোচ্চার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা কর্মসূচি পেশ, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নজিরবিহীন বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও তা অর্জনে অবিসংবাদিত ভূমিকা পালন করেন। এজন্যই তাকে স্বাধীনতার স্থপতি এবং জাতির পিতা বলা হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ২৫শে মার্চ পাক বাহিনী গণহত্যা

শুরু করলে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনিই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তার নামেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুর অনন্য ভূমিকার ফলশ্রুতিতেই সুদীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান লাভ করে।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ ও আপসহীন নেতৃত্বের কারণেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

প্রশ্ন ▸ ০২ 'ক' ও 'খ' দুটি প্রতিবেশি দেশ। 'ক' দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'খ' দেশটি অনেক সাহায্য করেছিল। 'গ' অন্য একটি দেশ যা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় ক্ষমতা ব্যবহার করে 'ক' দেশের পক্ষে অনেক অবদান রাখে।

ক. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে কী বলেছেন? ১

খ. ১৯৮৭ সালে নূর হোসেন কে হত্যা করা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের 'গ' দেশটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন দেশকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে 'ক' দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'খ' দেশের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সংবিধান সম্পর্কে বলেছেন, এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত। এ সংবিধান সমগ্র জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'

খ গণতন্ত্র পুনোদ্ধারের আন্দোলনকে স্তিমিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালে নূর হোসেনকে হত্যা করা হয়।

নূর হোসেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দেওয়া এক বীর সন্তান, ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকার রাজপথে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।। তার বুকে ও পিঠে লেখা ছিল, 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক" যা সেদিনের আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তার এই আত্মত্যাগ দেশের মানুষকে আরও সংগঠিত করে এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। এর ফলে, ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর জেনারেল এরশাদের পতন ঘটে এবং গণতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়।

গ উদ্দীপকের 'গ' দেশটি আমার পাঠ্যবইয়ের তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে নির্দেশ করে।

পাকিস্তানি বাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণসহ যাবতীয় মানবতাবিরোধী অপরাধ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের 'গ' দেশটি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার ক্ষমতা ব্যবহার করে 'ক' দেশের পক্ষে অনেক অবদান রাখে। এরূপ মন্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বন্ধের প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রদান করে বাতিল করে দেয়। কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়। গ্রেট ব্রিটেনসহ অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচারমাধ্যমগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর নারকীয় তান্ডব বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে।

ঘ 'খ' দেশটি হলো ভারত। দেশের তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অবদান অবিস্মরণীয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানিয়েছিল ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রির বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী ৯ মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। এর ফলে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'ক' ও 'খ' দুটি প্রতিবেশি রাষ্ট্র। অর্থাৎ 'খ' দেশ বলতে এখানে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে ভারত বাংলাদেশকে নানাভাবে সহায়তা করে আসছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। ভারত ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে 'যৌথ কমান্ড' গড়ে তোলে। যৌথ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা নিঃশর্তে যৌথ কমান্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায়।

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ভারতের প্রত্যক্ষ ভূমিকার বিষয়টিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ **ঘটনা-১ :** আয়ান নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। সে বিদ্যালয়ের স্কাউটদলের সদস্য হিসেবে স্কাউট জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করে। এটি ঢাকার উত্তরের একটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। আয়ান লক্ষ্য করে সেখানকার মাটি লালচে ও ধূসর বর্ণের।

ঘটনা-২ : সম্প্রতি মরক্কোর মারাকেশ শহরে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এ দুর্যোগটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূ-অভ্যন্তরে। এর ফলে অনেক ভবন ধ্বংস হয় ও বহু মানুষ মারা যায়।

ক. জলবায়ু কী? ১

খ. আমরা পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হব কেন? ২

গ. আয়ানের স্কাউট জাম্বুরির স্থানটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলের শ্রেণিভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ঘটনা-২ এ উল্লিখিত দুর্যোগটি প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও, এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি বৃহৎ অঞ্চলব্যাপী আবহাওয়ার উপাদানগুলোর দৈনন্দিন অবস্থার দীর্ঘদিনের গড় অবস্থা হলো জলবায়ু।

খ পরিবেশ সংরক্ষণ আমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ এটি আমাদের বাসস্থান এবং জীবনের মান রক্ষা করে।

পরিবেশ দূষণের ফলে বায়ু ও জল দূষিত হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক। বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের কৃষি, জলবায়ু এবং বাসস্থানের উপর প্রভাব ফেলে, যা খাদ্য নিরাপত্তা এবং মানব সম্প্রদায়ের টেকসই হুমকিতে ফেলে। বন উজাড় ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংস প্রাণীদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয় এবং প্রাকৃতিক

ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। তাই, পরিবেশ সংরক্ষণ মানে আমাদের ভবিষ্যত সংরক্ষণ করা, যা আমাদের সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর পৃথিবী রেখে যাওয়ার সমান। এই কারণে, প্রত্যেকের উচিত পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হওয়া এবং এর জন্য কাজ করা।

গ আয়ানের স্কাউট জাম্বুরীর স্থানটি বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমির অঞ্চলের শ্রেণিভুক্ত।

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এ সময়ের আন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

ভূগোলবিদদের মতে, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি দেখতে ধূসর ও লাল বর্ণের। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানভূমি গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।

উদ্দীপকের আয়ান নবম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী। সে বিদ্যালয়ের স্কাউটদলের সদস্য হিসেবে স্কাউট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। এটি ঢাকার উত্তরের একটি জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। আয়ান লক্ষ্য করে সেখানকার মাটি লালচে ও ধূসর বর্ণের। এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের স্থানসমূহের অন্তর্গত ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। কারণ এ অঞ্চলের মাটির রং হলো লালচে ও ধূসর।

ঘ ঘটনা-২ বর্ণিত দুর্যোগটি হলো ভূমিকম্প। ভূমিকম্প প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব।– মন্তব্যটি যথার্থ।

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক আলোড়নের ফলে ভূমিকম্প হয়। কোনোরকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই এ দুর্যোগ সংঘটিত হয় বলে তা পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। তাই ভূমিকম্প চলাকালীন কিছু বিষয় মানতে হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, সম্প্রতি মরোক্কর মারাকেশ শহরে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়। এ দুর্যোগটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূ-অভ্যন্তর। এর ফলে অনেক ভবন ধ্বংস হয় এবং বহু মানুষ মারা যায়। এরূপ বর্ণনায় ভূমিকম্পের চিত্র প্রকাশ পায়। এ দুযোর্গটির ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য পূর্ব প্রস্তুতি আবশ্যক। ভূমিকম্পের জন্য যে সকল প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তা হলো– যারা নতুন বাড়ি তৈরি করবেন তাদেরকে স্ট্রাকচার ও ডিজাইন করার সময় 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড' অনুসরণ করতে হবে। দক্ষ প্রকৌশলীর তদারকির মাধ্যমে ভালো নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করে বাড়ি তৈরি করতে হবে। ইটের দেয়াল তৈরি করলে চার তলার উপরে ভবন না করা; ভবন দোতলার বেশি হলে প্রতিটি কোনায় ইটের মাঝখানে খাড়া ইস্পাতের রড ঢোকাতে হবে। প্রত্যেক জানালা ও দরজার পাশ দিয়ে খাড়া রড ঢোকাতে হবে। দরজা ও জানালা ঘরের কোনায় না হওয়াই ভালো। এ সতর্কতা অবলম্বন করলে ইটের দেয়ালের ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যাবে। ভূমিকম্পের সময় দেয়ালে ফাটল ধরলেও ধসে পড়ার আশঙ্কা হ্রাস পাবে। অথচ এর জন্য খরচ মাত্র এক থেকে দুইভাগ বাড়বে। গ্রামাঞ্চলের টিনের ঘরগুলোর ভূমিকম্পের ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে মাটির দেয়ালের বাড়িঘরের ভূমিকম্প প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম। এজন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে কোনাকুনিভাবে বাঁশ বা কাঠের বেসিং ব্যবহার করা যায়। যদি কোনো ভবনের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তবে ভবনটিকে নির্মাণের পর শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য কংক্রিট বিল্ডিং-এর জন্য অতিরিক্ত রড ব্যবহার করে কংক্রিট ঢালাই দিয়ে দুর্বল স্থানগুলোর আয়তন ও আকার বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অনেক সময় ফেরো সিমেন্ট দিয়ে ইটের দেয়ালে প্রলেপ দিলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ভবনের নিচতলা সম্পূর্ণ খোলা রাখা উচিত নয়। সেমিপাকা ঘরগুলোর চারপাশে টানা দিয়ে বেঁধে রাখলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **ঘটনা-১ :** রফিক 'ক' নদীর তীরে বসবাস করে। বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নদীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীটি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ভূমিকা রাখে।

ঘটনা-২ : মিঃ আমজাদ সোনাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যিনি মানুষের জন্য নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের চেষ্টা করেন। তিনি মানুষকে পানির অপচয় না করার জন্য বোঝান।

ক. IWTA এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. বনভূমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে কেন? ২

গ. 'ক' নদী দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নদীকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় মিঃ আমজাদের কার্যক্রম তার এলাকার মানুষের জন্য উপকারী ছিল- বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক IWTA এর পূর্ণরূপ হলো– Inland Water Transport Authority.

খ বাংলাদেশের বনভূমি হ্রাসের প্রধান কারণগুলো হলো অবাধ বন উজাড়, অবৈধ দখল, শিল্পায়ন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

বিশেষ করে, চট্টগ্রাম অঞ্চলে বনভূমি উজাড়ের হার সবচেয়ে বেশি। সরকারি সংস্থাগুলোর নামে বনভূমি বরাদ্দ দেওয়া, বন সংরক্ষণের বিষয়ে অবহেলা, এবং পার্বত্য চুক্তির পর সরকারি একক সংস্থা বন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে না থাকা এই সমস্যার জন্য দায়ী। এছাড়া, উন্নয়নকাজের নামে বনের জমি ব্যবহার, বৃক্ষরোপণের অভাব এবং পরিবেশ দূষণ বনভূমি হ্রাসের অন্যান্য কারণ। এই প্রক্রিয়ায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল হারিয়ে যাচ্ছে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং বৃষ্টিপাতের পরিবর্তন এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলছে। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর উচিত বনভূমি রক্ষা এবং বৃক্ষরোপণে আরও বেশি জোর দেওয়া, যাতে পরিবেশের এই অমূল্য সম্পদ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

গ 'ক' নদী দ্বারা আমার পাঠ্যবইয়ের কর্ণফুলী নদীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী হলো কর্ণফুলী। এ নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, যা এদেশের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

উদ্দীপকের রফিক 'ক' নদীর তীরে বসবাস করে। বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নদীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নদীটি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ভূমিকা রাখে। এরূপ বর্ণনায় কর্ণফুলী নদীর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। এ নদীটি চট্টগ্রাম শহরের খুব কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৩২০ কি.মি.। কর্ণফুলী নদীর প্রধান উপনদী হচ্ছে কাপ্তাই, হালদা, কাসালং ও রাঙখিয়াং। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম কর্ণফুলীর তীরে অবস্থিত। পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য এ নদীর গুরুত্ব অধিক।

ঘ পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় মি. আমজাদের কার্যক্রম তার এলাকার মানুষের জন্য উপকারী ছিল। বক্তব্যটি যথার্থ।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার খাদ্য, পানি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বিধান করা কঠিন। দিন দিন ভূমি, পানি ব্যবস্থাপনা বিশেষত খাদ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি দূষণ ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণে খাদ্যোৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে খাদ্য সংকট দেখা দিচ্ছে। তাই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পানি সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর মি. আমজাদ সোনাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যানে যিনি মানুষের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পানি সরবরাহের চেষ্টা করেন। তিনি মানুষকে পানির অপচয় না করার জন্য বোঝান। এরূপ বিষয়গুলো এলাকার পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখবে। কেননা, মানুষসহ জীব জগতের অস্তিত্বের জন্যে পানির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি সাধারণত তিন অবস্থায় বিরাজমান থাকে। যেমন– কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় আকারে। বর্ষাকালে পানির প্রাচুর্যতা থাকলেও শীত ও শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নদ-নদী, খাল, পুকুর, হাওড় ও বিলে পরিকল্পিতভাবে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা করা যায়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি রিজার্ভার খনন করা গেলে শুষ্ক মৌসুমে খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে। যেসব নদী শুকিয়ে গেছে সেগুলো খনন করতে হবে। ফলে পানি সংরক্ষণ হবে। পাশাপাশি অপ্রয়োজনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাতে পানির গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

পানি সম্পদের সদ্ব্যবহার না করা গেলে পরিবেশ বিপর্যয় এমনকি জীব জগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। এজন্য পানির অপব্যবহার রোধ, রাসায়নিকীকরণ বন্ধ করার নীতি ও কৌশল বাস্তবায়ন করতে হবে। তাই বলা যায়, "উক্ত সম্পদ অর্থাৎ পানি সম্পদ রক্ষায় পানির সদ্ব্যবহারই যথেষ্ট।"

প্রশ্ন ▶ ০৫ ঘটনা-১ : জনাব 'ক' একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি একটি জেলায় কর্মরত। বিভাগীয় কর্মকর্তার পরেই তার অবস্থান। তিনি সরকারের রাজস্ব আদায় এবং দুর্যোগের সময় মানুষের কষ্ট লাঘবে কাজ করেন।

ঘটনা-২ : জনাব 'খ' একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিধান তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন।

ক. শাসন বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর কাজ সরকারের কোন ব্যক্তির কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব 'খ' এর কাজ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত ও সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে শাসন বিভাগ বলে।

খ দেশের সর্বত্র সুসম উন্নয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অপরিসীম।

আধুনিক রাষ্ট্র জনসংখ্যা ও আয়তনে বিশাল হওয়ায় রাজধানীতে বসে কেন্দ্রীয় সরকারের একারপক্ষে দেশের সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা, স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সঠিক সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সুসম উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দ্বারা তা সহজসাধ্য হয়। আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে শাসন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করা যায়। এতে প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও নিশ্চিত হয়। এজন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ জনাব 'ক' এর কাজ সরকারের জেলা প্রশাসকের কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর। জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন ব্যবস্থা আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক হলেন জেলার মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য ও প্রশাসনের দক্ষ ও প্রবীণ কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনারের পরই তার পদমর্যাদা বা স্থান। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের যোগসূত্র থাকে। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কাছে দায়ী থাকেন। জেলা প্রশাসক প্রধান কালেক্টর হিসেবে জেলার ভূমি রাজস্ব ও অন্যান্য কর ধার্য ও আদায় করা, জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সরকারি সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, বিচারক হিসেবে ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করাসহ আরও অনেক কার্য সম্পাদন করেন।

উদ্দীপকের জনাব 'ক' একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি একটি জেলায় কর্মরত। বিভাগীয় কর্মকর্তার পরেই তার অবস্থান। তিনি সরকারের রাজস্ব আদায় এবং দুর্যোগের সময় মানুষের কষ্ট লাঘবে কাজ করেন। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে জেলা প্রশাসকের কাজ প্রকাশ পায়। কেননা জেলা প্রশাসকের স্থান বিভাগীয় কমিশনারের পরেই। তিনি জেলার সমস্ত কাজের নিয়ন্ত্রক।

ঘ জনাব 'খ' এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাজের প্রতিফলন ঘটে। আমি মনে করি উদ্দীপকে উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাজ সীমাবদ্ধ নয়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা সবার শীর্ষে। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি তার পরামর্শ অনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি সরকারের সমস্তকাজের নিয়ন্ত্রক এবং মন্ত্রীসভার প্রধান।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর জনাব 'খ' একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রধান। তাকে কেন্দ্র করেই রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন বিধান তৈরি হয়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তিনি নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। এরূপ বর্ণনায় জনাব 'খ' হলেন সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি। প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ও মধ্যমণি। তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তিনিই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রেই এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ। তিনি পুরো শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব প্রদান করেন। বিচার, অর্থ, পররাষ্ট্র এবং শাসন বিষয়ক সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও মতামত অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক কার্যাবলি সম্পন্ন হয়। তিনি সংসদের নেতৃত্ব দেন। তাঁর পরামর্শ ও নির্দেশে অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন ও সংসদে তা উপস্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় সব কাজের সমন্বয় করেন। তিনি জাতির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে।

অতএব উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, প্রধানমন্ত্রী দেশের শাসন পরিচালনা, আইন প্রণয়ন, অর্থব্যবস্থাসহ সবক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন। এ কারণে বলা যায়, উদ্দীপকের একটি নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাজ সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৬ ঘটনা-১ : কামাল বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কাজ করে। এই সংস্থাটি দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে।
ঘটনা-২ : নারীদের অবিচার থেকে রক্ষায় নুরপুর গ্রামের কিছু লোক একটি কমিটি করে। এই কমিটি একটি নীতিমালা তৈরি করে। এটি নারীদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা ও অসমতা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানও করে।

ক. UNHCR এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. বাংলাদেশ কীভাবে জাতিসংঘে অবদান রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কামাল কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ কমিটির কার্যকলাপে তোমার পাঠ্যবইয়ের প্রতিফলিত বিষয়টি নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করতে পারে কী? তোমার উত্তরের পক্ষে মতামত দাও। ৪

<u>৬নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক UNHCR এর পূর্ণরূপ United Nations High Commissioner for Refugees.

খ জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়।
বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত দু'বার জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য মনোনীত হয়েছে, যা এই সংস্থায় বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকার পরিচায়ক। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কাজ করছে। বিশেষ করে সিয়েরালিওন ও আইভরিকোস্টে সহিংসতা নিরসনে অবদান রেখে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করেছে। এভাবে জাতিসংঘের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ অসামান্য অবদান রেখে চলেছে।

গ কামাল জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি এর অধীনে কাজ করে।
বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক তথা অর্থাৎ- সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ইউএনডিপি সহাস্রাব্দ (মিলেনিয়াম) উন্নয়নের ৮টি লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে কাজ করছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য হার হ্রাসকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) অর্জনে বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে অবদানের জন্য জাতিসংঘের এওয়ার্ড লাভ করেন। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।
উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর কামাল বাংলাদেশে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অধীনে কাজ করে। এই সংস্থাটি দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষার উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে। এরূপ বর্ণনায় জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গসংস্থা UNDP এর কার্যক্রম প্রকাশ পায়। অর্থাৎ জনাব কামাল জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা UNDP তে কাজ করে।

ঘ ঘটনা-২ এর কমিটির কার্যকলাপে আমার পাঠ্যবইয়ের সিডও সনদটির প্রতিফলন ঘটেছে। যেটি নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারবে।
নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি 'সিডও সনদ' নামে পরিচিত। সিডও সনদটি ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে এ সনদটি সমর্থন করেছে।
উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ নারীদের অবিচার থেকে রক্ষায় নুরপুর গ্রামের কিছু লোক একটি কমিটি করে। এই কমিটি একটি নীতিমালা তৈরি করে। এটি নারীদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা ও অসমতা নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানও করে। এরূপ কার্যকলাপ জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা নারীর প্রতি সকল বৈষম্য নিরসনে সহায়ক। সিডও সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এটি নারী অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল, যা বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গ্রহণকৃত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে। নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এ অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এ সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এ সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমেই তা করা হয়ে থাকে। এ সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫শে নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে 'বিশ্ব নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।
সুতরাং আমরা দেখতে পাই, নারীর উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কাজ করেছে এবং নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৭

চার্ট-১	চার্ট-২
(১) সকল সমস্যার সমাধান হবে	(১) পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে
(২) পরিবেশের উপাদানসমূহ নিরাপদ থাকবে	(২) সমতা নিশ্চিত করতে হবে
(৩) শান্তি স্থাপিত হবে	(৩) সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে

ক. এসডিজির প্রধান উদ্দেশ্য কী? ১
খ. এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের প্রয়োজন কেন? ২
গ. চার্ট-'১' দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর যে, বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত চার্ট-'২' এর কার্যক্রম এসডিজি অর্জনে যথেষ্ট? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

<u>৭নং প্রশ্নের উত্তর</u>

ক এসডিজি এর প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বের সার্বিক ও সার্বজনীন কল্যাণ।

খ উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।

উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠী হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। উন্নয়নে অংশীদারিত্ব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ সামষ্টিক অংশগ্রহণ ব্যতীত টেকসই উন্নয়নের সুফল ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিটি ক্ষুদ্র উন্নয়নে একটি গোষ্ঠীর সকলের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক।

গ উদ্দীপকে চার্ট-১ এ পাঠ্যবইয়ের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) কে নির্দেশ করেছে।

বিশ্বব্যাপী সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি। জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– জলবায়ু কার্যক্রম, দারিদ্র্য বিলোপ, গুণগত শিক্ষা ও জেন্ডার সমতা, ক্ষুধা মুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ অসমতা হ্রাস, পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন, জলজ জীবন, স্থলজ জীবন, অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি। এসডিজিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন এই ৩টি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সমন্বয় করা হয়েছে। এসডিজি মূলদ মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে।

উদ্দীপকে চার্ট-১ এ একটি বিষয়ের লক্ষ্য হিসেবে সকল সমস্যা সমাধানের কথা, পরিবেশের উপাদান সমূহের নিরাপদের কথা এবং শান্তি স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চার্ট-১ এর বিষয়গুলোতে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) কে নির্দেশ করেছে।

ঘ আমি মনে করি, উদ্দীপকে উল্লেখিত বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত চার্ট-২ এর কার্যক্রম এসডিজি অর্জনে যথেষ্ট নয়।

উদ্দীপকে চার্ট-২ এ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কিছু কার্যক্রমের কথা বলা হয়েছে। সেখানে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করার কথা, সমতা নিশ্চিত করা ও সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার কথা বলা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পানি সরবরাহের স্বাভাবিক অবস্থানের বিকল্প নেই। আবার সম্পদের অসম বণ্টনের ফলে সৃষ্ট দারিদ্র্য হ্রাস করতে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান কমাতে সমতা দরকার। ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন করতে সঠিক পরিকল্পনারও বিকল্প নেই। কিন্তু এই কার্যাবলিই এসডিজি বাস্তবায়নে যথেষ্ট নয়।

বাংলাদেশে পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতার পাশাপাশি যদি অংশীদারিত্ব না থাকে তবে টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। শুধু সম্পদ বৈষম্যের ক্ষেত্রে সমতা নয় বরং আয়, ভোগ, জেন্ডার এবং অঞ্চল বৈষম্যও এদেশে উন্নয়নের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে। অপরিকল্পিত শিল্পায়নের ও নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় ধরনের বাঁধা হিসেবে কাজ করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে আরও নির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যক্রম হাতে নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সামাজিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যাবলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে হবে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চার্ট-২ এ উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারকে এসডিজি বাস্তবায়নে আরও বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ 'X' দেশের এক বছরের অর্থনীতিবিষয়ক তথ্য :

ধাপ-১	দেশটির অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৩১,০০০ কোটি টাকা। দেশটিতে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৫,০০০ কোটি টাকা। দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকদের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য ৭,৫০০ কোটি টাকা।

ধাপ-২	দেশটির মোট জনসংখ্যা ১৭ কোটি মোট জাতীয় আয় ৪৮৫০০ কোটি ডলার

ক. উন্নত দেশ কাকে বলে? ১

খ. আমরা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হব কেন? ২

গ. ধাপ-১ এর তথ্যের আলোকে দেশটির জিডিপি ও জিএনপি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ধাপ-২ এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মাথাপিছু আয় নির্ণয় কর। মাথাপিছু আয় জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে- পাট্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং এ উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদী অব্যাহত আছে এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে।

খ রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা উচিত।

অর্থনৈতিক সমস্যা বলতে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাকে বোঝায়। অশিক্ষা, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন লোকবলের অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে না পারা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, দুর্নীতি প্রভৃতি একটি দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাকে নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান না হলে দেশ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হয়। তাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো সমাধান করা উচিত।

গ মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) শুধু দেশের নাগরিকদের উৎপাদন হিসেবে গণনা করে। এ নাগরিকেরা দেশে অথবা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, এক্ষেত্রে নাগরিকই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) বলতে শুধু দেশের সীমানার ভিতরের মোট উৎপাদনকে বুঝায়। এটা দেশের নাগরিক বা বিদেশি ব্যক্তি যাদের দ্বারাই উৎপাদিত হোক না কেন, এক্ষেত্রে দেশের ভৌগোলিক সীমানার বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের ধাপ-১ এর দেশটির অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৩১,০০০ কোটি টাকা দেশটিতে বসবাসকারী বিদেশিদের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মূল্য ৫,০০০ কোটি টাকা। দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকদের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য ৭,৫০০ কোটি টাকা। এ তথ্যের আলোকে উক্ত দেশের জিডিপি (GDP) হলো–

= (৩১,০০০ + ৫০০০) কোটি টাকা।

= ৩৬,০০০ কোটি টাকা।

উক্ত দেশের জিএনপি (GNP) = (GDP) + (X – M)

= {৩৬,০০০ + (৭,৫০০ – ৫,০০০)} কোটি টাকা

= (৩৬,০০০ + ২,৫০০) কোটি টাকা

= ৩৮,৫০০ কোটি টাকা

সুতরাং উক্ত দেশটির GDP হলো ৩৬,০০০ কোটি টাকা এবং GNP হলো ৩৮,৫০০ কোটি টাকা।

ঘ ধাপ-২ অনুযায়ী উক্ত দেশের মাথাপিছু আয় = $\frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$

$= \frac{\text{৪৮৫০০ কোটি ডলার}}{\text{১৭ কোটি}}$

= ২৮৫২.৯৪ কোটি ডলার।

মাথাপিছু আয় জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। মন্তব্যটি যথার্থ।

মাথাপিছু আয় হলো একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা জাতীয় আয়কে সে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত ফল। এটি একটি গড় মান, যা একটি দেশের জীবনযাত্রার মান বা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির একটি সাধারণ মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মাথাপিছু আয় বেশি হলে তা ধরে নেওয়া হয় যে, সে দেশের মানুষের আর্থিক অবস্থা ভালো এবং তারা উন্নত জীবনযাত্রার মান উপভোগ করছে। অন্যদিকে, মাথাপিছু আয় কম হলে তা দারিদ্র্যের একটি লক্ষণ হিসেবে দেখা হয়। মাথাপিছু আয় বেশি হলে, সাধারণত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো ইত্যাদির মান ভালো হয়। এতে করে মানুষের জীবনের মান উন্নত হয় এবং তারা সুস্থ ও সুখী জীবন যাপন করে। এছাড়া, মাথাপিছু আয় বেশি হলে সে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, যা ব্যক্তিগত সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ায়। এর ফলে অর্থনীতি আরও বেড়ে ওঠে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে। তবে, মাথাপিছু আয় সবসময় সঠিক চিত্র প্রদান করে না। কারণ এটি সম্পদের বৈষম্য বা আয়ের অসাম্যকে ধরে না। একটি দেশের মধ্যে যদি কিছু মানুষ খুব ধনী হয় এবং বাকিরা দারিদ্র্যে থাকে, তাহলে মাথাপিছু আয় উচ্চ হলেও সে দেশের সবার জীবনযাত্রার মান ভালো নাও হতে পারে। তাই, মাথাপিছু আয়ের পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান বুঝতে হলে অন্যান্য সূচক, যেমন জীবন প্রত্যাশা, শিক্ষার হার, স্বাস্থ্যসেবার মান ইত্যাদি বিবেচনা করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ঘটনা-১ : কৃষক আতাউর সম্প্রতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার নিয়ে একটি ধান কাটা ও মাড়াইযন্ত্র ক্রয় করেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা আতাউরকে বলেন, "আমরা হাঁস-মুরগি পালনসহ অনেক ক্ষেত্রেই টাকা ধার দেই।"

ঘটনা-২ : জিসান বাবার সাথে বিভাগীয় শহরে থাকে। তার বাবা একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। বাবা জিসানকে বলেন, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিদেশ থেকে যে অর্থ ধার নেয় তার হিসাব রাখে, সরকারকে পরামর্শ দেয় এবং সরকারের অর্থ জমা রাখে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. আমাদের কেন নিয়মিত কর দেওয়া উচিত? ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা রক্ষা করাই ঘটনা-২ এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে মূল কাজ- তুমি কী একমত? যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণভাবে সরকারি অর্থব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতি।

খ নিয়মিত কর প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব যা রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে সহায়তা করে।

কর আমাদের সরকারকে প্রয়োজনীয় রাজস্ব সরবরাহ করে যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরক্ষা এবং প্রকৌশল প্রকল্পের মতো জনসেবাগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। এটি সরকারকে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করে, যা অর্থনীতির বৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নতির জন্য অপরিহার্য। কর প্রদান সমাজের সমতা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে, কারণ এটি ধনী এবং গরিবের মধ্যে সম্পদের পুনর্বণ্টনে সহায়তা করে। এছাড়াও, নিয়মিত কর প্রদান সরকারকে জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক মন্দা। অতএব, নিয়মিত কর প্রদান কেবল আইনি দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি সামাজিক দায়িত্বও বটে যা একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অবদান রাখে।

গ ঘটনা-১ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কৃষি ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। হালের বলদ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, পানি সেচের জন্য শক্তিচালিত পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন প্রভৃতি কাজের জন্য কৃষি ব্যাংক ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে কৃষিকাজ ছাড়াও হাঁস-মুরগি ও পশু পালন, মৎস্য উৎপাদন, গুটি পোকার চাষ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ ও কুটির শিল্পের জন্যও এ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের কৃষক আতাউর সম্প্রতি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা ধার নিয়ে একটি ধান কাটা ও মাড়াইযন্ত্র ক্রয় করেন। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা আতাউরকে বলেন, "আমরা হাঁস-মুরগি পালনসহ অনেক ক্ষেত্রেই টাকা ধার দেই।" এরূপ বর্ণনায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চিত্র পাওয়া যায়। কেননা বাংলাদেশ কৃষিব্যাংক কৃষি সংক্রান্ত প্রায় সকল খাতে কৃষকদের সহজ শর্তে বিভিন্ন ঋণ প্রদান করে।

ঘ ঘটনা-২ বর্ণিত ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূলকাজ।– মন্তব্যটির সাথে আমি একমত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি দেশের সর্বোচ্চ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ ব্যাংক দেশের অর্থ-বাজার, মুদ্রাব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের সার্বিক ব্যাংকব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বলেই এর নাম কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

উদ্দীপকের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকতার বক্তব্য হলো, আমাদের প্রতিষ্ঠানটি সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য বিদেশ থেকে যে অর্থ ধার নেয় তার হিসাব রাখে, সরকারকে পরামর্শ দেয় এবং সরকারের অর্থ জমা রাখে। এরূপ বক্তব্যে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দেশের কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও মুদ্রাব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মুদ্রাই দেশের 'বিহিত মুদ্রা'। বাণিজ্যিক ব্যাংককে তাদের মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত চেক আদান প্রদানের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে দেনা-পাওনার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে চেকের মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক দেনা-পাওনা মিটিয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে আর্থিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে দেশের মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময় হার রক্ষা করে। এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে। এ ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, জাতীয় বাজেট প্রণয়নে সাহায্য করা প্রভৃতি বিষয়েও কাজ করে থাকে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো অন্যান্য ব্যাংকের অভিভাবক স্বরূপ। তাই অভিভাবকের মতো দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থব্যবস্থার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বন্ধ পরিকর। আর এ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানামুখী কার্যাবলি সম্পদন করে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সমাজে দৃশ্যমান পরিবর্তনসমূহ :

তথ্য ছক-১	⇒ ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার ⇒ শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল ডিভাইস এর ব্যবহার ⇒ উন্নত কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি
তথ্য ছক-২	⇒ বিভিন্ন সাধারণ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুযোগ বৃদ্ধি ⇒ পুলিশ, প্রশাসনসহ সকল পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ ⇒ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ ধার নিয়ে হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষে মেয়েদের সাফল্য

ক. শিল্পায়ন কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ কীভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য ছক-১ এ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নারীর ভূমিকার পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে"– তথ্য ছক-২ এর আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষি ও হস্তশিল্পভিত্তিক অর্থনীতি এবং সমাজব্যবস্থা, যান্ত্রিক শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতির সমাজে রূপান্তরিত হয়। বস্তুত শিল্পায়নের ফলেই শহর, বন্দর ও নগর গড়ে উঠে।

খ সামাজিক মূল্যবোধ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা শৈশব থেকেই শুরু হয়, যখন শিশুরা তাদের পরিবার ও সমাজের মানদণ্ড ও আচরণগুলি শিখে নেয়। এই মানদণ্ডগুলি তাদের বিবেক, নৈতিকতা এবং সম্পর্কের ধারণা গঠন করে। যেমন, সততা, দায়িত্ববোধ, সহানুভূতি এবং সম্মান হল এমন কিছু মূল্যবোধ যা সাধারণত প্রশংসিত হয় এবং শিশুদের মধ্যে উৎসাহিত করা হয়। এই মূল্যবোধগুলি ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতি, সম্পর্ক গঠন এবং সামাজিক অভিযোজনে প্রভাব ফেলে। একজন ব্যক্তি যদি সততা ও দায়িত্ববোধের মূল্যবোধে বেড়ে উঠে, তাহলে তিনি সম্ভবত একজন বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান কর্মী হবেন। অন্যদিকে, যদি একজন ব্যক্তি সহানুভূতি ও সম্মানের মূল্যবোধে বেড়ে উঠে, তাহলে তিনি সম্ভবত অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সম্মানজনক আচরণ করবেন। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দক্ষতা এবং সামগ্রিক জীবনের মান উন্নত করে। এটি তাদের পেশাগত জীবনে সফলতা অর্জনে এবং সামাজিক পরিবেশে সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। সব মিলিয়ে, সামাজিক মূল্যবোধ একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি গঠন করে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি দিকে প্রভাব ফেলে।

গ তথ্য ছক-১ সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তি উপাদানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। কতকগুলো সামাজিক পরিবর্তন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যেমন– শ্রমিকের নতুন নতুন সংগঠন, সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি, বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের ওপর নাগরিক জীবনের প্রভাব প্রভৃতি। এগুলো প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব। আর বেকারত্ব বৃদ্ধি, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে ব্যবধান, প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রযুক্তি পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাব। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে উন্নত জাতের বীজ, সেচ, সার প্রয়োগের ফলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের দেশে এখন মৎস্য চাষে নতুন নতুন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের তথ্য ছক-১ এর দৃশ্যমান প্রমাণগুলো হলো ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার; শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার এবং উন্নত কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি। এগুলো সামাজিক পরিবর্তনের প্রযুক্তি নামক উপাদানকে নির্দেশ করে। যার স্পর্শে সমাজে নানাবিধ আর্শ্চজনক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তি তাই সামাজিক পরিবর্তনের বিস্ময়কর উপাদান।

ঘ নারীর ভূমিকার পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে সমাজ বা রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। সমাজ বা রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি করা কিংবা সুযোগ সৃষ্টি করে নেওয়াই হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন। একসময় নারীরা সর্বক্ষেত্রেই অবহেলিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা শিক্ষাদীক্ষায় সচেতন হয়েছে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছে। এতে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে।

উদ্দীপকের তথ্য ছক-২ এ বলা হয়েছে বিভিন্ন সাধারণ ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার সুযোগ বৃদ্ধি; পুলিশ, প্রশাসনসহ সকল পেশায় মেয়েদের অংশগ্রহণ; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ ধার নিয়ে হাঁস-মুরগি ও মৎস্য চাষে মেয়েদের সাফল্য। এখানে নারীর অবস্থার পরিবর্তন এবং নারীর ক্ষমতায়নের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। মূলত নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের ফলেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে। কেননা গৃহবন্দী মেয়েরা আজ লেখাপড়ায় অনেক এগিয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন পেশায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারছে। নারীরা এখন শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রভাবে তারা গৃহস্থালি কাজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসছে। আজ তারা বাংলাদেশের শহর এলাকায় পোশাক শিল্প, ঔষধ তৈরির কারখানা, টেলিফোন ও টেলিযোগাযোগ শিল্প, পাট, চা, কাগজ শিল্প, স্থাপত্য শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি শিল্প ও কলকারখানায় চাকরি

করছে। তাছাড়া শিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন পেশা, যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা, পুলিশ, বিচারবিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তাছাড়া গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষিত নারীরা সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এসকল অর্থনৈতিক কর্মের ফলে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। পরিবার ও সমাজে তাদের অবদানের জন্য গুরুত্বও বাড়ছে। সমাজে তাদের অবস্থানের উন্নতি ঘটছে। যা নারীকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, শিক্ষা নারীর সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ফলে শিক্ষার আলোয় আলোকিত নারী আজ নিজের অধিকার আদায়ে সচেতন হয়ে নিজেকে বিকশিত করছে সর্বক্ষেত্রে যেটি নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১১ ঘটনা-১ : রুপা একজন ছাত্রী। সে বাসে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। বাসে কোনো যাত্রী না থাকায় ড্রাইভার ও সহকারী তার সাথে অশ্লীল ও অভদ্র আচরণ করছিল। সে তাৎক্ষণিক পুলিশকে খবর দেয়। ঘণ্টাখানেক পর পুলিশ অপরাধীদের গ্রেফতার করে।

ঘটনা-২ : মিঃ 'ক' একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা যিনি উপহারের নামে টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করেন। তিনি ঘনিষ্ঠ জুনিয়র কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা দেন এবং অন্যদের বেলায় কঠোর থাকেন।

ক. জঙ্গিবাদ কাকে বলে? ১

খ. মূল্যবোধের অবক্ষয় সামাজিক নৈরাজ্যের প্রধান কারণ কেন? ২

গ. রুপার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা নারীর প্রতি সহিংসতার কোনটির সঙ্গে মিল আছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিঃ 'ক' এর কার্যক্রম বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাধা– তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কিত অননুমোদিত বা পরিপন্থিমূলক নীতিই জঙ্গিনীতি এবং জঙ্গি দ্বারা রচিত ও প্রচারকৃত এই ধ্যানধারণাই হচ্ছে 'জঙ্গিবাদ'।

খ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলো সামাজিক নৈরাজ্যের একটি প্রধান কারণ, এটি সমাজের মৌলিক কাঠামো ও সংহতির ভিত্তিকে দুর্বল করে।

মূল্যবোধের অবক্ষয় মানুষের আচরণে এবং সমাজের সামগ্রিক কার্যকারিতায় প্রতিফলিত হয়। যখন মানুষ সামাজিক নিয়ম, নীতি এবং আইনগুলি মেনে চলার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অসংগতিগুলির বৃদ্ধি ঘটে। এই অবক্ষয়ের পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেমন শিক্ষার অভাব, পারিবারিক বন্ধনের দুর্বলতা, মিডিয়া ও বিনোদনের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক অসাম্য। এই কারণগুলি মিলে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায় এবং সামাজিক নৈরাজ্যের জন্ম দেয়।

গ রুপার সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তা নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি বা ইভটিজিং এর সাথে মিল আছে।

সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, একটি সামাজিক বিপর্যয়। নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে কিশোরী, তরুণী এমনকি বিবাহিত নারীও জঘন্য যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। যৌন হয়রানিকে ইভটিজিংও (Eveteasing) বলা হয়। ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির ইংরেজি প্রতিশব্দ। ইভটিজিং হচ্ছে লোকসমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহঅভ্যান্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতের পথে, কখনোবা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। অনেক সময় শিশুরাও যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর রুপা একজন ছাত্রী হিসেবে সে বাসে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। বাসে কোনো যাত্রী না থাকায় ড্রাইভার ও সহকারী তার সাথে অশ্লীল ও অভদ্র আচরণ করছিল। নারীর প্রতি এ ধরনের আচরণ যৌন হয়রানী বা ইভটিজিংকে নির্দেশ করে। এটি নারীর প্রতি সহিংসতার একটি চরম রূপ। এ ধরনের ঘটনা এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছে।

ঘ মি. 'ক' এর কার্যক্রমে দুর্নীতির প্রকাশ ঘটেছে। দুর্নীতি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধা। আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

বর্তমান বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হলো দুর্নীতি। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি-বহির্ভূত বা জনস্বার্থবিরোধী কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের দায়িত্বের অপব্যবহারকে বুঝায়। সাধারণত ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জনকে দুর্নীতি বলে। অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাও দুর্নীতি। দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে পেশা, ক্ষমতা, পদবি, স্বার্থ, নগদ অর্থ, বস্তুসামগ্রী প্রভৃতি। দুর্নীতির মাধ্যমে কাউকে না কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

উদ্দীপকের মি. 'ক' একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যিনি উপহারের নামে টাকার বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল সই করেন। তিনি ঘনিষ্ট জুনিয়র কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা দেন এবং অন্যদের বেলায় কঠোর থাকেন। মি. 'ক' এর এরূপ কর্মকান্ডকে দুর্নীতি বলা যায়, যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধক। দুর্নীতিপূর্ণ সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। চাকরিজীবনে স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ এবং পদোন্নতি পায় তাহলে সমাজে যোগ্যরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতির কারণে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হয়। মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না। সৃজনশীলতা ক্রমশ হ্রাস পায়। দুর্নীতি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যে অনীহা এবং সম্পদের অপব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। দুর্নীতির কারণে দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় বিপর্যয় ডেকে আনে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, দুর্নীতি নিজে একটি সমস্যা এবং অনেক সমস্যার জন্মদাতা যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক জটিলতার সৃষ্টি করে উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে।

বরিশাল বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 150

সময়- ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান- ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল কত বছর ছিল?
ক ৪ খ ৫ গ ৬ ঘ ৭

২. প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কোথায়?
ক কেনিয়া খ ডেনমার্ক গ মেক্সিকো ঘ চীন

□ **উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং এর উত্তর দাও :**

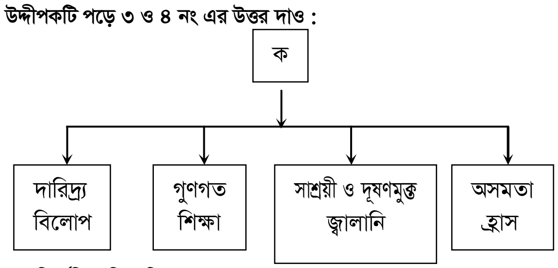

৩. 'ক' নির্দেশিত বিষয়টি ঘোষণা করেছে কোন সংস্থা?
ক UNDP খ UN
গ UNICEF ঘ UNESCO

৪. উক্ত বিষয়টি অর্জনে আমাদের করণীয় হলো :
i. উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা
ii. পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য বর্জন করা
iii. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫.

'?' চিহ্নিত স্থানে কী বসবে?
ক উপযোগ খ চাহিদা গ যোগান ঘ অভাব

৬. জীবনমান নির্ধারণের জন্য উচ্চ মাথাপিছু আয়ের সাথে কোন বিষয়টি বিবেচ্য?
ক উৎপাদনের পরিমাণ খ উৎপাদনের উপায়
গ দ্রব্যের মান ঘ দ্রব্যমূল্য

৭. মধ্য আয়ের দেশগুলোকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

৮. 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
ক ডঃ মুনীর চৌধুরী খ আলাউদ্দিন আল আজাদ
গ জহির রায়হান ঘ আবদুল লতিফ

৯. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ তাজউদ্দিন আহমদ
গ এম. মনসুর আলী ঘ ড. কামাল হোসেন

১০. কোন ধরনের পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ায় বৃদ্ধ পিতা-মাতার মধ্যে নিরাপত্তায় অভাব দেখা দেয়?
ক একক খ মাতৃবাস গ পিতৃবাস ঘ নয়াবাস

১১. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে–
i. ব্যক্তির জীবনদর্শন ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছে
ii. সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে iii. যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. মঙ্গল গ্রহে জীবনধারণ অসম্ভব কেন?
i. পানির পরিমাণ খুবই কম ii. গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের অনেক নিচে
iii. আবহমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. মিরিন্ডা কোন গ্রহের উপগ্রহ?
ক ইউরেনাস খ নেপচুন গ বৃহস্পতি ঘ শনি

১৪. ভূ-প্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?
ক দুইটি খ তিনটি গ চারটি ঘ পাঁচটি

১৫. নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার রক্ষায় কোন আইনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে?
ক পারিবারিক সহিংসতা, প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন-২০১০
খ মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১১
গ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০
ঘ এসিড নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন-২০১০

১৬. বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত কোনটি?
ক প্রতিরক্ষা খ কৃষি
গ বেসামরিক প্রশাসন ঘ শিক্ষা

১৭. শহরের চাকুরিজীবীদের মধ্যে কোন ধরনের পরিবারের প্রচলন বেশি দেখা যায়?
ক নয়াবাস খ পিতৃবাস গ বহুপত্নী ঘ বর্ধিত

১৮. শহরাঞ্চলে বস্তি সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ কী?
ক অনাবৃষ্টি খ বন্যা
গ খরা ঘ নদীভাঙন

১৯. বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক কোনটি?
ক যোগাযোগ খ স্বাস্থ্য গ শহরায়ন ঘ প্রযুক্তি

২০. কত সালে মানব পাচার আইন পাস হয়?
ক ২০০৯ খ ২০১০ গ ২০১১ ঘ ২০১২

২১. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে?
ক ১৬৭ খ ১৬৯ গ ২২৩ ঘ ২৩৭

২২. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কতজন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়?
ক ৫ খ ৬ গ ৯ ঘ ১১

২৩. তমদ্দুন মজলিস প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন কে?
ক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক ঘ ড. মুনীর চৌধুরী

২৪. "স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনের জন্য কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র"– উক্তিটি কার?
ক ম্যাকাইভার খ গার্নার
গ অ্যারিস্টটল ঘ উড্রো উইলসন

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রফিক সাহেব এমন একটি স্থানীয় সরকারের প্রধান যা বাংলাদেশ সরকার ৬ জুলাই ২০০০ সালে প্রবর্তন করে এবং এর মোট সদস্য সংখ্যা ২১ জন।

২৫. রফিক সাহেব কোন স্থানীয় সরকারের প্রধান?
ক পার্বত্য জেলা পরিষদ খ জেলা পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ ইউনিয়ন পরিষদ

২৬. উক্ত পরিষদের ঐচ্ছিক কাজ হলো–
i. বিধবা সদন স্থাপন ii. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ
iii. কালভার্ট ও ব্রিজ নির্মাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কে?
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার
গ রাষ্ট্রপতি ঘ প্রধান বিচারপতি

২৮. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা–
i. জনসমর্থন সৃষ্টি করা ii. নির্বাচনি প্রচারণা চালানো
iii. নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সাথে কীভাবে অবস্থান করে?
ক সমকোণে খ একইপাশে
গ সমান্তরালে ঘ দুইপাশে

৩০. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে?
ক ৪৭ খ ৫৩ গ ৬৫ ঘ ৭১

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড | 1 | 5 | 0 |

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রিফাতের বাবা 'P' দেশের নাগরিক। 'P' দেশের যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন। নিজ দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঐ দেশে বসবাসরত অন্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজ দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাদের পাঠানো এই অর্থ দিয়ে 'P' দেশের তৎকালীন সরকার যুদ্ধ পরিচালনার কাজে ব্যয় করেন।

ক. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতির ঘোষণা কী ছিল? ১
খ. বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকের প্রথমাংশে উল্লিখিত শ্রেণির ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. 'মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **ঘটনা-১ :** বিদ্যালয়ে 'স্বাধীনতা দিবস' উদযাপনের দিন কালাম স্যার বক্তৃতা দিতে যেয়ে বলেন, পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে চারটি দল সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

ঘটনা-২ : জনাব মামুন ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক পত্রিকা পড়ে জানতে পারেন যে, পূর্ববাংলায় এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ববাংলার প্রধান রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করে।

ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কী? ১
খ. ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এর নির্বাচনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে ঘটনা-২ এর নির্বাচনের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

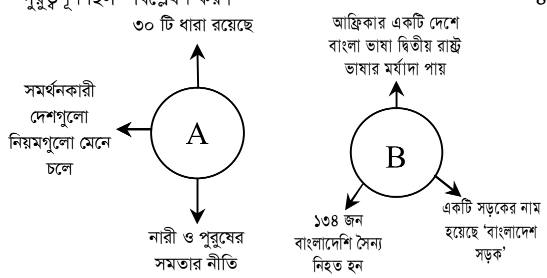

ক. লীগ অব নেশনস্ কী? ১
খ. FAO অঙ্গ সংস্থাটি গঠিত হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-A দ্বারা নির্দেশিত সনদটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-B এর সাফল্যগুলো বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **দৃশ্যপট-১ :** জনাব 'X' একজন বিজ্ঞানের গবেষক। তিনি তার দক্ষতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে পরিবেশবান্ধব যানবাহন উদ্ভাবন করেন।

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'Y' কয়েকটি কারখানার মালিক। তিনি ইচ্ছামতো তার ব্যবসা পরিচালনা করেন। এখানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে না। তার বন্ধু 'S' একটি সরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাকে সরকারের নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হয়।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. দৃশ্যপট-১ এর সম্পদটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-২ এর অর্থ ব্যবস্থাপনাগুলোর উভয় অর্থ ব্যবস্থাই কি তোমার দেশে প্রচলিত? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৫।

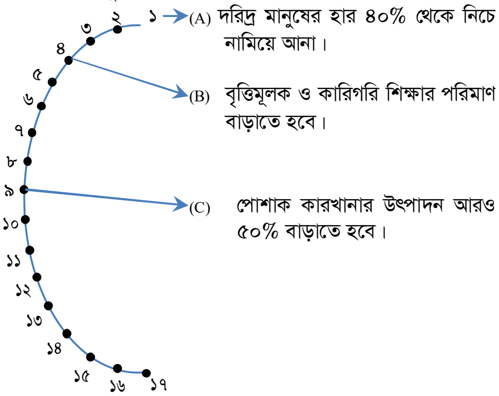

ক. অংশীজন কারা? ১
খ. বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' SDG-এর কোন অভীষ্টটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'B' ও 'C' চিহ্নিত স্থানের অভীষ্টগুলো অর্জিত হলেই বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৬।

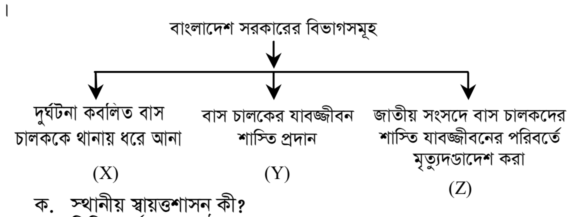

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী? ১
খ. সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের 'Y' সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'Z' বিভাগটি 'X' বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে– মতামত দাও। ৪

৭।

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
খ. নদীর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মানচিত্রে 'গ' চিহ্নিত স্থানে কোন নদীর ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত বনভূমির মধ্যে কোন বনভূমিটি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে বেশি ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

ব্যাংক	কার্যক্রম
A	জনগণের অর্থ তিনটি পদ্ধতিতে লেনদেন করে।
B	সরকারের সকল ব্যাংকসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।
C	অসহায় নারী-পুরুষকে বিনা জামানতে স্বল্প ঋণদান করে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. আয়কর জনগণের কাছ থেকে কীভাবে আদায় করা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'C' ব্যাংক এর নিয়ন্ত্রণ 'B' ব্যাংকের হাতে– মতামত দাও। ৪

৯।

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	তারিখ	সময়
P	২৫° উঃ	৬০° পূঃ	২৫ শে সেপ্টেম্বর	দুপুর ১ টা
Q	৪০° উঃ	৫০° পূঃ	২৫ শে সেপ্টেম্বর	?

ক. মূল মধ্যরেখা কাকে বলে? ১
খ. প্রমাণসময় নির্ণয় করা হয় কেন? ২
গ. Q স্থানের সময় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর P ও Q স্থানের ঋতু একই হবে? মতামত দাও। ৪

১০। **তথ্য-১ :** আজকাল বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করে। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইসিটি ল্যাবে ২০/২৫টি কম্পিউটার দিয়ে ICT ক্লাস করানো হয়।

তথ্য-২ : নাফিস মেঘলা গ্রামের ছেলে। সে দশ বছর পর দেশে এসে দেখে তার গ্রাম আর আগের মতো নেই। গ্রামের মেয়েরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। এখন আর কোনো মেয়েকে অল্প বয়সে টাকা দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে না। অনেক মেয়েরাই গ্রামের স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে।

ক. শিল্পায়ন কী? ১
খ. সমাজজীবনে সামাজিক পরিবর্তন কীরূপ প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-১ এ সমাজ পরিবর্তনের কোন উপাদানটির উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ এর উল্লিখিত উপাদানটি নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করছে– মতামত দাও। ৪

১১। নিয়াজ, মিরাজ ও সিয়ামের কথোপকথন :

নিয়াজ : মিরাজ, তুই প্রায় ১৫ দিন ধরে স্কুলে আসিস না। কারণ কী? আর সিয়াম তোকেও তো প্রায় এক মাস ধরে স্কুলে দেখছি না। আমরা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের প্রতিদিন স্কুলে আসা উচিত।

মিরাজ : আমি আর স্কুলে আসতে পারব নারে। বাবার অসুস্থতার কারণে আমাকে টেম্পোর হেলপারের কাজ নিতে হয়েছে।

সিয়াম : আমি তো ঘরে ১ মাস ধরে পা ভেঙে শুয়ে আছি। হোন্ডার সাথে ধাক্কা খেয়ে আমার এই অবস্থা।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. শিশু-কিশোররা কীভাবে অপরাধী হয়ে উঠে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সিয়ামের সমস্যাটি কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, শুধুমাত্র "জাতিসংঘ শিশু সনদ" মিরাজের সমস্যাটি প্রতিরোধ করতে সক্ষম? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	M	৩	L	৪	N	৫	N	৬	N	৭	K	৮	M	৯	L	১০	N	১১	N	১২	K	১৩	K	১৪	L	১৫	K
	১৬	N	১৭	K	১৮	N	১৯	N	২০	M	২১	M	২২	N	২৩	L	২৪	M	২৫	L	২৬	K	২৭	M	২৮	N	২৯	L	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ রিফাতের বাবা 'P' দেশের নাগরিক। 'P' দেশের যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন। নিজ দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঐ দেশে বসবাসরত অন্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজ দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাদের পাঠানো এই অর্থ দিয়ে 'P' দেশের তৎকালীন সরকার যুদ্ধ পরিচালনার কাজে ব্যয় করেন।

ক. বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতির ঘোষণা কী ছিল? ১

খ. বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকের প্রথমাংশে উল্লিখিত শ্রেণির ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. 'মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্র নীতির ঘোষণা ছিল, "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়।"

খ বাংলাদেশের সংবিধানে দেশটিকে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার পেছনে ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একটি সমাজের বৈচিত্র্যময় মতামত এবং স্বার্থকে সম্মান জানায় এবং এটি বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। সংবিধানে গণতন্ত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে করে সরকারের সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে এবং সরকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রতিশ্রুতি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত আছে এবং এটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। সংবিধানে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জনগণের স্বাধীনতা, সমতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকার করেছে।

গ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্দীপকের প্রথমাংশে উল্লিখিত শ্রেণি হলো 'প্রবাসী বাঙালি' যারা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অবদান রাখে।

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র-গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট প্রবাসী বাঙালিরা আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তাঁরা নিরলস কাজ করেছেন।

উদ্দীপকের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, রিফাতের বাবা 'P' দেশের নাগরিক। 'P' দেশের যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি আমেরিকায় বসবাস করতেন। নিজ দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে তারা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঐ দেশে বসবাসরত অন্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজ দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এখানে মূলত প্রবাসী বাঙালিদের অবদানের কথা বলা হয়েছে যারা মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশকে নানাভাবে সহযোগিতা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনেও তারা ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারটি হলো মুজিনগর সরকার। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় এ সরকারের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকের 'P' দেশেরে যুদ্ধকালীন সরকার বলতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতিষ্ঠিত মুজিবনগর সরকারকে নির্দেশ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ গঠন ও পরিচালনায় মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব নেতৃত্বে ও জনমতের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্নির্ধারিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করতে যুদ্ধ পরিচালনা করেছে।

তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে উল্লিখিত বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০২ **ঘটনা-১ :** বিদ্যালয়ে 'স্বাধীনতা দিবস' উদযাপনের দিন কালাম স্যার বক্তৃতা দিতে যেয়ে বলেন, পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে চারটি দল সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

ঘটনা-২ : জনাব মামুন ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক পত্রিকা পড়ে জানতে পারেন যে, পূর্ববাংলায় এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ববাংলার প্রধান রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করে।

ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কী? ১

খ. ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ এর নির্বাচনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পিছনে ঘটনা-২ এর নির্বাচনের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ১৯৬৯ সালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এটি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান নামে পরিচিত।

খ ছয় দফা দাবিতে বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির কথা উল্লেখ থাকায় একে বাঙালির মুক্তির সনদ বলা হয়।

১৯৬৬ সালে ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোর অনুষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ছয় দফা দাবি ছিল প্রথম জোর প্রতিবাদ। এতে বাঙালির তীব্র প্রত্যাশিত স্বায়ত্তশাসনের জোর দাবি তুলে ধরা হয়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ কর্মসূচি বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে। আর এ কারণেই ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বলা হয়।

গ ঘটনা-১ এর নির্বাচনের সাথে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাদৃশ্য রয়েছে।

শাসক দল মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘদিন নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গঠনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। প্রাদেশিক সরকার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এমন টালবাহানা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের দাবির মুখে ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর বিদ্যালয়ে 'স্বাধীনতা দিবস' উদযাপনের দিন কালাম স্যার বক্তৃতা দিতে যেয়ে বলেন, পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলায় একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে চারটি দল সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে। কালাম স্যারের এরূপ বক্তব্যে ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটানোর লক্ষ্যে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়; চারটি দল হলো : আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দল। ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয় লাভ করে।

ঘ ঘটনা-২ এ ১৯৭১ সালের পাকিস্তান সাধারণ পরিষদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে এ নির্বাচনের প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে, যা ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ জনাব মামুন ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক পত্রিকা পড়ে জানতে পারেন যে, পূর্ববাংলায় এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ববাংলার প্রধান রাজনৈতিক দল বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করে। এখানে মূলত ১৯৭০ সালের পাকিস্তান সাধারণ পরিষদ নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। কেননা, ১৯৬৯ সালের ২৫শে মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাকিস্তানি সরকার ও স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য এক বিরাট পরাজয় ডেকে আনে। তারা বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে থাকে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নেয়। এই নির্বাচন বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রাকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে বহুদূর এগিয়ে দেয়।

অতএব উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইতিহাসের পরিক্রমায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্মলাভ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

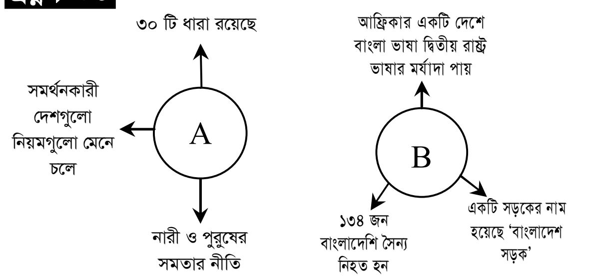

ক. লীগ অব নেশনস্ কী? ১

খ. FAO অঙ্গা সংস্থাটি গঠিত হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-A দ্বারা নির্দেশিত সনদটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-B এর সাফল্যগুলো বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক লীগ অব নেশনস হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলার পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।

খ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা মোকাবিলা করা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ১৯৪৫ সালের ১৬ অক্টোবর কানাডার কুইবেকে এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার মূল নীতিবাক্য হলো "Fiat Panis" অর্থাৎ "রুটি হোক"। এফএও একটি নিরপেক্ষ ফোরাম হিসেবে কাজ করে, যেখানে সমস্ত জাতি সমান হয়ে খাদ্য ও কৃষি নীতিমালা আলোচনা করে। এটি জ্ঞান এবং তথ্যের একটি উৎস হিসেবে কাজ করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষির আধুনিকায়ন, উন্নত বন এবং মৎস্য চর্চায় সাহায্য করে। এফএও-এর লক্ষ্য হলো সকলের জন্য পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যাতে করে বিশ্বে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণ সম্ভব হয়। এফএও বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সাথে মিলে নানা প্রকল্প হাতে নেয় এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থের বিনিময়ে এই প্রকল্পগুলো পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে এফএও বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখে।

গ চিত্র 'A' দ্বারা জাতিসংঘ ঘোষিত সিডও সনদের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। এ সনদটি নারী অধিকারের পূর্ণাঙ্গ দলিল। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করে।

উদ্দীপকের 'A' দ্বারা যে সনদটিকে নির্দেশ করা হয়েছে তার ৩০টি ধারা রয়েছে, এটি নারী ও পুরুষের সমতার নীতি, সমর্থনকারী দেশগুলো এর নিয়ম মেনে চলে। এরূপ বর্ণনায় সিডও সনদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদ তৈরি হয়েছে। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো সনদভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এটি মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত কিছু অধিকার থাকলেও অনেক রাষ্ট্রীয় আইন এবং সমাজে নারী-পুরুষ বৈষম্য রয়ে গেছে। এসব বৈষম্যের কারণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব হয়। এ সনদে ৩০টি ধারা আছে। এর প্রথমে ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। আর পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।

ঘ চিত্র 'B' তে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য ও অবদান বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। স্বভাবতই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি প্রায় ১১,০০০ এর বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের ১১টি দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশি সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে। আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। সিয়েরালিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আইভরিকোস্টে অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে 'বাংলাদেশ সড়ক'। শান্তি মিশনে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নয়, পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশও নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা। এ কাজে এখন পর্যন্ত ১৩৪ জন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্বশান্তির জন্য শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছে অনেক। এভাবে বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **দৃশ্যপট-১ :** জনাব 'X' একজন বিজ্ঞানের গবেষক। তিনি তার দক্ষতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে পরিবেশবান্ধব যানবাহন উদ্ভাবন করেন।

দৃশ্যপট-২ : জনাব 'Y' কয়েকটি কারখানার মালিক। তিনি ইচ্ছামতো তার ব্যবসা পরিচালনা করেন। এখানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে না। তার বন্ধু 'S' একটি সরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাকে সরকারের নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হয়।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. দৃশ্যপট-১ এর সম্পদটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এর অর্থ ব্যবস্থাপনাগুলোর উভয় অর্থ ব্যবস্থাই কি তোমার দেশে প্রচলিত? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ রাষ্ট্রের জনগণের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করা হয়। তাই জাতীয় সম্পদকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

দেশের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলা হয়। তাই রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিকের নিজ স্বার্থে জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করা দরকার। কারণ এই জাতীয় সম্পদ ব্যবহার করেই রাষ্ট্রীয় জীবনে নাগরিকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং চাহিদা পূরণ করা হয়।

গ দৃশ্যপট-১ এর সম্পদটি হলো জাতীয় সম্পদ।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। সমাজে প্রচলিত চার শ্রেণির সম্পদের মধ্যে অন্যতম হলো জাতীয় সম্পদ। জাতির কোনো গুণবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন– কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত জাতীয় সম্পদ দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। প্রথমটি প্রকৃতি প্রদত্ত আর দ্বিতীয়টি মানবসৃষ্ট।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এর জনাব 'X' একজন বিজ্ঞানের গবেষক। তিনি তার দক্ষতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে পরিবেশবান্ধব যানবাহন উদ্ভাবন করেন। তার এরূপ উদ্ভাবনীশক্তি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ দৃশ্যপট-২ পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমার দেশে তথা বাংলাদেশে উভয়ের সমন্বয়ের মিশ্র অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বে আর একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিরাজমান। সেটি হচ্ছে মিশ্র অর্থনীতি। এটি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-২ এর জনাব 'Y' কয়েকটি কারখানার মালিক। তিনি ইচ্ছামত তার ব্যবসা পরিচালনা করেন। এখানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করে না। তার বন্ধু 'S' একটি সরকারি কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাকে সরকারের নিয়ম নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হয়। এখানে মূলত ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রতিরূপ প্রকাশ যার সমন্বিত রূপ হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা যা বাংলাদেশে প্রচলিত রয়েছে। কেননা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত। বর্তমানে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে অর্থনীতির প্রায় সব খাত ক্রমশ বেসরকারি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যাচ্ছে। এছাড়া দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বেসরকারি উদ্যোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি বাজার অর্থনীতি গড়ে তোলা। দেশে উৎপাদন ও বণ্টন প্রক্রিয়ায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহাবস্থান থাকে। বেসরকারি খাত ক্রমশ সম্প্রসারিত হওয়ায় উদ্যোক্তা ও ভোগকারীর স্বাধীনতা আছে। উদ্যোক্তা বা উৎপাদনকারী যে কোনো দ্রব্য যে কোনো পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে। এই উৎপাদন কাজ সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু থাকলেও প্রধানত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৫

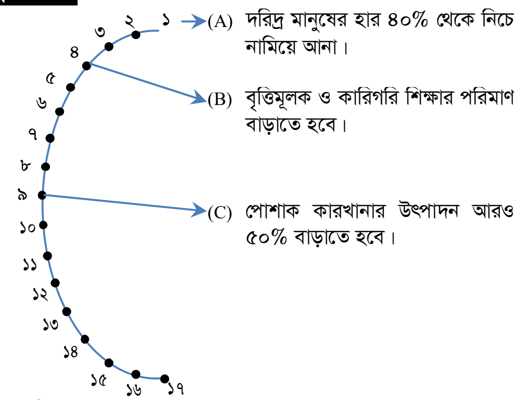

ক. অংশীজন কারা? ১

খ. বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' SDG-এর কোন অভীষ্টটি নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' চিহ্নিত স্থানের অভীষ্টগুলো অর্জিত হলেই বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন সম্ভব হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন।

খ টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি হলো বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন। এই দুই উপাদান ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং পরিবেশের উন্নয়ন অসম্ভব।

বিশুদ্ধ পানি মানব দেহের জন্য অপরিহার্য, এটি রোগ প্রতিরোধ করে এবং জীবনের মান উন্নত করে। অন্যদিকে, সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন পরিবেশ দূষণ রোধ করে এবং জলজ ব্যাধি প্রতিরোধ করে। এই দুইয়ের অভাবে মানুষ ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড এর মতো জলজনিত রোগে ভুগতে পারে। বিশুদ্ধ পানির অভাবে শিশুরা পুষ্টির অভাবে ভুগতে পারে, যা তাদের শিক্ষাগত উন্নয়নে বাধা দেয়। পরিবেশের ক্ষেত্রে, অপরিশোধিত পয়ঃনিষ্কাশন নদী, হ্রদ এবং মহাসাগরের জলজীবন ধ্বংস করে এবং পানির মান হ্রাস করে। সব মিলিয়ে, বিশুদ্ধ পানি ও সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

গ 'A' দ্বারা SDG এর অন্যতম অভীষ্ট 'দারিদ্র্য বিলোপ' অভীষ্টকে নির্দেশ করছে।

জাতিসংঘের সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস (এসডিজি) এর মধ্যে প্রথম অভীষ্ট হলো দারিদ্র্য বিলোপ। এই অভীষ্টের মূল লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সকল রূপের দারিদ্র্য বিলোপ করা। দারিদ্র্য হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম। এই অভীষ্টের অধীনে, বিশ্বের সকল দেশ একত্রিত হয়ে দারিদ্র্য বিলোপের জন্য কাজ করছে।

উদ্দীপকে 'A' তে বলা হয়েছে যে, দরিদ্র মানুষের হার ৪০% থেকে নিচে নামিয়ে আনা। এর মাধ্যমে মূলত এসডিজি এর অন্যতম অভীষ্ট দরিদ্র বিলোপ কে নির্দেশ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে এই অভীষ্ঠ তথা দারিদ্র্য বিলোপের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা, এবং কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলোতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়াও, স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নের মাধ্যমে এবং টেকসই কৃষি প্রক্রিয়া এবং পরিবেশ বান্ধব শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিলোপের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এই অভীষ্টের অন্যতম উপায় হলো অর্থনৈতিক সমতা সৃষ্টি করা এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। এই অভীষ্টের অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বের সকল মানুষের জীবনমান উন্নত হবে এবং একটি টেকসই ভবিষ্যত নিশ্চিত হবে। দারিদ্র্য বিলোপের জন্য বিশ্বের সকল দেশের সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং সম্প্রীতি অপরিহার্য। এই অভীষ্টের অর্জনের মাধ্যমে আমরা একটি সমৃদ্ধ এবং সমতামূলক বিশ্ব গড়ে তুলতে পারবো, যেখানে কেউ দারিদ্র্যের শিকার হবে না। এই লক্ষ্যের অধীনে, বিশ্বের সকল দেশের জন্য দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনা এবং মানুষের জীবনমান উন্নত করা অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, দারিদ্র্য বিলোপের চ্যালেঞ্জ বিশেষ করে জরুরি কারণ দেশটি দ্রুত শিল্পায়ন ও শহরায়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা অসম আয় বিতরণ এবং সামাজিক অসাম্য তৈরি করেছে।

ঘ 'B' ও 'C' দ্বারা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৪নং ও ৯নং অভীষ্টকে নির্দেশ করা হয়েছে যা 'গুণগত শিক্ষা' ও 'শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো' অভীষ্ট দুটোকে উপস্থাপন করে।

বাংলাদেশের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) অর্জনের পথে "গুণগত শিক্ষা" এবং "শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো" দুটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। এই দুটি অভীষ্ট অর্জিত হলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

উদ্দীপকের B চিহ্নিত ৪নং অভীষ্ঠ এ বলা হয়েছে, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার পরিমাণ বাড়াতে হবে যা এসডিজির গুণগত শিক্ষা অভীষ্ঠকে উপস্থাপন করে। গুণগত শিক্ষা হলো সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। বাংলাদেশে গুণগত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, শিক্ষার প্রযুক্তিগত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষার সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। অন্যদিকে C চিহ্নিত অভীষ্ঠ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো নামক অভীষ্ঠকে তুলে ধরে। শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। এটি নতুন শিল্প সৃষ্টি, রফতানি বৃদ্ধি, এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে বাংলাদেশের জন্য এটি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি দেশের অর্থনীতিকে প্রধানত কৃষি থেকে শিল্প ও সেবা খাতে পরিবর্তনে সহায়তা করে। এই দুটি অভীষ্ট অর্জনের জন্য সরকার, বেসরকারি খাত এবং সিভিল সোসাইটির সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এছাড়াও, সামাজিক সচেতনতা, নীতি নির্ধারণে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা এই লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য অপরিহার্য। সরকারের পাশাপাশি জনগণের অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা এই প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করতে পারে।

সব মিলিয়ে, গুণগত শিক্ষা এবং শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামোর উন্নয়ন হলো বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য দুটি মৌলিক ভিত্তি। এই দুটি অভীষ্ট অর্জিত হলে, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তবে, এই পথ চলা সহজ নয় এবং এর জন্য সমগ্র জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ▸ ০৬

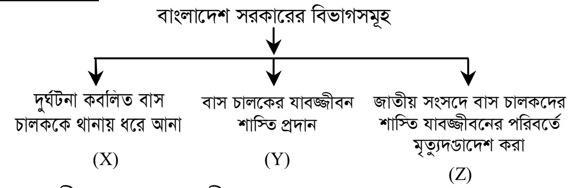

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কী? ১

খ. সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'Y' সরকারের কোন বিভাগকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Z' বিভাগটি 'X' বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে– মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক জনগণের স্বশাসন।

খ সিটি কর্পোরেশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো মহানগরীর স্বায়ত্তশাসন এবং স্থানীয় সরকারের কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করা। সিটি কর্পোরেশন নগরীর উন্নয়ন, পরিকল্পনা, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন এবং জননিরাপত্তা সহ নানাবিধ সেবা প্রদানে দায়বদ্ধ। সিটি কর্পোরেশনের গঠন কাঠামো অনুসারে, একজন মেয়র এবং এলাকা-ভিত্তিক নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ এই সংস্থার প্রধান হিসেবে কাজ করেন। এই সংস্থাগুলি নগরীর সমস্যা সমাধানে এবং নাগরিক সেবা উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকে। সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে নগরীর উন্নয়নের জন্য স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন করা হয় এবং নাগরিকদের কাছে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার প্রত্যাশা করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে **১২**টি সিটি কর্পোরেশন রয়েছে, যার প্রত্যেকটি নিজস্ব এলাকার উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন গঠনের মাধ্যমে নগরীর পরিকল্পনা এবং উন্নয়নে একটি সুসংহত এবং সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হয়, যা নগরীর সার্বিক উন্নতি সাধনে সহায়ক।

গ উদ্দীপকে 'খ' বিভাগ দ্বারা সরকারের বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়েছে। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সুদূরপ্রসারী।

বিচার বিভাগ বহুবিধ কার্য সম্পন্ন করে। এ বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রচলিত আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং আইন অমান্যকারীর বিচার করা। দেওয়ানি, ফৌজদারি প্রভৃতি মামলায় সত্য ঘটনা অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিচার বিভাগ অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে। বিচার বিভাগের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং সেই অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করা। অনেক সময় বিচারকগণ সম্পূরক কিছু আইনও সংযোজন করেন। এছাড়াও সংবিধানের অভিভাবক হিসেবেও বিচার বিভাগ কাজ করে।

উদ্দীপকের 'খ' বিভাগে উল্লিখিত আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান ও মৌলিক অধিকার রক্ষা করা বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। বিচার বিভাগ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে আইনের অনুশাসনকে অক্ষুণ্ন রাখে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত 'খ' বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এক ও অভিন্ন।

ঘ উদ্দীপকের 'গ' বিভাগ দ্বারা আইন এবং 'ক' বিভাগ দ্বারা শাসন বিভাগকে বোঝানো হয়েছে। আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা শাসন সংক্রান্ত যেকোনো কাজের জন্য সংসদের কাছে দায়ী থাকে। সংসদের কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে আইন বিভাগ তথা সংসদ সরকারের যেমন ভাল কাজের প্রশংসা করে তেমনি সরকারের মন্দ কাজের সমালোচনাও করে। এছাড়াও সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকারের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকে। সংসদ মুলতবি প্রস্তাব, নিন্দা প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীদের প্রতি প্রশ্ন বা অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। সংসদ সদস্যদের আস্থা হারালে যেকোনো মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

উদ্দীপকের 'ক' বিভাগে বর্ণিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা শাসন বিভাগের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে 'গ' বিভাগে বর্ণিত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন আইন বিভাগের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। গণতান্ত্রিক যেকোনো রাষ্ট্রে শাসন বিভাগের কাজ আইন বিভাগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপরের আলোচনায় সুস্পষ্ট হলো যে, শাসন বিভাগ আইন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৭

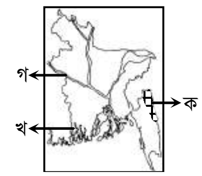

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১

খ. নদীর প্রবাহ হ্রাস পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মানচিত্রে 'গ' চিহ্নিত স্থানে কোন নদীর ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত বনভূমির মধ্যে কোন বনভূমিটি আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে বেশি ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানি ব্যবস্থাপনা বলে।

খ নদীতে পলি জমে যাওয়ায় এবং নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি উত্তোলনের কারণে নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায়।

নদীর পানিতে প্রচুর পরিমাণে পলিমাটি থাকে। এই পলিমাটি নদীর তলদেশে জমতে থাকে। এতে নদীর গভীরতা হ্রাস পায়। ফলে নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায়। আবার কোনো কোনো নদী থেকে সেচসহ নানা কাজে পাম্প দিয়ে প্রচুর পানি উত্তোলন করায় পানি প্রবাহ কমে যায়। এছাড়াও নিয়ম-নীতি না মেনে নদীর ওপর যত্রযত্র ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের ফলেও নদীর পানি প্রবাহ হ্রাস পায়।

গ মানচিত্রের 'গ' চিহ্নিত স্থানে পদ্মা নদীর ইঙ্গিত রয়েছে।

পদ্মা নদী ভারত ও ভারতের উত্তরবঙ্গে গঙ্গা এবং বাংলাদেশে পদ্মা নামে পরিচিত। এর উৎপত্তিস্থল মধ্য হিমালয়ের গাঙ্গোত্রী হিমবাহে। উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজ্য অতিক্রম করে গঙ্গা রাজশাহী জেলা দিয়ে পদ্মা নামে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। চাঁদপুরে এসে এ নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বরিশাল ও নোয়াখালী অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন ৩৪,১৮৮ বর্গ কি.মি.। পশ্চিম থেকে পূর্বে নিম্নগঙ্গায় অসংখ্য শাখা নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ভাগীরথী, হুগলি, মাথাভাঙ্গা, ইছামতী, ভৈরব, কুমার, কপোতাক্ষ, নবগঙ্গা, চিত্রা, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।

উদ্দীপকে বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত 'গ' স্থানটি হলো রাজশাহী জেলাকে নির্দেশ করা হয়েছে যেখান থেকে পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। সে হিসেবে 'গ' স্থানের নদীটি পদ্মা নদীকেই নির্দেশ করে।

ঘ 'ক' চিহ্নিত বনভূমি দ্বারা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এবং 'খ' চিহ্নিত বনভূমিটি হলো স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে স্রোতজ বা গরান বনভূমির ভূমিকা অত্যাধিক।

জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের বনের সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের তিনটি শ্রেণিবিভাগ লক্ষ করা যায়। এর দুটি হলো স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) ও পত্রপতনশীল বনভূমি। উদ্দীপকে এ বনভূমি দুটিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' চিহ্নিত তথা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পত্রপতনশীল এবং স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বনভূমিকে নির্দেশ করে। এ দুটি বনভূমির মধ্যে অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন অধিক ভূমিকা পালন করে। সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বাংলাদেশ ও ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। এর ঘন বনাঞ্চল ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন এবং অন্যান্য উপকূলীয় ঝড়ের প্রভাব হ্রাস করে, যা উপকূলীয় জনপদের জন্য একটি প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। সুন্দরবনের গাছপালা মাটির ক্ষয় রোধ করে এবং সমুদ্রের লবণাক্ত পানির প্রবেশ আটকায়, যা কৃষি জমি ও মিঠা পানির উৎসকে রক্ষা করে। এছাড়া, এই বন বায়ুমণ্ডলের কার্বন ধারণ করে এবং বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবেলায় সহায়তা করে। সুন্দরবন বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল হওয়ায়, এটি জৈব বৈচিত্র্যের এক অনন্য উৎস এবং পরিবেশগত স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। তাই, সুন্দরবন না শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা করে, বরং এটি একটি জীবন্ত ইকোসিস্টেম হিসেবে পরিবেশের সার্বিক সুস্থতায় অবদান রাখে।

প্রশ্ন ▸ ০৮

ব্যাংক	কার্যক্রম
A	জনগণের অর্থ তিনটি পদ্ধতিতে লেনদেন করে।
B	সরকারের সকল ব্যাংকসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।
C	অসহায় নারী-পুরুষকে বিনা জামানতে স্বল্প ঋণদান করে।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. আয়কর জনগণের কাছ থেকে কীভাবে আদায় করা হয়? ২

গ. উদ্দীপকের 'A' কোন ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'C' ব্যাংক এর নিয়ন্ত্রণ 'B' ব্যাংকের হাতে− মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত সরকারের নীতি ও পদ্ধতিকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আয়কর প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার জনকল্যাণ সাধন, প্রশাসন পরিচালনা ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে কর সংগ্রহ করে, যার অন্যতম হলো আয়কর। জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের ওপর এ কর ধার্য করা হয়। যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে তাদের নিকট হতে প্রগতিশীল হারে আয়কর আদায় করা হয়। আর সরকারের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্যই জনগণ আয়কর দিয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে 'A' দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংককে বোঝানো হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা। ব্যাংকের আমানত সাধারণত তিন ধরনের− চলতি, সঞ্চয়ী এবং স্থায়ী আমানত। অনুরূপ বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' ব্যাংক ব্যবস্থাতেও বিদ্যমান।

উদ্দীপকের 'A' ব্যাংক জনগণের অর্থ তিনটি পদ্ধতিতে লেনদেন করে। সুতরাং 'A' ব্যাংকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ। এ ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। ঋণ প্রদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করাও বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ। কাগজি নোট প্রচলন করার ক্ষমতা কেবল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের থাকলেও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকারীর ঋণপত্র ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতাদের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমেই বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ কাজ পরিচালিত হয়। নিরাপদে এবং দ্রুত টাকা স্থানান্তর করেও বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণকে সহায়তা করে।

ঘ উদ্দীপকের 'B' ব্যাংক দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং 'C' দ্বারা গ্রামীণ ব্যাংককে নির্দেশ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে। মন্তব্যটি যথার্থ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সকল ব্যাংকের ব্যাংক বলা হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ সকল ব্যাংককেই তাদের মূলধনের নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই জমার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ। মুদ্রা সংকোচন ও মুদ্রাস্ফীতি এড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

উদ্দীপকে 'C' ব্যাংক অসহায় নারী-পুরুষকে বিনা জামানতে স্বল্প ঋণদান করে যা গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলিকে তুলে ধরছে। আবার 'B' ব্যাংক সরকারের সকল ব্যাংক সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এরূপ কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের। কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রামীণব্যাংকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান, যা মূলত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, যিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তালিকাভুক্ত নয়, তবে এটি সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৮৩ অনুযায়ী, ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদে সরকার মনোনীত তিনজন এবং ঋণগ্রহীতাদের নির্বাচিত নয়জন সদস্য থাকেন। এই পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের সকল মৌলিক সিদ্ধান্ত নেয় এবং ব্যাংকের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র মানুষদের আর্থিক স্বাবলম্বী করা এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করা। এই ব্যাংক সরকারের নীতি ও নির্দেশনা মেনে চলে, সরকার এবং ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সরকার গ্রামীণ ব্যাংকের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০৯

স্থান	অক্ষরেখা	দ্রাঘিমা রেখা	তারিখ	সময়
P	২৫° উঃ	৬০° পঃ	২৫ শে সেপ্টেম্বর	দুপুর ১ টা
Q	৪০° উঃ	৫০° পঃ	২৫ শে সেপ্টেম্বর	?

ক. মূল মধ্যরেখা কাকে বলে? ১

খ. প্রমাণসময় নির্ণয় করা হয় কেন? ২

গ. Q স্থানের সময় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর P ও Q স্থানের ঋতু একই হবে? মতামত দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রিনিচ মানমন্দিরের ওপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে কাল্পনিক মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে, তাকে মূল মধ্যরেখা বলে।

খ একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট দূর করার জন্য প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়।

দ্রাঘিমারেখার উপর মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানের সময়কালকে দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। সেজন্য প্রত্যেক দেশের একটি প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। তবে দেশটি আয়তনে বড় হলে কয়েকটি প্রমাণ সময় থাকে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় রয়েছে।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত ছকের 'P' চিহ্নিত স্থানটির দ্রাঘিমা ৬০° পশ্চিম এবং 'Q' চিহ্নিত স্থানটির দ্রাঘিমা ৫০° পশ্চিম। উক্ত স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্য হলো ৬০° – ৫০° = ১০°।

প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। অতএব ১০° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ১০° × ৪ = ৪০ মিনিট।

'P' চিহ্নিত স্থান ও 'Q' চিহ্নিত স্থান উভয়টিই পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত। দ্রাঘিমারেখার মান অনুযায়ী 'Q' স্থানটি 'P' স্থানের পূর্বে অবিস্থত। তাই 'Q' স্থানের সময় ৪০ মিনিট বেশি হবে।

সুতরাং 'Q' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় হবে দুপুর ১টা ৪০ মিনিট।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'P' ও 'Q' স্থানের ঋতু একই হবে।

সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থানে ঋতু পরিবর্তিত হয়। বার্ষিক গতির ফলে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়ে এবং সর্বত্র দিবা-রাত্রি সমান হয়। সে জন্য এ তারিখের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত মোট তিন মাস তাপমাত্রা মধ্যম ধরনের থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল বিরাজ করে।

উদ্দীপকে 'P' ও 'Q' স্থান দুটি উভয়ই উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত এবং অক্ষ রেখার পার্থক্য খুবই কম। অর্থাৎ ১৫° মাত্র। ২১শে সেপ্টেম্বর সময়ে 'P' ও 'Q' উভয় স্থানেই সূর্যরশ্মি লম্বভাবে কিরণ দেবে ফলে এ সময় উত্তর স্থানে শরৎকাল বিরাজ করবে। তবে 'P' ও 'Q' স্থান দুটি যদি আলাদা গোলার্ধে অবস্থিত হতো, তবে একস্থানে শরৎকাল আরেকস্থানে বসন্তকাল বিরাজ করতো। কিন্তু একই গোলার্ধে অবস্থিত হওয়ায় উভয় স্থানে শরৎকালে বিরাজ করবে।

পরিশেষে বলা যায়, 'P' ও 'Q' স্থানদ্বয় একই গোলার্ধে অবস্থিত হওয়ায় ২৫শে সেপ্টেম্বর শরৎকাল বিরাজ করবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **তথ্য-১ :** আজকাল বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করে। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইসিটি ল্যাবে ২০/২৫টি কম্পিউটার দিয়ে ICT ক্লাস করানো হয়।

তথ্য-২ : নাফিস মেঘলা গ্রামের ছেলে। সে দশ বছর পর দেশে এসে দেখে তার গ্রাম আর আগের মতো নেই। গ্রামের মেয়েরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। এখন আর কোনো মেয়েকে অল্প বয়সে টাকা দিয়ে বিয়ে দিচ্ছে না। অনেক মেয়েরাই গ্রামের স্কুল কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে।

ক. শিল্পায়ন কী? ১

খ. সমাজজীবনে সামাজিক পরিবর্তন কীরূপ প্রভাব ফেলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্য-১ এ সমাজ পরিবর্তনের কোন উপাদানটির উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য-২ এর উল্লিখিত উপাদানটি নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রকে বৃদ্ধি করছে– মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি ও সমাজে পরিণত হয়।

খ সমাজ জীবনে সামাজিক পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষের জীবনধারা, চিন্তাভাবনা, এবং আচার-আচরণে প্রভাব ফেলে। প্রযুক্তির উন্নতি, শিক্ষার প্রসার, এবং আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন সমাজের গঠন ও কাঠামোকে পরিবর্তন করে। যেমন, ইন্টারনেটের ব্যাপক ব্যবহার মানুষের তথ্য প্রাপ্তির উপায় পরিবর্তন করেছে, যা সামাজিক সম্পর্ক এবং যোগাযোগের ধরনে পরিবর্তন আনছে। শিক্ষার প্রসার মানুষের চিন্তাভাবনাকে আরও উন্মুক্ত করে তুলেছে এবং সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধকে বাড়িয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন মানুষের জীবনমান এবং সামাজিক স্থিতির উন্নতি ঘটায়। এই পরিবর্তনগুলি সমাজের মৌলিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে, যা সামাজিক সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানে নতুন দিগন্ত তৈরি করে। তবে, সামাজিক পরিবর্তন কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা এবং সংঘাতের কারণ হতে পারে, যা সমাজের স্থিতিশীলতা এবং সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত করে।

গ তথ্য-১ এ সমাজ পরিবর্তনের প্রযুক্তি উপাদানটির উল্লেখ রয়েছে।

প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মানসিক গঠন এবং সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রযুক্তির ক্রমোন্নতিতে সমাজব্যবস্থায় দুই ধরনের ফলাফল দেখা যায়। একটি প্রত্যক্ষ এবং অপরটি পরোক্ষ। কতকগুলো সামাজিক পরিবর্তন প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যেমন– সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি, বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতা অর্জন, গ্রামীণ জীবনের উপর নাগরিক জীবনের প্রভাব প্রভৃতি। এগুলো প্রযুক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব।

উদ্দীপকের তথ্য-১ এ বলা হয়েছে, আজকাল বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করে। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ল্যাবে ২০/২৫টি কম্পিউটার দিয়ে ICT ক্লাস করানো হয়। এরূপ বর্ণনায় সমাজ পরিবর্তনে প্রযুক্তি উপাদানটির পরিচয় প্রকাশ পায়। বর্তমান সময়ে সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির এমন উপস্থিতি সামাজিক পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ঘ তথ্য-২ এ উল্লিখিত উপাদানটি হলো শিক্ষা। শিক্ষা নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রেকে বৃদ্ধি করছে। মন্তব্যটি যথার্থ।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। নারীরা এখন শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। নারীরা ব্যাপক সংখ্যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশব্যাপী কলেজগুলোতে স্নাতক (সম্মান), স্নাতক (পাস), স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পড়ালেখা করছে। তারা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। নারী শিক্ষা অবৈতনিক হওয়ায় গ্রামীণ মেয়েরা আগের চেয়ে পড়াশোনা সুযোগ বেশি পাচ্ছে। তাছাড়া নারী শিক্ষার সম্প্রসারনের লক্ষ্যে সরকার উপবৃত্তি প্রকল্প চালু করেছে, যা গ্রামীণ নারী শিক্ষাকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছে। এখন গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি কন্যা শিশুর শিক্ষাকে সমানভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। এর ফলস্বরূপ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা ও এইচএসসি পরীক্ষার নারী শিক্ষার্থীরা ফলাফলে অনেক এগিয়ে রয়েছে।

উদ্দীপকের তথ্য-২ এর বর্ণনায় নারী শিক্ষার অগ্রগতি বর্ণিত হয়েছে। এ শিক্ষা নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। একসময় যেখানে নারীরা শুধু গৃহকর্মে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে শিক্ষার আলো তাদের জীবনে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। শিক্ষিত নারীরা এখন পেশাগত জীবনে সমান অধিকার ও সম্মান অর্জন করছে, যা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে উন্নত করেছে। তারা শিক্ষকতা, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসায় এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শিক্ষা তাদের আত্মনির্ভরশীল করেছে, যা তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। এছাড়াও, শিক্ষা নারীদের সামাজিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতি সচেতন করেছে, যা তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা তাদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রতি সচেতন হয়েছেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী উপাদান হয়ে উঠেছেন।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিক্ষা বাংলাদেশের নারীদের জীবনে এক অপরিহার্য ও পরিবর্তনমূলক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ নিয়াজ, মিরাজ ও সিয়ামের কথোপকথন :

নিয়াজ : মিরাজ, তুই প্রায় ১৫ দিন ধরে স্কুলে আসিস না। কারণ কী? আর সিয়াম তোকেও তো প্রায় এক মাস ধরে স্কুলে দেখছি না। আমরা অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের প্রতিদিন স্কুলে আসা উচিত।

মিরাজ : আমি আর স্কুলে আসতে পারব নারে। বাবার অসুস্থতার কারণে আমাকে টেম্পোর হেলপারের কাজ নিতে হয়েছে।

সিয়াম : আমি তো ঘরে ১ মাস ধরে পা ভেঙে শুয়ে আছি। হোন্ডার সাথে ধাক্কা খেয়ে আমার এই অবস্থা।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. শিশু-কিশোররা কীভাবে অপরাধী হয়ে উঠে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সিয়ামের সমস্যাটি কোন ধরনের সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, শুধুমাত্র "জাতিসংঘ শিশু সনদ" মিরাজের সমস্যাটি প্রতিরোধ করতে সক্ষম? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক নৈরাজ্য হলো সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ।

খ শিশু ও কিশোররা বিভিন্ন কারণে অপরাধে জড়িত হয়ে থাকে। প্রায়শই এটি সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানের ফলে ঘটে।

দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, পারিবারিক সংকট এবং সামাজিক অস্থিরতা শিশুদের অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। যখন শিশুরা তাদের পরিবার থেকে যথেষ্ট আদর, যত্ন এবং নিরাপত্তা পায় না, তখন তারা অন্যান্য উপায়ে এই অভাবগুলো পূরণের চেষ্টা করে। অনেক সময়, তারা বন্ধুত্ব এবং স্বীকৃতির জন্য অপরাধপ্রবণ গ্রুপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এছাড়া, মিডিয়া ও ইন্টারনেটে অপরাধমূলক কার্যকলাপের গ্ল্যামারাইজেশন তাদের মধ্যে অপরাধের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। শিক্ষার অভাব তাদের সঠিক এবং ভুলের মধ্যে পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা হ্রাস করে, যা অপরাধের প্রতি তাদের প্রবণতা বাড়ায়। অপরাধপ্রবণ পরিবেশে বেড়ে উঠা শিশুরা অপরাধকে জীবনের একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে দেখতে শেখে। এই সমস্ত কারণের ফলে, শিশু ও কিশোররা অপরাধের পথে পা বাড়ায়।

গ সিয়ামের সমস্যাটি যে সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে তা হলো সড়ক দুর্ঘটনা।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো সড়ক দুর্ঘটনা। চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাকেই সড়ক দুর্ঘটনা বলে। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট ও যানবাহন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্ঘটনার হারও অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলেছে। সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতের সংখ্যা।

উদ্দীপকের সিয়াম স্কুলে না আসার কারণ সম্পর্কে জানায় সে ঘরে ১ মাস ধরে পা ভেঙে শুয়ে আছে। হোন্ডার সাথে ধাক্কা খেয়ে তার এই অবস্থা। এরূপ বক্তব্যে সড়ক দুর্ঘটনারই প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পায়। কেননা কোনো যানবাহনের দ্বারা সংঘঠিত দুর্ঘটনা সড়ক দুর্ঘটনা নামে পরিচিত। সুতরাং সিয়ামের ঘটনাটি সড়ক দুর্ঘটনাকেই তুলে ধরে।

ঘ মিরাজের সমস্যাটি হলো 'শিশুশ্রম'। শুধুমাত্র জাতিসংঘ শিশু সনদ 'শিশুশ্রম' নামক সমস্যা প্রতিরোধে যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে শিশুশ্রম একটি বড়ো সমস্যা। যে বয়সে শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, সমবয়সিদের সাথে খেলাধুলা করার কথা ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে কাজ করতে হয়। দরিদ্র পরিবারে সন্তানের ভরণপোষণ মিটিয়ে লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা-মার পক্ষে সম্ভব হয় না। মূলত দরিদ্রতার কারণেই শিশুশ্রম বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের মিরাজের স্কুলে আসতে না পারার কারণ হলো তার বাবার অসুস্থতার কারণে তাকে টেম্পোর হেলপারের কাজ নিতে হয়েছে। এরূপ ঘটনা শিশুশ্রমকে তুলে ধরে। শিশুশ্রম প্রতিরোধে ১৯৮৯ সালের জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশু শ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশু শ্রমের জন্য বয়স, বিশেষ কর্মঘণ্টা ও কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এছাড়া এ সনদে শিশুর সুরক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যা পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম নিরসনে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুসমর্থন করেছে। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত এ শিশু সনদ শিশুশ্রম প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। শিশুশ্রম প্রতিরোধে সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকলের করণীয় রয়েছে। কেননা শিশুশ্রম হলো এমন একটি সামাজিক অভিশাপ যা শিশুদের ভবিষ্যত ও স্বপ্নকে ধ্বংস করে। এই অভিশাপ থেকে শিশুদের মুক্তি দিতে সরকার ও সমাজের মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য। সরকারের উচিত শিশুশ্রম নিয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন করা এবং এর বাস্তবায়নে নিশ্চিত করা। শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও বিনামূল্যে করে শিশুদের স্কুলে যাওয়ার পথ সুগম করা উচিত। এছাড়াও, শিশুদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা উচিত। সমাজের মানুষের উচিত শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া এবং এর প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া। শিশুদের শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং তাদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করা উচিত। শিশুদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের শিশুদের শিক্ষার পথে প্রেরণা দেওয়া উচিত। সমাজের প্রত্যেক সদস্যের উচিত শিশুদের স্বপ্ন ও অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানো এবং তাদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য কাজ করা।

আলোচনা শেষে বলা যায়, শিশুশ্রম প্রতিরোধে জাতিসংঘ শিশু সনদের পাশাপাশি সরকার ও সমাজের মানুষের এই সমন্বিত প্রয়াস শিশুদের জীবনে আলোর পথ দেখাবে এবং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ দেবে। একটি সুস্থ ও শিক্ষিত সমাজ গড়ার পথে এটি একটি অপরিহার্য ধাপ।

সিলেট বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 150

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **জাতিসংঘ দিবস কোনটি?**
K ২৪ মার্চ L ২৪ জুন
M ২৪ আগস্ট N ২৪ অক্টোবর

২. **একটি দেশের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কে?**
K সরকার L কেন্দ্রীয় ব্যাংক
M বাণিজ্যিক ব্যাংক N বিশ্বব্যাংক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব মিজান আগ্নেয়াস্ত্র, স্পিরিট ও বিষের লাইসেন্স প্রদান করেন। তিনি বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৩. **জনাব মিজান বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর কোন স্তরে চাকরি করেন?**
K ১ম L ২য়
M ৩য় N ৪র্থ

৪. **জনাব মিজান নিচের কোন দায়িত্ব পালনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত?**
K আইন তৈরি L প্রতিরোধমূলক বিচার কার্য
M কর্মসংস্থান সৃষ্টি N এতিমখানা স্থাপন

৫. **গণতন্ত্র বলতে বোঝায়–**
i. জনগণের শাসন ii. কল্যাণমূলক শাসন iii. প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৬. **জনাব রহিম তার স্ত্রী, সন্তান, বাবা, মা, দাদা ও দাদিসহ একত্রে বসবাস করেন। তার পরিবারের রূপ হলো–**
K অনুপরিবার L যৌথ পরিবার
M বর্ধিত পরিবার N মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

৭. **বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র?**
K ১৩৪ L ১৩৫ M ১৩৬ N ১৩৭

৮. **প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে কে সংসদ ভেঙে দিতে পারেন?**
K সংসদের হুইপ L স্পিকার
M প্রধান বিচারপতি N রাষ্ট্রপতি

৯. **যে সম্পদের উপর সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে তাকে কোন ধরনের সম্পদ বলে?**
K ব্যক্তিগত L সমষ্টিগত
M জাতীয় N আন্তর্জাতিক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
২০২০ সালে একটি দেশের মোট জাতীয় আয় ছিল ৪৮০০ কোটি ইউএস ডলার। দেশটির জনসংখ্যা ছিল ১৬ কোটি।

১০. **উক্ত দেশটির মাথাপিছু আয় কত ডলার?**
K ৩০ L ৩০০ M ৩০০০ N ৩০,০০০

১১. **আয়ের ভিত্তিতে উক্ত দেশটি কোন ধরনের দেশ?**
K নিম্ন আয়ের L উচ্চ আয়ের
M নিম্ন মধ্য আয়ের N উচ্চ মধ্য আয়ের

১২. **নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব হলো–**
i. সংবিধান মেনে চলা ii. আইনের প্রতি সম্মান দেখানো
iii. সততার সাথে ভোট দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে নারীরা আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। এর যথার্থ কারণ হলো–**
K শিক্ষার উন্নয়ন L শিক্ষার প্রচার
M সামাজিক গতিশীলতা N সামাজিক সচেতনতা

১৪. **টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র কোনটি?**
K গুণগত শিক্ষা L জেন্ডার সমতা
M অসমতা হ্রাস N পরিবেশ সংরক্ষণ

১৫. **কোনটি সামাজিক দূরত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে?**
K শিল্পায়ন ও নগরায়ণ L শিল্পায়ন ও যাতায়াত
M যাতায়াত ও নগরায়ণ N শিল্পায়ন ও মানসিকতা

১৬. **এসডিজির অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা কয়টি?**
K ০৮টি L ১৩টি
M ১৭টি N ১৯টি

১৭. **বর্তমানে কোন দেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র চালু আছে?**
K নরওয়ে L ইংল্যান্ডে
M গ্রিসে N সুইজারল্যান্ডে

১৮. **তিস্তা ব্যারেজটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে –**
i. কৃষিকাজে ii. পানি নিষ্কাশনে iii. বন্যা প্রতিরোধে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৯. **সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল কারণ কী?**
K মূল্যবোধের অবক্ষয় L শিক্ষার অভাব
M রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা N স্বজনপ্রীতি

২০. **মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশে কয়টি উপাদান কাজ করে?**
K ২টি L ৩টি M ৪টি N ৫টি

২১. **'V' নামক ব্যাংকে মিসেস কুলসুম এর একটি আমানত হিসাব রয়েছে। তিনি তার আমানত হিসাব থেকে যে-কোনো সময় টাকা উত্তোলন করতে পারেন। মিসেস কুলসুম এর ব্যাংক হিসাবটি কোন ধরনের?**
K সঞ্চয়ী L চলতি M মেয়াদি N তলবি

২২. **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন–**
i. প্রথম রাষ্ট্রপতি ii. ছয় দফার প্রবক্তা iii. বাংলাদেশের স্থপতি
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৩. **সূর্য নিজ অক্ষের চারিদিকে কতদিনে একবার ঘুরে?**
K ২০ দিনে L ২৫ দিনে
M ৩০ দিনে N ৩৫ দিনে

২৪. **বাঙালির নিজস্ব জাতিসত্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখে কোনটি?**
K ভাষা আন্দোলন L গণঅভ্যুত্থান
M ৭০-এর নির্বাচন N ছয় দফা

২৫. **স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র কোথায় চালু করা হয়?**
K ঢাকায় L কুমিল্লায়
M রাজশাহীতে N চট্টগ্রামে

২৬. **পাকিস্তানের কেন্দ্র ও প্রদেশে ঘন ঘন সরকার পতনের যৌক্তিক কারণ হলো–**
i. শাসকগোষ্ঠীর চক্রান্ত ii. রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্র
iii. সামরিক বাহিনীর চক্রান্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৭. **কোন গ্রহের উপরিভাগে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি রয়েছে?**
K বুধ L শুক্র
M মঙ্গল N বৃহস্পতি

২৮. **সুজন বন্ধুদের সাথে নৌকা ভ্রমণে গেল। তারা যে নদীতে ভ্রমণ করল সে নদীটি সৃষ্টি হয়েছে সিলেট জেলায় সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত স্থলে। নদীটির নাম কী?**
K কর্ণফুলী L যমুনা M ব্রহ্মপুত্র N মেঘনা

২৯. **রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?**
K চার L পাঁচ M ছয় N সাত

৩০. **স্রোতজ সমভূমিতে অবস্থিত নিচের কোন অঞ্চল?**
K বরিশাল, পটুয়াখালী L নোয়াখালী, ফেনী
M খুলনা, পটুয়াখালী N সুনামগঞ্জ, নেত্রকোণা

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

ঘটনা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
X	আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব
Y	ইস্কান্দর মীর্জা, আইয়ুব খান
Z	ড. সামসুজ্জোহা, আসাদুজ্জামান আসাদ

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে আধা সামরিক বাহিনী কেন গঠন করতে চেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-'Y' দ্বারা কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাশক্তি হিসেবে 'X' এবং 'Z' ঘটনার ভূমিকা রয়েছে'।– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

২। মুক্তিযোদ্ধা কবির সাহেবের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে তাঁর ভাই তাহের কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, 'আমার কলেজ পড়ুয়া বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কুমিল্লার বি-পাড়ার একটি স্থানে সম্মুখযুদ্ধে শহিদ হন।

ক. শহীদ নুর হোসেনের বুকে ও পিঠে লিখিত স্লোগানটি কী ছিল? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুক্তিযুদ্ধে জনাব কবির কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দৃশ্যকল্পে উল্লিখিত দেশটির অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

৩।

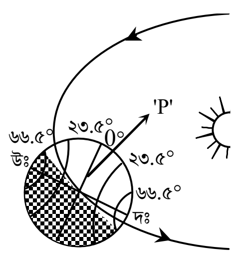

ক. গ্রহ কাকে বলে? ১

খ. মরাকটাল কেন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে 'P' চিহ্নিত রেখাটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভিন্ন ঋতু বিরাজ করছে।'– উদ্দীপকের চিত্রের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** জাতীয় সংসদে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট পাস হয়। এতে বিভিন্ন পণ্যের ওপর ধার্যকৃত করের হার নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন খাতের ব্যয় বরাদ্দও চূড়ান্ত হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত এক আইন প্রয়োগে মি. জামান স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে অনিয়ম জেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি লিখিত অভিযোগ করেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসন বজায় থাকা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ এ প্রণীত আইনটি বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। **দৃশ্যকল্প-১ :** Z এলাকায় সিটি কর্পোরেশন থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় মশা নিধনের ঔষধ স্প্রে করে। এতে এলাকাটি অনেকাংশে মশামুক্ত হয়। একইসাথে এলাকায় বাসিন্দারাও তাদের আশেপাশে যাতে বিভিন্ন স্থানে পানি না জমে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য নিজ উদ্যোগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব করিম একটি শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি লক্ষ করলেন তার বসবাসকৃত এলাকায় একদিকে যেমন বহুতলবিশিষ্ট ভবন রয়েছে অন্যদিকে তেমনি বস্তিও রয়েছে।

ক. অংশীজন কাকে বলে? ১

খ. তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ SDG-এর কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি SDG অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে।'– তুমি কি একমত? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। জনাব ইকবাল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের একটি ইউনিটের প্রধান। অন্যদিকে জনাব মামুন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সদস্য। তিনি তার এলাকার ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ক. শাসন বিভাগ কাকে বলে? ১

খ. অভিশংসন কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব মামুন কোন স্থানীয় সংস্থার সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো জনাব ইকবালের প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৭।

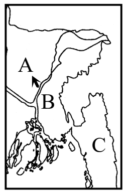

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের তাপমাত্রা কেন কখনো অতিরিক্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় না? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত নদীর গতিপথ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মানচিত্রের 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

ঘটনা	লোকসংখ্যা (কোটিতে)	মোট জাতীয় আয় (কোটি ডলারে)	পণ্যের মূল্য (কেজি প্রতি)
X	২	৬৪০০	১০০
Y	১.৫	৭৫০০	২০০

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে 'X' দেশটি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো X দেশের তুলনায় Y দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বেশি উন্নত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯।

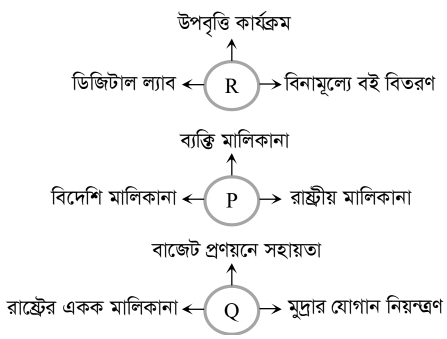

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন কর সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'R' দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের কোন খাতকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে 'P' ও 'Q' ব্যাংকের কার্যাবলিতে ভিন্নতা রয়েছে।'– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** করিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.জি পাশ করে গ্রামে এসে চাষাবাদ শুরু করেন। উন্নতমানের বীজ, সার ও সঠিক নিয়মে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে তার জমির উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। তাকে অনুসরণ করে অনেকেই উন্নত চাষাবাদ শুরু করেছেন।

দৃশ্যকল্প-২ : চট্টগ্রামের নারী উদ্যোক্তা সমিতির সভাপতি ফাতেমা বেগম স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১

খ. 'শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলই নগরায়ণ'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ করিম সাহেবের গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করবে। তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **ঘটনা-১ :** দিনমজুর মফিজ মিয়া পরিবার নিয়ে বস্তিতে থাকেন। তার ১৪ বছর বয়সি ছেলে বাবা-মায়ের কোনো কথা শুনে না। সে প্রায়ই আশে-পাশের সমবয়সিদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত থাকে।

ঘটনা-২ : মি. 'প' অসুস্থ হলে তাকে রক্ত দিতে হয়। কিন্তু রক্ত দেয়ার ৭-৮ মাস পর থেকে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার দ্রুত ওজন কমতে থাকে। সবসময় জ্বর ও পেটের সমস্যা লেগে থাকে। তিনি অবসাদ অনুভব করেন। ডাক্তার তাকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন।

ক. মাতৃকল্যাণ কাকে বলে? ১

খ. জঙ্গিবাদকে কেন ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।' তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	M	৪	L	৫	N	৬	K	৭	M	৮	N	৯	K	১০	K	১১	K	১২	N	১৩	M	১৪	N	১৫	K
	১৬	M	১৭	N	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	L	২২	N	২৩	L	২৪	K	২৫	N	২৬	N	২৭	M	২৮	N	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

ঘটনা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ
X	আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব
Y	ইস্কান্দর মীর্জা, আইয়ুব খান
Z	ড. সামসুজ্জোহা, আসাদুজ্জামান আসাদ

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে আধা সামরিক বাহিনী কেন গঠন করতে চেয়েছিলেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-'Y' দ্বারা কোন ঐতিহাসিক বিষয়কে নির্দেশ করা হয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাশক্তি হিসেবে 'X' এবং 'Z' ঘটনার ভূমিকা রয়েছে'।– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালির জাতিগত পরিচয়ে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তাকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে।

খ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য আধা সামরিক বাহিনী গঠন করতে চেয়েছিলেন।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। অরক্ষিত এ অঞ্চল যেকোনো সময় ভারতের আক্রমণের শিকার হতে পারত। এমনকি এ সময় প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাঙালি সেনারা জীবন বাজি রেখে লাহোর রক্ষা করলেও আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেননি।

গ ঘটনা- 'Y' দ্বারা পাকিস্তানের সামরিক শাসনকে নির্দেশ করা হয়েছে।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মির্জা সমগ্র পাকিস্তানে সামারিক আইন জারি করেন এবং সেনাবাহিনীর তৎকালীন সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত ও দেশত্যাগে বাধ্য করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি নিজেকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে যেসব পদক্ষেপ নেন তা হলো: ১. নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা, ২. পূর্ব ঘোষিত ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন স্থগিত করা, ৩. দুর্নীতি ও চোরাচালন দূর করার অঙ্গীকার ব্যক্ত ও ৪. রাজনৈতিক দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের ১১ বছরের সমারিক শাসনের অবসান ঘটে।

উদ্দীপকে ঘটনা 'Y' এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন, ইস্কান্দার মীর্জা ও আইয়ুব খান। এই ব্যক্তিদ্বয় ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সাথে জড়িত ছিলেন। সুতরাং 'Y' দ্বারা পাকিস্তানের সামরিক শাসনকে নির্দেশ করছে।

ঘ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাশক্তি হিসেবে 'X' তথা ভাষা আন্দোলন এবং 'Z' তথা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে একক কোনো ঘটনা নয় বরং একাধিক ঘটনার উপস্থিতি ছিল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত হয় তারই উত্তাপে বাঙালি বারংবার পাকিস্তানি বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বাঙালির জাগ্রত চেতনার এমনই এক বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে। যা বাঙালিকে নিজেদের স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে অনুপ্রেরণা দান করে।

উদ্দীপকে X দ্বারা ভাষা আন্দোলনকে আলোকপাত করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যই ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়। আর স্বায়ত্তশাসনের দাবির পথ ধরে আসে স্বাধীনতার দাবি। যার চূড়ান্ত ফল হিসেবে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়। অন্যদিকে উদ্দীপকের Z তথা '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এতই তীব্র রূপ ধারণ করে যে, আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধুসহ সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। আন্দোলনের তীব্রতায় সামরিক শাসক আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন এবং নতুন সামরিক সরকার ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। গণঅভ্যুত্থানের ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চিন্তার বিকাশ ঘটে। এর প্রভাবেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয় লাভ করে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ স্বাধীনতা লাভের বাসনায় প্রাণপণে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করে। ফলে এদেশের মানুষ শোষণ বঞ্চনা থেকে মুক্তি পায়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের 'X' তথা ভাষা আন্দোলন এবং 'Z' তথা '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেরণাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ মুক্তিযোদ্ধা কবির সাহেবের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে তাঁর ভাই তাহের কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, 'আমার কলেজ পড়ুয়া বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কুমিল্লার বি-পাড়ার একটি স্থানে সম্মুখযুদ্ধে শহিদ হন।

ক. শহীদ নুর হোসেনের বুকে ও পিঠে লিখিত স্লোগানটি কী ছিল? ১

খ. সর্বজনীন ভোটাধিকার কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মুক্তিযুদ্ধে জনাব কবির কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দৃশ্যকল্পে উল্লিখিত দেশটির অবদান বিশ্লেষণ করো। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক শহীদ নুর হোসেনের বুকে ও পিঠে লিখিত স্লোগানটি ছিল ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক’।

খ সর্বজনীন ভোটাধিকার বলতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোট দানের অধিকারকে বুঝানো হয়।
বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে যে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়সী অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো নাগরিক ‘এক ব্যক্তি এক ভোট’ নীতির ভিত্তিতে ভোট প্রদান করতে পারবে। প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোট দানের অধিকারকেই সর্বজনীন ভোটাধিকার বলা হয়।

গ মুক্তিযুদ্ধে জনাব কবির ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন।
১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিরাট অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। অনেকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করে। মুক্তিবাহিনীতে একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। মুক্তিবাহিনীর অনিয়মিত শাখার এক বিরাট অংশ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় সংগঠিত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের মহান আত্মত্যাগ ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন কঠিন হতো।
উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা কবির সাহেবের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে তাঁর ভাই তাহের কেঁদে ফেলেন। তিনি বলেন, ‘আমার কলেজ পড়ুয়া বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি কুমিল্লার বি-পাড়ার একটি স্থানে সম্মুখ যুদ্ধে শহিদ হন। এরূপ বর্ণনার মাধ্যমে সহজে অনুধাবন করা যায়, জনাব কবির মুক্তিযুদ্ধে এদেশের ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দৃশ্যকল্পে উল্লিখিত দেশটি হলো ভারত।
আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভারত। পাকিস্তানি হানাদারদের বর্বরতাকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরে বিশ্ববিবেক জাগ্রত করতে সহায়তা করে ভারত। লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব কবির পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। উদ্দীপকের দেশটির এই কার্যক্রম মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার ও জনগণের সহযোগিতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ভারত সুস্পষ্ট সমর্থন জানায়। দীর্ঘ নয় মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও সংবাদ এটি বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি বাহিনীকে রুখে দাঁড়ালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এসময় ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে সাহায্য করে। এপ্রিলের শেষ দিকে ত্রিপুরাসহ ভারতের মাটিতে বাঙালি তরুণ-যুবকদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হয়, যা নভেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল। এছাড়া পাকিস্তানি সেনাদের হত্যাযজ্ঞ ও নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচতে গ্রাম ও শহরাঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি বাঙালি সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব বাঙালি শরণার্থীকে সাহায্যের জন্য ভারত সরকার তাদের সীমান্ত খুলে দেয়। পাশাপাশি কলকাতায় অবস্থান করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার পরিচালনা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল। আবার, মুক্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনী মিলিত হয়ে যৌথকমান্ড গঠন করে। এই যৌথবাহিনীর তীব্র আক্রমণের ফলে কোণঠাসা হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উদ্দীপকের দেশ অর্থাৎ ভারত ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিল যা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

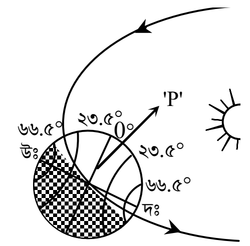

ক. গ্রহ কাকে বলে? ১
খ. মরাকটাল কেন হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্রে 'P' চিহ্নিত রেখাটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. ‘উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভিন্ন ঋতু বিরাজ করছে।’– উদ্দীপকের চিত্রের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা নিরুপণ করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কতগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে। এদেরকে গ্রহ বলে।

খ চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে। চাঁদের এই আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের নিকটবর্তী হয় সেখানে চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সমকোণে অবস্থান করার ফলে চন্দ্রের আকর্ষণে এ সময়ে চাঁদের দিকে জোয়ার হয়। কিন্তু সূর্যের আকর্ষণের জন্য এ জোয়ারের বেগ তত প্রবল হয় না। এ রূপ জোয়ারকে মরাকটাল বলে। এক মাসে দুই বার মরা কটাল হয়।

গ চিত্রে 'P' চিহ্নিত রেখাটি হলো নিরক্ষরেখা বা বিষুব রেখা।
দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। পৃথিবীর গোলাকার আকৃতির জন্য এ রেখা বৃত্তাকার, তাই রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলা হয়। নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়। নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়।
উদ্দীপকের চিত্রে আমরা দেখতে পাই 'P' চিহ্নিত রেখাটি নিরক্ষরেখাকেই নির্দেশ করছে। নিরক্ষেরেখার মান 0°। নিরক্ষরেখার উত্তর পাশে উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ পাশে দক্ষিণ গোলার্ধ অবস্থিত। তাই বলা যায় 'P' চিহ্নিত রেখাটি নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা।

ঘ পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ঋতু বিরাজ করে।
বার্ষিক গতির জন্য সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয় এবং দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। পৃথিবীর সময়ভেদে এ পরিবর্তনকে ঋতু পরিবর্তন বলে।
২১শে জুনের পর থেকে সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে পতিত হতে থাকে। ফলে এসময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ

গোলার্ধে সূর্য তির্যকভাবে পতিত হয় বলে এ সময় শীতকাল বিরাজ করে। ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর থেকে সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে পড়তে থাকে বলে এসময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক তার বিপরীত ঋতু বসন্তকাল বিরাজ করে থাকে। ২২শে ডিসেম্বরের পর থেকে সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে বলে এসময় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল এবং দক্ষিন গোলার্ধে ঠিক তার বিপরীত ঋতু গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে এবং সর্বশেষ ২১শে মার্চ থেকে সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভঅবে কিরণ দিতে থাকে বলে উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল থাকে।

সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীর আবর্তন এবং সূর্যের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ভিন্ন ঋতু বিরাজ করে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** জাতীয় সংসদে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বাজেট পাস হয়। এতে বিভিন্ন পণ্যের ওপর ধার্যকৃত করের হার নির্ধারিত হয় এবং বিভিন্ন খাতের ব্যয় বরাদ্দও চূড়ান্ত হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত এক আইন প্রয়োগে মি. জামান স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে অনিয়ম জেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি লিখিত অভিযোগ করেন।

ক. নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. আইনের শাসন বজায় থাকা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ এ প্রণীত আইনটি বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাকে নাগরিক বলে।

খ আইনের শাসন ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না বলে আইনের শাসন বজায় থাকা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগ থাকে না। সমাজে আইনের শাসনের প্রাধান্য থাকলে কেউ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সরকারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় অযৌক্তিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আর এসব কারণে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন গুরুত্বপূর্ণ।

গ দৃশ্যকল্প-১ রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলিকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গাকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ দেখা যায়, জাতীয় সংসদে ২০২৪-২৪ অর্থ বছরের বাজেট পাস হয়। যেখানে বিভিন্ন পণ্যের ওপর কর হার নির্ধারণ ও বিভিন্ন খাতের ব্যয় বরাদ্দ চূড়ান্ত হয়। যা রাষ্ট্রের মুখ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। অর্থ ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহ ও বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাজেট প্রণয়ন, কর হার নির্ধারণ ও ব্যয় বরাদ্দের মতো বিষয়াদির দায়িত্ব পালন করে থাকে। সুতরাং উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ রাষ্ট্রের মুখ্য কার্যাবলিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনটি হলো তথ্য অধিকার আইন। আইনটি বিভিন্ন সংস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল ২০০৯ তথ্য অধিকার আইন জারি করে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এই আইন প্রণীত হয়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এ জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত এক আইন প্রয়োগে মি. জামান স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কে জানতে পারেন। এতে অনিয়ম জেনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি লিখিত অভিযোগ করেন। এখানে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। প্রতিটি সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে ও দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে। জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে মানবাধিকার ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। সর্বোপরি গণতন্ত্রের ভিত মজবুত হবে।

সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এ প্রণীত আইনটি তথা তথ্য অধিকার আইন বিভিন্ন সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্যকল্প-১ :** Z এলাকায় সিটি কর্পোরেশন থেকে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় মশা নিধনের ঔষধ স্প্রে করে। এতে এলাকাটি অনেকাংশে মশামুক্ত হয়। একইসাথে এলাকায় বাসিন্দারাও তাদের আশেপাশে যাতে বিভিন্ন স্থানে পানি না জমে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য নিজ উদ্যোগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব করিম একটি শিল্পাঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি লক্ষ করলেন তার বসবাসকৃত এলাকায় একদিকে যেমন বহুতলবিশিষ্ট ভবন রয়েছে অন্যদিকে তেমনি বস্তিও রয়েছে।

ক. অংশীজন কাকে বলে? ১

খ. তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ SDG-এর কোন বিষয়টিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি SDG অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে।'– তুমি কি একমত? মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন।

খ তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার অনেকের মনোবৈকল্য ঘটাচ্ছে। ফলে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ। ইন্টারনেট আসক্তি অল্প বয়সীদের পড়ালেখার ক্ষতি করছে। জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারেও তথ্য প্রযুক্তির অসৎ ব্যবহার চলছে। তাই প্রয়োজন তথ্য প্রযুক্তি আইনের কঠোর প্রয়োগ। তা না হলে নতুন প্রজন্মের মেধার অপচয় ঠেকানো যাবে না, অপরাধও আরো বেড়ে যাবে। কাজেই তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ SDG এর অংশীদারিত্ব বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।
উন্নয়নের সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। তারা যদি উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে চায় তাহলে অংশীজন হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে উন্নয়নে তাদের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব।
উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এ বলা হয়েছে, Z এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ হ্রাসে সিটি কর্পোরেশন মশা নিধনের ঔষধ স্প্রে করে। একই সাথে এলাকার জনগণ তাদের আশেপাশে যাতে পানি না জমে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সেজন্য নিজ উদ্যোগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে মূলত এসডিজির অংশীদারিত্বের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ের সঙ্গো অংশীদারিত্বের গুরুত্ব রয়েছে। অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়ায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের সঙ্গো সাধারণ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফলে সাধারণ মানুষ এসডিজি অর্জনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হবে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব খুবই গুরুত্ব বহন করে। এসডিজি অর্জন কেবল নিজ দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি SDG অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ আয় বৈষম্যকে নির্দেশ করেছে।
বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়নের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো সম্পদ বৈষম্য। উদ্দীপকের প্রতিবেদনে এদেশে অতি ধনীর সংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং ধনী-দরিদ্রের আয় বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে, যা এদেশের সম্পদ বৈষম্যকে নির্দেশ করছে।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন। সম্পদের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। সমাজে একশ্রেণির মানুষ ভূমি দখল, নদী দখল, বন দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কুক্ষিগত করে অপরিমিত সম্পদের মালিক হচ্ছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ফলে দারিদ্র্য আরও প্রকট হচ্ছে।
সুতরাং দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি তথা আয় বৈষম্য SDG অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব ইকবাল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের একটি ইউনিটের প্রধান। অন্যদিকে জনাব মামুন বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন একটি স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সদস্য। তিনি তার এলাকার ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামাসহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

ক. শাসন বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. অভিশংসন কী? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. জনাব মামুন কোন স্থানীয় সংস্থার সদস্য? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো জনাব ইকবালের প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত ও সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে শাসন বিভাগ বলে।

খ অভিশংসন হলো জাতীয় সংসদের বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা।
অভিশংসন বলতে সাংবিধানিক পদের অধিকারী কোনো ব্যক্তিকে পদচ্যুত করা হবে কি না সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত সংসদীয় বিচারকে বোঝায়। সংবিধানের কোনো ধারা লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণের জন্য অথবা দৈহিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ সাংবিধানিক পদের অধিকারী ব্যক্তিকে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের সমর্থনে অভিশংসন করতে পারে। উল্লিখিত কারণে জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন বা অপসারণ করতে পারে। প্রয়োজনে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও ন্যায়পালকে অপসারণ করার ক্ষমতাও সংসদের রয়েছে।

গ জনাব মামুন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।
বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। গ্রামাঞ্চলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এর লক্ষ। জনাব মামুন এ স্থানীয় সংস্থার সদস্য।
উদ্দীপকে জনাব মামুন যে স্থানীয় সংস্থার সদস্য সেটি বাংলাদেশের একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। তিনি ছাড়াও সেখানে আরো ১২ জন সদস্য রয়েছেন। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা তার প্রধান দায়িত্ব। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রেই এ তথ্যগুলো প্রযোজ্য। কারণ এদেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হলো ইউনিয়ন পরিষদ। এর প্রধান কাজ হলো এলাকার অপরাধ, বিশৃঙ্খলা, চোরাচালান বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ঝগড়া-বিবাদ নিরসনে ভূমিকা পালন, পারিবারিক বিরোধের আপস-মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। ইউনিয়ন পরিষদে একজন নির্বাচিত চেয়ারম্যান, নয় জন নির্বাচিত সাধারণ সদস্য ও তিনজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য থাকেন। অর্থাৎ চেয়ারম্যান ছাড়া আরোও ১২ জন সদস্য ইউনিয়ন পরিষদে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব মামুন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য।

ঘ জনাব ইকবালের প্রতিষ্ঠানটি তথা জেলা প্রশাসন কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর তৃতীয় স্তর। প্রত্যেক বিভাগ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৪টি জেলা রয়েছে। জেলা প্রশাসককে কেন্দ্র করে জেলার সমগ্র শাসন আবর্তিত হয়। জেলা প্রশাসক বা ডেপুটি কমিশনার হলেন জেলা প্রশাসনের মধ্যমণি। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি প্রশাসনের উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনারের পরই তাঁর স্থান।
উদ্দীপকের জনাব ইকবাল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একজন অভিজ্ঞ সদস্য। তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৃতীয় স্তরের একটি ইউনিটের প্রধান। এর মাধ্যমে সহজেই বোঝা যায় জনাব ইকবাল জেলা প্রশাসনের প্রধান। জেলা প্রশাসনের সঙ্গো কেন্দ্রের যোগসূত্র বিদ্যমান। বাংলাদেশ সচিবালয়ে জেলা-সংক্রান্ত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত সরাসরি জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরিত হয়। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেলা প্রশাসন পরিচালনা করেন। আর জেলা প্রশাসকদের কেন্দ্র কহেই জেলার প্রশাসন পরিচালিত ও আবর্তিত। জেলা প্রশাসক তাঁর কাজের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কাছে দায়ী। বিভাগীয় কমিশনার আবার যাবতীয় কার্যাবলির জন্য কেন্দ্রের নিকট দায়ী। বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে জেলা ও কেন্দ্রের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়।
সুতরাং বলা যায়, জনাব ইকবালের প্রতিষ্ঠানটি তথা জেলা প্রশাসন কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রশ্ন ▸ ০৭

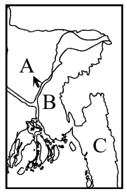

ক. পানি ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের তাপমাত্রা কেন কখনো অতিরিক্ত নিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায় না? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মানচিত্রের 'A' চিহ্নিত নদীর গতিপথ বর্ণনা করো। ৩

ঘ. মানচিত্রের 'B' ও 'C' চিহ্নিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যা ঘনত্বের তারতম্যের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক পানির পরিকল্পিত প্রাপ্যতা ও ব্যবহারকে পানি ব্যবস্থাপনা বলা হয়।

খ বাংলাদেশে মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাবে তাপমাত্রা কখনো অতিরিক্ত নিম্নপর্যায়ে পৌঁছায় না।

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমী জলবায়ুর প্রভাব এখানে এত বেশি যে, সামগ্রিকভাবে এ জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ু প্রবাহিত হয় বলে এদেশে জানুয়ারি মাসের শীতেও গড় তাপমাত্রা ১৭.৭ ডিগ্রি সে. থাকে।

গ উদ্দীপকের চিত্রে 'A' চিহ্নিত নদীটি হলো মেঘনা।

আসামের বরাক নদী নাগা-মণিপুর অঞ্চলে উৎপত্তি হয়ে সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত ধারা সুনামগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জের কাছে কালনী নামে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। এটি ভৈরব বাজার অতিক্রম করে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। মুন্সীগঞ্জের কাছে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যার মিলিত জলধারাই মেঘনায় এসে যুক্ত হয়েছে। সেখান থেকে চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিস্তৃত মোহনার সৃষ্টি করেছে। এটি পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে।

ঘ ভূ-প্রকৃতির গঠনের ভিন্নতার কারণে এদেশে অঞ্চলভেদে জনসংখ্যার ঘনত্বের তারতম্য দেখা যায়। নদীবিধৌত বাংলাদেশের সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুব উর্বর। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত। বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।

উদ্দীপকের মানচিত্রে 'B' চিহ্নিত স্থানটি টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহের অন্তর্গত রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে, 'A' চিহ্নিত অঞ্চলটি খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু এলাকা নিয়ে গঠিত স্রোতজ সমভূমিকে বোঝায়। 'B' অঞ্চলটি পার্বত্য এলাকা হওয়ায় জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য বিধায় জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। এসব অঞ্চলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ ভালো রাস্তাঘাট অথবা রেল সংযোগ থাকলে জীবিকার সংস্থান সহজ হয়ে উঠতো। সমভূমির মতো কৃষিজমির উর্বরতা বেশি থাকলে মানুষ সহজে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারত। তাহলে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমতলভূমির মত ঘনবসতি গড়ে উঠতো।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, 'B' অঞ্চলটিতে 'A' অঞ্চলের মতো কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা সহজসাধ্য হলে এটিও জনবহুল অঞ্চলে পরিণত হতো।

প্রশ্ন ▸ ০৮

ঘটনা	লোকসংখ্যা (কোটিতে)	মোট জাতীয় আয় (কোটি ডলারে)	পণ্যের মূল্য (কেজি প্রতি)
X	২	৬৪০০	১০০
Y	১.৫	৭৫০০	২০০

ক. মোট দেশজ উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে 'X' দেশটি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো X দেশের তুলনায় Y দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বেশি উন্নত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের অভ্যন্তরে এক বছরে চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সামষ্টিক মূল্যই হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো নেতিবাচক অর্থে দারিদ্র্যের একটি বিশেষ অবস্থা।

কোনো দেশের জনগণের আয়ের স্বল্পতার ফলে দেখা দেয় সঞ্চয়ের স্বল্পতা। এর ফলে বিনিয়োগের মাত্রাও কম হয়। বিনিয়োগ কম বলে মূলধনের স্বল্পতা দেখা দেয়, যার ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং মাথাপিছু আয় কমে যায়। দারিদ্র্যের বিভিন্ন পর্যায়ে এই আবর্তনকেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে।

গ মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উদ্দীপকে উল্লেখিত 'X' দেশটি মধ্যম আয়ের দেশ।

বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে। এগুলো হলো– উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্য আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ। মধ্য আয়ের দেশগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে– উচ্চমধ্য আয়ের দেশ এবং নিম্নমধ্য আয়ের দেশ। যে দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় ১০০৬ ডলার থেকে ৩৯৭৫ ডলার পর্যন্ত সে দেশগুলোকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। আবার উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত এ তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। মূলত নিম্ন মধ্য আয়ের দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, X দেশটির জাতীয় আয় ৬৪০০ কোটি ডলার এবং মাথাপিছু ৩২০০ মার্কিন ডলার। আয় স্তরের ভিত্তিতে দেশটি নিম্নমধ্য আয়ের দেশের অন্তর্ভুক্ত। আবার উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে নিম্নমধ্য আয়ের দেশগুলোকেই উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। তাই বলা যায় মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে X দেশটি নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ।

ঘ উদ্দীপকের 'X' দেশের তুলনায় 'Y' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলক বেশি উন্নত।

মাথাপিছু আয় ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করে। উচ্চ মাথাপিছু আয় উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে। তবে জীবনমান নির্ধারণের জন্য উচ্চ মাথাপিছু আয়ের সাথে দ্রব্যমূল্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। মূল্যস্তর অপরিবর্তিত থেকে মাথাপিছু আয় বাড়লে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এবং মাথাপিছু আয় কমলে জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে (GNI) সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের দেশ দুটির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে,

$$\text{'X' দেশের মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{'ঢ' দেশের মোট জাতীয় আয়}}{\text{'ঢ' দেশের মোট জনসংখ্যা}}$$

$$= \frac{\text{৬৪০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{২ কোটি}}$$

$$= \text{৩২০০ মার্কিন ডলার।}$$

$$\text{'Y' দেশের মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{'ণ' দেশের মোট জাতীয় আয়}}{\text{'ণ' দেশের মোট জনসংখ্যা}}$$

$$= \frac{\text{৭৫০০ কোটি মার্কিন ডলার}}{\text{১.৫ কোটি}}$$

$$= \text{৭১৪৩ মার্কিন ডলার।}$$

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, 'Y' দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। তাই বলা যায়, 'X' দেশের তুলনায় 'Y' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান বেশি উন্নত।

প্রশ্ন ▶ ০৯

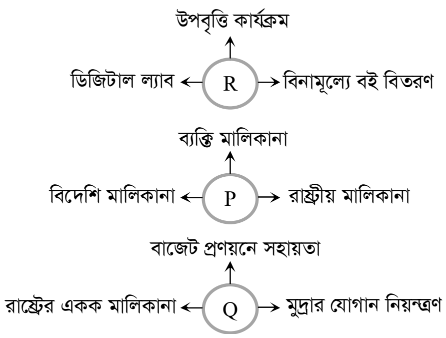

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. মূল্য সংযোজন কর সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'R' দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের কোন খাতকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে 'P' ও 'Q' ব্যাংকের কার্যাবলিতে ভিন্নতা রয়েছে।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ যেকোনো দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। এ স্তরগুলোতে দ্রব্য বা সেবার ওপর যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হলে তাকে মূল্য সংযোজন কর বলে। ১৯৯১ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশে মূসক চালু করা হয়। বর্তমানে আমদানিকৃত ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং নির্ধারিত কয়েকটি সেবা খাতের ওপর মূসক আরোপ করা হয়েছে। এটি সরকারি আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

গ উদ্দীপকে 'R' দ্বারা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের যে খাতকে নির্দেশ করা হয়েছে তা হলো শিক্ষা খাত।

সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার তার ব্যয়ের একটি বিরাট অংশ শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ করে। এ কারণে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিক্ষা।

উদ্দীপকে শিক্ষা খাতে ব্যয়ের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সরকারকে সাম্প্রতিককালে এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসার জন্য অনুদান, উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিস্তারের নতুন নতুন কার্যক্রমে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে।

ঘ উদ্দীপকের 'P' ইঙ্গিতকৃত ব্যাংকটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং 'Q' ইঙ্গিতকৃত ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলিতে ভিন্নতা রয়েছে।

ঋণ প্রদান বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণত মূল্যবান সম্পত্তি বন্ধক রেখে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রধানত স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে। কিন্তু বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যমেয়াদি ও ক্ষেত্রবিশেষ দীর্ঘমেয়াদি ঋণও দিয়ে থাকে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের হিসাব-নিকাশ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এ ব্যাংক সুদ ছাড়া সরকারের অর্থ জমা রাখে এবং প্রয়োজনবোধে সরকারকে ঋণ প্রদান ও আর্থিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করে।

সুতরাং বলা যায়, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলিতে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** করিম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.জি পাশ করে গ্রামে এসে চাষাবাদ শুরু করেন। উন্নতমানের বীজ, সার ও সঠিক নিয়মে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে তার জমির উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। তাকে অনুসরণ করে অনেকেই উন্নত চাষাবাদ শুরু করেছেন।

দৃশ্যকল্প-২ : চট্টগ্রামের নারী উদ্যোক্তা সমিতির সভাপতি ফাতেমা বেগম স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি অনেক নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১

খ. 'শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলই নগরায়ণ'– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ করিম সাহেবের গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোন উপাদানটি কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করবে। তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো জাতির জীবনব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে।

খ ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ জীবন ছেড়ে নগর জীবন পদ্ধতি গ্রহণের প্রক্রিয়াই নগরায়ণ।

বাংলাদেশে স্বাধীনতাউত্তরকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পের প্রসার ঘটেছে। এই শিল্প প্রসারের ফলে বেকারত্ব ঘুচাতে গ্রামের অনেক দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক নগরমুখী হচ্ছে এবং নগর জীবন গ্রহণ করছে। তাছাড়া ব্যাপক শিল্পায়নের ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ প্রক্রিয়া সূচিত হয়ে নগরায়ণের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে খুলনার খালিশপুর, চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ড, সিলেটের ছাতক প্রভৃতি আজ শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত। তাই বলা যায়, নগরায়ণ হলো শিল্পায়নের ফল। শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফলই নগরায়ণ।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত করিম সাহেবের গ্রামে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের পর্যবেক্ষণ, উদ্ভাবন ও সৃজনশীল শক্তিকে জাগ্রত করে। আর প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। প্রযুক্তির প্রচলন ও প্রসারের মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পের মতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধি পায়। এটি সামাজিক পরিবর্তনও সাধিত করে।

উদ্দীপকের করিম পড়াশোনা শেষ করে চাকরির বদলে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেন। কারণ শিক্ষার কারণে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কৃষির উন্নতিতে করিম প্রযুক্তির সহায়তা গ্রহণ করেন। চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে জনাব করিম গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাকে অনুসরণ করে গ্রামের অন্যরাও ফলনবৃদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের আর্থিক অবস্থা তথা জীবনমানের উন্নতি ঘটায়। অর্থাৎ শিক্ষা ও প্রযুক্তি এ দুটি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্দীপকের করিম সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত বিষয়টি নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করবে। উক্তিটির সাথে আমি একমত।
বর্তমানে নারীর সামাজিক জীবন ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারী আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। তারা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। এসব শিক্ষিত নারীরা বিভিন্ন পেশা, যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা, পুলিশ, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর এই কর্মযোগ তাদের সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।
উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এ দেখা যায়, নারী উদ্যোক্তা সমিতির সভাপতি ফাতেমা বেগম স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু করলেও বর্তমানে তিনি সফল উদ্যোক্তা। নারীর এই ভূমিকা নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে। নারীরা এক সময় গৃহস্থালি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভালো চাকরি করে পরিবারে বাড়তি অর্থ উপার্জনের সুযোগ সম্প্রসারিত করছে। সরকারি প্রশাসন, পুলিশ, ডাক-সমবায়, আনসারসহ প্রায় সবগুলো ক্যাডারে নারীদের বিরাট অংশ চাকরি করছে। যার মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের পথ আরও সুগম হচ্ছে।
অতএব বলা যায়, নারীর ভূমিকার পরিবর্তন নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ **ঘটনা-১ :** দিনমজুর মফিজ মিয়া পরিবার নিয়ে বস্তিতে থাকেন। তার ১৪ বছর বয়সি ছেলে বাবা-মায়ের কোনো কথা শুনে না। সে প্রায়ই আশে-পাশের সমবয়সিদের সাথে মারামারিতে লিপ্ত থাকে।
ঘটনা-২ : মি. 'প' অসুস্থ হলে তাকে রক্ত দিতে হয়। কিন্তু রক্ত দেয়ার ৭-৮ মাস পর থেকে তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার দ্রুত ওজন কমতে থাকে। সবসময় জ্বর ও পেটের সমস্যা লেগে থাকে। তিনি অবসাদ অনুভব করেন। ডাক্তার তাকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন।

ক. মাতৃকল্যাণ কাকে বলে? ১
খ. জঙ্গিবাদকে কেন ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা বলা হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।' তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক মায়ের স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে মাতৃকল্যাণ বলে।

খ সমাজজীবনে জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রভাব ভয়াবহ ও মারাত্মক। জঙ্গি কর্মতৎপরতার কারণে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া জঙ্গি কার্যক্রম আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিদের সংরক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে একই সাথে বসবাসকারী মানুষজন, আবাসস্থল, প্রতিবেশীদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এ কারণে জঙ্গিবাদকে ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা বলা হয়।

গ উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ কিশোর অপরাধ নামক সামাজিক সমস্যাটি বিদ্যমান।
অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে বা শিশু-কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধকেই কিশোর অপরাধ বলা হয়। সাধারণত ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সি কিশোর-কিশোরীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধই কিশোর অপরাধ। যেসব কাজ কিশোর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে সেগুলো হচ্ছে– চুরি, খুন, জুয়া খেলা, স্কুল পালানো, বাড়ি থেকে পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, বিদ্যালয় ও পথে ঘাটে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পকেট মারা, মারপিট করা, বোমাবাজি, গাড়ি ভাংচুর, মেয়েদের উত্যক্ত করা, বিনা টিকিটে ভ্রমণ, অশোভন ছবি দেখা ইত্যাদি। আমাদের দেশের কিশোর অপরাধীরা সাধারণত এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকে।
উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ দিনমজুর মফিজ মিয়ার ছেলে বাবা মায়ের কোনো কথা শোনে না। সে সমবয়সীদের সথে মারামারিতে লিপ্ত হয়। এ কর্মকাণ্ডগুলো কিশোর অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। তাই বলা যায়, মফিজ মিয়ার ছেলের কর্মকাণ্ডে কিশোর অপরাধ নামক সমস্যাটি ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি এইডসকে নির্দেশক করছে। যা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে, যা তার পরিবারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে দুর্বল করে ফেলে। তাছাড়া পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে গোটা পরিবারের মধ্যে অসঙ্গতি ও বিপর্যয় নেমে আসে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্পর্কের অবনতি ঘটে।
এইডস বা এইচআইভির কারণে আমাদের দেশে নিরাপদ রক্তের প্রাপ্যতা ঝুঁকিপূর্ণ। দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর অব্যাহত উন্নয়ন এবং সেবা ব্যবস্থাও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বে এইডস এর করণে একদিকে অকাল মৃত্যুর হার বাড়ছে এবং গড় আয়ু কমছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও এইডস এর কারণে প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। উৎপাদনশীলতা কমে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।
সুতরাং বলা যায়, ঘটনা-২ এ উল্লিখিত সমস্যাটি তথা এইডস আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

☐ **নিচের চিত্রটি দেখে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

বাংলাদেশের ভূমিরূপ

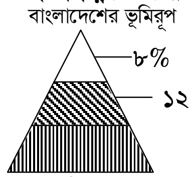

চিত্র

১. চিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির পরিমাণ কত শতাংশ?
ⓚ ৬৫% ⓖ ৭০% ⓖ ৭৫% ⓘ ৮০%

২. উক্ত প্লাবন সমভূমি সৃষ্টি হয় কীভাবে?
ⓚ বন্যার থেকে আসা মাটি জমা হয়ে ⓖ আন্তঃ বরফ গলা পানিতে
ⓖ ভূমিকম্পের ফলে
ⓘ হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময়ে

৩. আমাদের দেশ পরিচালনার মূল দলিলের বৈশিষ্ট্য–
i. এটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় ii. মৌলিক অধিকার স্বীকৃত
iii. স্ব-স্ব ধর্ম অনুশীলনের অধিকার
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান কোনটি?
ⓚ সার্বভৌমত্ব ⓖ সরকার ⓖ নির্দিষ্ট ভূ-খড ⓘ জনসমষ্টি

৫. আধুনিক রাষ্ট্রে আইনের প্রাচীনতম উৎস কোনটি?
ⓚ আইনসভা ⓖ বিচারকের ন্যায়বোধ
ⓖ ধর্ম ⓘ প্রথা

৬. জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী সদস্য কত?
ⓚ ৩০ জন ⓖ ৫০ জন ⓖ ৩০০ জন ⓘ ৩৫০ জন

৭. মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা–
ⓚ মন্ত্রী ⓖ সচিব ⓖ অতিরিক্ত সচিব ⓘ যুগ্ম-সচিব

৮. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আইনসভায়–
i. অধিকাংশের মতামত গৃহীত হয় ii. জনগণের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়
iii. নীতিবিবর্জিত প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৯. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
ⓚ ১৯৯৬ ⓖ ২০০১ ⓖ ২০০৮ ⓘ ২০১৩

১০. জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে কত সালে?
ⓚ ১৯১৮ ⓖ ১৯২০ ⓖ ১৯৩৯ ⓘ ১৯৪৫

১১. মি. 'P' N নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন। তিনি মহিলাদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মি. 'P' কোন ধরনের সংস্থায় কাজ করেন?
ⓚ CEDAW ⓖ UNICEF ⓖ FAO ⓘ UNFPA

১২. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে প্রয়োজন–
i. সমগ্র জাতিকে নিয়ে একত্রে কাজ করা ii. বৈশ্বিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা
iii. বিক্ষিপ্তভাবে পরিচালিত কর্ম তৎপরতা সমন্বয় করা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সুনীল অনেক পরিশ্রম করে স্বাধীনভাবে ড্রাগন ফল উৎপাদনে সফল হয়েছে। উৎপাদিত ফল বিক্রি করে সে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে।

১৩. সুনীলের দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে?
ⓚ পুঁজিবাদী ⓖ সমাজতান্ত্রিক ⓖ মিশ্র ⓘ ইসলামি

১৪. উক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য–
i. ভোক্তা প্রয়োজন মতো দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে
ii. প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা
iii. স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৫. 'T' দেশের প্রবৃদ্ধির হার ৭% এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫% হলে দেশটির অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি কেমন হবে?
ⓚ অনুন্নত হবে ⓖ অপরিবর্তিত থাকবে
ⓖ মাথাপিছু আয় কমবে ⓘ উন্নতির দিকে যাবে

১৬. নিচের কোনটি উন্নত দেশ?
ⓚ মালয়েশিয়া ⓖ কানাডা ⓖ তুরস্ক ⓘ ইরান

১৭. স্বাস্থ্য ঝুঁকি আছে এমন দ্রব্যের ভোগ কমানোর জন্য কোন শুল্ক আরোপ করা হয়?
ⓚ বাণিজ্য ⓖ সম্পূরক
ⓖ আবগারি ⓘ মাদক শুল্ক

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাকিব মা-বাবার একমাত্র সন্তান। মা-বাবার যত্নে সে পড়ালেখায় ভালো। প্রতিবেশি, সহপাঠী এবং বন্ধুদের সাথেও সে প্রত্যাশিত আচরণ করে।

১৮. উদ্দীপকে রাকিবের বেড়ে ওঠা নিচের কোন প্রক্রিয়াটি নির্দেশ করে?
ⓚ সামাজিকীকরণ ⓖ পারিবারিক আদর্শ
ⓖ সামাজিক প্রগতি ⓘ সামাজিক আদর্শ

১৯. রাকিবের অর্জিত হবে–
i. সামাজিক গুণাবলি ii. মানুষের সাথে মেলামেশার দক্ষতা
iii. পরমত সহিষ্ণুতা
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২০. নিচের কোনটি পারিবারিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে?
ⓚ যোগাযোগ ও প্রযুক্তি ⓖ শিল্পায়ন ও নগরায়ণ
ⓖ শিক্ষা ও প্রযুক্তি ⓘ যাতায়াত ও নগরায়ণ

২১. অধিকাংশ মহিলা প্রায়শই সংসারে অত্যাচার ও অবহেলা মোকাবিলা করে থাকেন। এটিকে কী বলে?
ⓚ বৈবাহিক সহিংসতা ⓖ মানসিক সহিংসতা
ⓖ সামাজিক সহিংসতা ⓘ পারিবারিক সহিংসতা

২২. বিশ্বে প্রথম HIV রোগী শনাক্ত হয় কত সালে?
ⓚ ১৯৮১ ⓖ ১৯৮৯ ⓖ ১৯৯৫ ⓘ ২০০২

২৩. মাতৃত্বজনিত ছুটি ৬ মাস কার্যকর করা হয় কখন?
ⓚ ৩০ ডিসেম্বর ২০০২ ⓖ ১৭ নভেম্বর ২০০৫
ⓖ ৯ জানুয়ারি ২০১১ ⓘ ১১ জানুয়ারি ২০১২

২৪. "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি"– শীর্ষক কবিতার রচয়িতা কে?
ⓚ আলাউদ্দিন আল আজাদ ⓖ আবদুল গফফার চৌধুরী
ⓖ মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ⓘ ড. মুনীর চৌধুরী

২৫. তমদ্দুন মজলিস কী ধরনের সংগঠন?
ⓚ রাজনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓖ সাংস্কৃতিক ⓘ অর্থনৈতিক

২৬. বাংলাদেশ সরকার বীরঙ্গানাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেন কত সালে?
ⓚ ১৯৯৭ সালে ⓖ ২০১০ সালে
ⓖ ২০১৪ সালে ⓘ ২০১৬ সালে

২৭. কোন গ্রহে বছরে দুইবার সূর্য উদিত হয় ও অস্ত যায়?
ⓚ বুধ ⓖ শুক্র ⓖ মঙ্গল ⓘ বৃহস্পতি

২৮. সূর্য নিরক্ষরেখায় লম্বভাবে কিরণ দেয়–
i. ২১ মার্চ ii. ২১ জুন iii. ২৩ সেপ্টেম্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৯. একে অপরের প্রতিপাদ বিন্দুতে–
i. ১২ ঘণ্টার ব্যবধান থাকে ii. দুটির অবস্থান দুই গোলার্ধে
iii. বিপরীত ঋতু বিরাজমান
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৩০. বাংলাদেশে শীতলতম মাস কোনটি?
ⓚ ডিসেম্বর ⓖ জানুয়ারি ⓖ মার্চ ⓘ সেপ্টেম্বর

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল)

বিষয় কোড 150

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **দৃশ্যপট-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্রী রীমা টিভিতে নাটক দেখছিল। নাটকে একটি মেডিকেল কলেজের দিক থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে একটি মিছিল এগিয়ে আসতে দেখা যায়, হঠাৎ পুলিশ মিছিলের উপর আক্রমণ চালায়। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।

দৃশ্যপট-২ : রীমার দাদা রীমাকে একটি নির্বাচনের কথা বলেন। নির্বাচনটিতে একটি দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পরও ক্ষমতাসীন সরকার দলটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে।

ক. যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন ক্ষমতায় ছিল? ১

খ. আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠন করা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রীমার দেখা নাটকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এর "নির্বাচন পরবর্তীতে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে আরও বেগবান করেছিল"।– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **১ম অংশ :** লুনা তার মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়। সেই বাসার দেয়ালে একটি ছবি লাগানো ছিল। ছবিতে একজন লোক কিছু বলছেন এবং তাঁর সামনে অসংখ্য লোক বসে আছে। লুনা তার মায়ের কাছে ছবিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এই ছবির ঘটনার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত।"

২য় অংশ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি ফ্রান্স দখল করে নিলে জেনারেল ডি গ্যালে লন্ডনে ফ্রান্সের একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন। সেই সরকারের দৃঢ় পরিচালণার মাধ্যমে জার্মানিদের পরাজিত করে ফ্রান্স নিজেদের সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিলো।"

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কেন বাতিল করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের **১**ম অংশে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে কোন ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত বিষয়টির মতো একটি বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেস্ট ভূমিকা পালন করেছিল।– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নাজু তার পরিবার নিয়ে গত জুন মাসে অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণে যান। যাওয়ার সময় তারা হালকা পোশাক পরিধান করে বিমানে আরোহণ করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা উলের মোটা কাপড় পরিধান করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ভিক্টোরিয়া অঙ্গরাজ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে যায়। সেখানে সমুদ্র ফুলে উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। যা দেখে নাজুর মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে নাজুকে সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠার কারণ জিজ্ঞেস করে। নাজু বলে এটা সমুদ্রের একটি অবস্থা যা প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দেখা যায়।

ক. গ্রহ কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে নাজুর পরিবারকে কী কারণে মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়েছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত সমুদ্রের অবস্থা পৃথিবীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।–বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **ছক**

বনভূমি	বৈশিষ্ট্য
A	সমতল ভূমির চেয়ে অনেক উঁচুতে এর অবস্থান
B	একটি বিশেষ ঋতুতে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝরে পড়ে
C	লবণাক্ত ভেজা মাটিতে এই বনের অবস্থান

ক. জলবিদ্যুৎ কাকে বলে? ১

খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সৌরশক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে B-এর বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে A ও C বনভূমির মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। **ছক**

X	Y
* অপরাধীকে দণ্ডদান	* মৌলিক অধিকার
* জননিরাপত্তা বাহিনী গঠন নিশ্চিতকরণ	* অধিকার নিশ্চিতকরণে আইন
* বিদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা	* প্রকল্প প্রস্তাব, আলোক চিত্র, হিসাব বিবরণী

ক. রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান কী? ১

খ. 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' দ্বারা সরকারের কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে "Y এর যথাযথ প্রয়োগ জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সুফল বয়ে আনবে।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬। **তথ্যচিত্র-১ :**

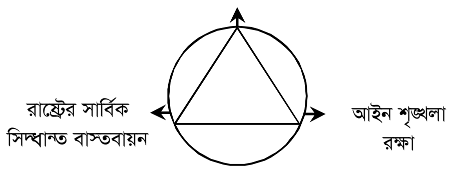

তথ্যচিত্র-২ :

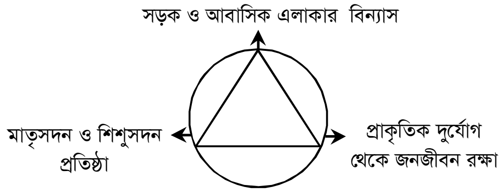

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. সচিবালয়কে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এ সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্যচিত্র-২ এ উল্লিখিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটির কাজগুলোকে তুমি কি যথেষ্ট বলে মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। **দৃশ্যপট-১ :** আমাদের দেশে অসংখ্য ইটভাঁটা রয়েছে। যার কালো ধোঁয়ায় প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন হচ্ছে।

দৃশ্যপট-২ : উন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও দেশ সমৃদ্ধ করতে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। যেমন : তরুণ সমাজকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, কৃষিখাতে প্রযুক্তি সংযোজন ইত্যাদি। বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়নের সুফল পেতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে যথাযথ নজরদারি প্রয়োজন।

ক. টেকসই উন্নয়ন কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়নের গতিকে কীভাবে ব্যাহত করছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে-১ এ টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনে কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ বিশ্লেষকদের মতামদের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। আহাদের দেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি। ঐ দেশের কোন এক বছরে দেশের জাতীয় আয় ৫৪০০০ কোটি টাকা। তিনি সম্প্রতি একটি দেশে চাকরির সুবাদে গিয়েছেন। সেই দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ৬৬১৭৮ (ইউএস ডলার)।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশ মানবসম্পদে রূপান্তরিত না হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আহাদের দেশের মাথাপিছু আয় ব্যাখ্যাসহ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্তমানে আহাদ যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আহাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। **উদ্দীপক-১ :** মাসুদ সাহেব একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে কর্মরত। প্রতিষ্ঠানটি জনগণের অর্থ জমা রাখে এবং শর্তসাপেক্ষে জনগণকে অর্থ দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপক-২ : মাসুদ সাহেব তার বেতনের টাকা হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতি বছর সরকারি তহবিলে জমা দেন। যা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যয় করে থাকে।

ক. মূল্য সংযোজন কর কী? ১

খ. বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাসুদ সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শুধুমাত্র মাসুদ সাহেবদের মতো মানুষের জমাকৃত অর্থ দিয়ে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না।'– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। **উদ্দীপক-১ :** কৃষক জনাব আবদুল রহমান তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনিসহ গ্রামে বাস করেন।

উদ্দীপক-২ : রিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, পড়াশুনার পাশাপাশি সে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত। বাড়িতে ছোটদের পড়ালেখা শেখায় এবং মা-দাদির প্রতি খেয়াল রাখে।

ক. মিথস্ক্রিয়া কী? ১

খ. ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গণ্যমাধ্যম কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ জনাব আবদুর রহমানের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ রিনার কর্মকাণ্ড পূর্ণাঙ্গ সামাজিকীকরণে কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **উদ্দীপক-১ :** ১৩ বছরের কিশোরী শেফালী। অভাবের তাড়নায় খালার সাথে ঢাকায় আসে এবং গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সেখানে বেশি দিন কাজ করতে পারে না। অনেকটা বাধ্য হয়ে পাথর ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়ে।

উদ্দীপক-২ : রকিব ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসতে একটি মাইক্রোবাস দুর্ঘটনা দেখতে পায়। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। পরিবহণ আইন সংস্কার এবং সচেতনতা বাড়াতে সরকারের নানা পদক্ষেপের পরেও এ ধরনের ঘটনা কমছে না।

ক. কিশোর অপরাধ কাকে বলে? ১

খ. দুর্নীতি কীভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত ঘটনা প্রতিরোধের জন্য সরকারি পদক্ষেপ কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	K	৩	N	৪	K	৫	N	৬	L	৭	L	৮	N	৯	M	১০	N	১১	K	১২	N	১৩	K	১৪	N	১৫	N
	১৬	L	১৭	M	১৮	K	১৯	N	২০	L	২১	N	২২	K	২৩	M	২৪	M	২৫	M	২৬	N	২৭	L	২৮	L	২৯	N	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **দৃশ্যপট-১ :** দশম শ্রেণির ছাত্রী রীমা টিভিতে নাটক দেখছিল। নাটকে একটি মেডিকেল কলেজের দিক থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গা করে একটি মিছিল এগিয়ে আসতে দেখা যায়, হঠাৎ পুলিশ মিছিলের উপর আক্রমণ চালায়। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়।

দৃশ্যপট-২ : রীমার দাদা রীমাকে একটি নির্বাচনের কথা বলেন। নির্বাচনটিতে একটি দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পরও ক্ষমতাসীন সরকার দলটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে।

ক. যুক্তফ্রন্ট সরকার কতদিন ক্ষমতায় ছিল? ১

খ. আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠন করা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রীমার দেখা নাটকের ঘটনাটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এর "নির্বাচন পরবর্তীতে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে আরও বেগবান করেছিল"।− বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তফ্রন্ট সরকার ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল।

খ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগে বাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলা হয়। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বপ্নভঙ্গা হয়। এই প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল ও গণমানুষের নেতৃত্বে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ১৯৫৫ সালে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক আদর্শের অধিকতর প্রতিফলন ঘটানোর জন্য 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' এর নাম 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' করা হয়।

গ রীমার দেখা নাটকের ঘটনাটি আমার পাঠ্যপুস্তকের ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে ইঙ্গিত করেছে।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে এ আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৫২ সালের ৩১শে জানুয়ারি কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে নতুনভাবে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ফলে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। পরিষদের নেতারা ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করে বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেদিন ছাত্র-জনতা মিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিছিল বের করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। এতে সালাম, বরকত, জব্বার, রফিকসহ অনেকে শহিদ হন।

উদ্দীপকের দশম শ্রেণির ছাত্রী রীমা টিভিতে নাটক দেখছিল। নাটকে একটি মেডিকেল কলেজের দিক থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গা করে একটি মিছিল এগিয়ে আসতে দেখা যায়, হঠাৎ পুলিশ মিছিলের উপর আক্রমণ চালায়। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কেননা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে গুলি চালায় এবং অনেকে শহিদ হন যেটি উদ্দীপকে স্পষ্ট। সুতরাং এখানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ দৃশ্যপট-২ এর নির্বাচনটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে নির্দেশ করে। এ নির্বাচন পরবর্তীতে জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে আরও বেগবান করে।− মন্তব্যটি যথার্থ।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর সামরিক শাসক আইয়ুব খানের পতনের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি এক ঘোষণায় পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। আর এ নির্বাচনই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীকের দৃশ্যপট-২ এর রীমার দাদা রীমাকে একটি নির্বাচনের কথা বলেন। নির্বাচনটিতে একটি দল বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পরও ক্ষমতাসীন সরকার দলটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা শুরু করে। এখানে ১৯৭০ সালের পাকিস্তান সাধারণ পরিষদের নির্বাচনের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল প্রণোদনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম এক ব্যক্তির এক ভোটের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আর এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলত এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক বিজয় ঘটে। অপরদিকে এটি ছিল পাকিস্তানের স্বার্থান্বেষী সরকারের জন্য বিরাট পরাজয়। শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে বিজয়ী বাঙালির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র করতে থাকে। যার প্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং এর ফলাফল হিসেবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যাপক প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। আর এ কারণেই আমি প্রশ্নের বক্তব্যকে যথার্থ বলে মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ০২ **১ম অংশ :** লুনা তার মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়। সেই বাসার দেয়ালে একটি ছবি লাগানো ছিল। ছবিতে একজন লোক কিছু বলছেন এবং তাঁর সামনে অসংখ্য লোক বসে আছে। লুনা তার মায়ের কাছে ছবিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এই ছবির ঘটনার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত।"

২য় অংশ : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মানি ফ্রান্স দখল করে নিলে জেনারেল ডি গ্যালে লন্ডনে ফ্রান্সের একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন। সেই সরকারের দৃঢ় পরিচালণার মাধ্যমে জার্মানিদের পরাজিত করে ফ্রান্স নিজেদের সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছিলো।"

ক. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী? ১

খ. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কেন বাতিল করা হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে কোন ঐতিহাসিক চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত বিষয়টির মতো একটি বিষয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

খ বঙ্গবন্ধু খুনিদের বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়।

ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের পেছনে মূল কারণ ছিল এই আইনের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাডে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের পথ বন্ধ করা। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘটে যাওয়া এই হত্যাকাডের পর, তৎকালীন রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ এই অধ্যাদেশ জারি করেন, যা খুনিদের আইনি ব্যবস্থা থেকে অনাক্রম্যতা প্রদান করে। এই অধ্যাদেশের ফলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, সপ্তম জাতীয় সংসদে এই অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচারের পথ প্রশস্ত হয় এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট সংবিধানের ৫ম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে, যা ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আরও বেআইনি করে তোলে। এই বাতিলের মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনি ইতিহাসে একটি ন্যায়বিচারের পথ খুলে যায় এবং একটি অন্যায় আইনের অবসান ঘটে।

গ উদ্দীপকের ১ম অংশে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের চিত্র ফুটে উঠেছে।

স্বাধীনতার ঘোষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এ ভাষণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-শাসন, বঞ্চনার ইতিহাস, নির্বাচনে জয়ের পর বাঙালির সাথে প্রতারণা ও বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের পটভূমি তুলে ধরা হয়। বিশ্ব ইতিহাসে বিশেষ করে বাঙালি জাতির ইতিহাসে এ ভাষণ এক স্মরণীয় দলিল।

উদ্দীপকের ১ম অংশে লুনা তার মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাসায় বেড়াতে যায়। সেই বাসার দেয়ালে একটি ছবি লাগানো ছিল। ছবিতে একজন লোক কিছু বলছেন এবং তাঁর সামনে অসংখ্য লোক বসে আছে। লুনা তার মায়ের কাছে ছবিটি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এই ছবির ঘটনার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জড়িত।" এখানে মূলত বঙ্গবন্ধুর দেয়া ৭ মার্চের ভাষণের চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। ৭ই মার্চের ভাষণ থেকেই বাঙালি ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রেরণা ও মুক্তিযুদ্ধের নির্দেশনা পায়। এ ভাষণের পরই বাঙালি জাতির সামনে একটি মাত্র গন্তব্য নির্ধারণ হয়ে যায়। আর তা হলো স্বাধীনতা। ফলে বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘ উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার মুজিবনগর সরকারকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে এ সরকারের যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা, সুসংহত করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠনের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। এ সরকার ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপন করে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের প্রচেস্টা চালায়।

উদ্দীপকের দ্বিতীয় অংশের আবহে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সরকারের প্রতিরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক করা হয়। এ সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। মুজিবনগর সরকার সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী ইপিআর (বর্তমানে বিজিবি), নৌ ও বিমান বাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সদস্য এবং দেশের মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করে। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এজন্য এ সরকারকে মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী তৈরির উদ্যোক্তা বলা হয়। সেই সাথে মুজিবনগর সরকার বিশ্ব নেতৃত্বে ও জনমতের সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। মূলত মুজিবনগর সরকারের সুদক্ষ নেতৃত্ব এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে এবং স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অতএব সবশেষে বলা যায়, মুক্তিবাহিনী গঠনসহ মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করতে মুজিবনগর সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নাজু তার পরিবার নিয়ে গত জুন মাসে অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণে যান। যাওয়ার সময় তারা হালকা পোশাক পরিধান করে বিমানে আরোহণ করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা উলের মোটা কাপড় পরিধান করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা ভিক্টোরিয়া অঙ্গারাজ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে যায়। সেখানে সমুদ্র ফুলে উপকূলে আছড়ে পড়েছিল। যা দেখে নাজুর মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে নাজুকে সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠার কারণ জিজ্ঞেস করে। নাজু বলে এটা সমুদ্রের একটি অবস্থা যা প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দেখা যায়।

ক. গ্রহ কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজন হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে নাজুর পরিবারকে কী কারণে মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়েছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সংঘটিত সমুদ্রের অবস্থা পৃথিবীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।–বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কতগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ করছে, এদের গ্রহ বলা হয়।

খ সময় সংক্রান্ত নানাবিধ গরমিল ও অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১৮০ ডিগ্রি দ্রাঘিমা রেখা ধরে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। একে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলা হয়। এ রেখাটি বিবেচনায় রাখার ফলে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে তারিখ বা বার নিয়ে সৃষ্ট পার্থক্যের অবসান ঘটানো যায়।

গ উদ্দীপকের নাজুর পরিবারকে ঋতু পরিবর্তনের কারণে মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে সূর্যরশ্মি কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র তাপের তারতম্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তন হয়। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থানে চারটি ঋতু বিরাজ করে। এর একটি হলো উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল। ২১শে জুন সূর্যের উত্তরায়ণের শেষ দিন। এই দিন সূর্যরশ্মি কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে পতিত হয়। এ সময়ে পৃথিবী এমন এক অবস্থানে থাকে, যেখানে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা বেশি ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু সূর্য থেকে সর্বাপেক্ষা দূরে সরে পড়ে। ফলে ২১শে জুনের দেড় মাস পূর্ব থেকে দেড়মাস পর পর্যন্ত মোট তিনমাস উত্তর গোলার্ধে উত্তাপ বেশি থাকায় সেখানে গ্রীষ্মকাল আর বিপরীতভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল বিরাজ করে।

উদ্দীপকের নাজু তার পরিবার নিয়ে গত জুন মাসে অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণে যান। যাওয়ার সময় তারা হালকা পোশাক পরিধান করে বিমানে আরোহন করেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা উলের মেটা কাপড় পরিধান করতে বাধ্য হয়েছিল। নাজু মূলত ঋতু পরিবর্তনের কারণে তার কাপড় পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত এবং বাংলাদেশ উত্তর গোলার্ধে অবস্থিত। এর ফলে জুন মাসে পৃথিবরি বার্ষিক গতির কারণে অস্ট্রেলিয়ায় শীতকালে এবং বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল থাকে। আর এ কারণে নাজু জুন মাসে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমনে গিয়ে মোটা কাপড় পরতে বাধ্য হয়।

ঘ উদ্দীপকে সংঘটিত সমুদ্রের অবস্থা হলো জোয়ার ভাটা যা পৃথিবীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগকে অবিরাম আকর্ষণ করে। এতে ভূপৃষ্ঠের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রত্যহ একস্থানে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। প্রত্যেক সাড়ে বারো ঘণ্টায় সমুদ্রের পানি নিয়মিতভাবে ওঠা-নামা করে। সমুদ্রের পানিরাশির নিয়মিতভাবে এ ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

উদ্দীপকের নাজুর পরিবার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেলে সেখানে সমুদ্র ফুলে উপকূলে আছড়ে পড়ছিল। যা দেখে নাজুর মেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে নাজুকে সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠার কারণ জিজ্ঞেস করে। নাজু বলে এটা সমুদ্রের একটি অবস্থা যা প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর দেখা যায়। এরূপ বর্ণনায় মূলত জোয়ার-ভাটাকে নির্দেশ করছে। পৃথিবীর উপর এই জোয়ারভাটার প্রভাব অনেক। দৈনিক দু'বার জোয়ার-ভাটা হওয়ায় নদীর আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে পানি নির্মল হয় এবং নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হতে পারে না। ফলে নদীর মুখ বন্ধ হয় না। জোয়ার ভাটার স্রোতে নদীখাত গভীর হয়। অনেক নদীর পাশে খাল খনন করে জোয়ারের পানি আটকে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। পৃথিবীর বহু নদীতে ভাটার স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে শীতপ্রধান দেশে নদীর পানি চলাচলের অনুকূলে থাকে। জোয়ারের সময় নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রগামী বৃহৎ জাহাজগুলো অনায়াসেই নদীতে প্রবেশ করে, আবার ভাটার টানে সমুদ্রে চলে যায়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বৃদ্ধি পেলে বড় বড় জাহাজ প্রবেশ করে অথবা বন্দর ছেড়ে যায়। বন্দরে প্রবেশের পূর্বে জোয়ারের অপেক্ষায় জাহাজগুলো নদীর মোহনায় নোঙর করে থাকে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানিকে আবদ্ধ করে শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়। ভরা কটালের সময় সমুদ্রের পানি কখনো প্রবল তরঙ্গে নদীর মোহনা দিয়ে স্থলভাগের মধ্যে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে। বন্যার পানির উচ্চতা ৩/৪ ফুট থেকে প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। যে নদীর মোহনা সংকীর্ণ বা সম্মুখে বালির বাঁধ থাকে, সেসব নদীতে প্রবল বানের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশেও বর্ষাকালে অমাবস্যায় জোয়ারের স্রোত প্রবল হয়। তবে স্থলভাগে প্রবেশের পর এর বেগ কমে যায়। মেঘনা, ভাগীরথী, আমাজান প্রভৃতি নদীতেও প্রবল বান দেখা যায়। অসাবধানতাবশত কখনো কখনো এ বানে নৌকা, স্টিমার, জাহাজসহ জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ ছক

বনভূমি	বৈশিষ্ট্য
A	সমতল ভূমির চেয়ে অনেক উঁচুতে এর অবস্থান
B	একটি বিশেষ ঋতুতে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝরে পড়ে
C	লবণাক্ত ভেজা মাটিতে এই বনের অবস্থান

ক. জলবিদ্যুৎ কাকে বলে? ১

খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে সৌরশক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে B-এর বৈশিষ্ট্য দ্বারা কোন বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে A ও C বনভূমির মধ্যে কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী ও জলপ্রপাতের পানির বেগ ব্যবহার করে টার্বাইন যন্ত্রের সাহায্যে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে জলবিদ্যুৎ বলে।

খ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সৌরশক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে দেখে কারণ এই অঞ্চলে প্রচুর সূর্যালোক পাওয়া যায়, যা সৌরশক্তির উৎপাদনের জন্য আদর্শ।

এই অঞ্চলের বিস্তৃত গ্রামীণ এলাকাগুলোতে যেখানে প্রায়শই বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব রয়েছে, সেখানে সৌরশক্তি একটি টেকসই এবং সহজলভ্য বিকল্প হতে পারে। এছাড়াও, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে চায়, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে সাহায্য করবে। সৌরশক্তি একটি পরিষ্কার, নবায়নযোগ্য এবং অবিরাম শক্তির উৎস, যা এই অঞ্চলের অর্থনীতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়ানো এই অঞ্চলের জনগণের জীবনমান উন্নত করতে এবং শিল্পায়নের প্রসারে সাহায্য করবে। তাই, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সৌরশক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে গণ্য করে।

গ উদ্দীপকে 'B' এর বৈশিষ্ট্য দ্বারা ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

জলবায়ু ও মাটির ভিন্নতার কারণে এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বনভূমির সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশে তিন ধরনের বনাঞ্চল লক্ষ করা যায়। যেমন– ১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল, ২. ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল এবং ৩. স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি।

উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত বনভূমির বৈশিষ্ট্য হলো একটি বিশেষ ঋতুতে গাছের পাতা সম্পূর্ণ ঝরে যায়। এরূপ বৈশিষ্ট্য ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমিকে নির্দেশ করে। কারণ, এ বনভূমিতে বছরের শীতকালে একবার গাছের পাতা সম্পূর্ণরূপে ঝরে যায়। এ বনে শাল (স্থানীয় নাম গজারি) বেশি জন্মায় বলে একে শালবনও বলা হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে কড়ই, বহেড়া, হিজল, শিরীষ, হরীতকী, কাঁঠাল, নিম প্রভৃতি গাছ জন্মে। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে এ বনভূমি মধুপুর ভাওয়াল বনভূমি নামে পরিচিত। দিনাজপুর অঞ্চলের বনকে বরেন্দ্র বনভূমি বলা হয়। বাংলাদেশের বনভূমির উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে এই ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমি, যা মানচিত্রে 'B' চিহ্নিত স্থানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'A' দ্বারা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এবং 'C' দ্বারা স্রোত বা গরান বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ দুটি বনভূমির মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বা গরান বনভূমি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও সিলেট অঞ্চলের প্রায় ১৪ হাজার বর্গ কি. মি. এলাকা জুড়ে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি গড়ে উঠেছে। বাঁশ, বেত, চাপালিশ, ময়না, তেলসুর, মেহগনি, জারুল, সেগুন, গর্জন এ বনভূমির উল্লেখযোগ্য গাছ। রাবার চাষ হয় এ অঞ্চলে। স্থানীয় বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে চট্টগ্রামে কাগজ শিল্পের প্রসার ঘটেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

অন্যদিকে বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গ কিলোমিটার স্রোতজ বা গরান বনভূমি রয়েছে। স্যাঁতসেঁতে লোনা পানিতে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমির অন্তর্গত। সরকার প্রতি বছর স্রোতজ বা গরান বনাঞ্চল থেকে বহু টাকার রাজস্ব আয় করে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনে বিপুল বনজ সম্পদ রয়েছে। বর্তমানে এই বনের ১৭টি খাত থেকে সরকার বছরে প্রায় ৭ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করছে। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে মাছ ধরা, মধু সংগ্রহ, কাঁকড়া ধরা, জ্বালানিকাঠ সংগ্রহ ইত্যাদি। সুন্দরবনের বনজ সম্পদকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে বেশ কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে। এগুলোর মধ্যে আছে খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল ও হার্ডবোর্ড মিল-কারখানা। এই দুটি কারখানারই কাঁচামাল যথাক্রমে সুন্দরবনের গেওয়া ও সুন্দরী গাছ। এ বনাঞ্চল দেশের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। আর অর্থনীতিতে এ খাতটির অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, সরকারের রাজস্ব আয়, অসংখ্য মানুষের জীবিকার সংস্থান, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্যোগ প্রশমন, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং পর্যটন শিল্পে অবদানের মাধ্যমে সুন্দরবন তথা স্রোতজ (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি ক্রান্তীয় পাতাঝরা বা পত্রপতনশীল বনভূমির চেয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিক অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ ছক

X	Y
* অপরাধীকে দণ্ডদান	* মৌলিক অধিকার
* জননিরাপত্তা বাহিনী গঠন নিশ্চিতকরণ	* অধিকার নিশ্চিতকরণে আইন
* বিদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা	* প্রকল্প প্রস্তাব, আলোক চিত্র, হিসাব বিবরণী

ক. রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান কী? ১

খ. 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' দ্বারা সরকারের কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে "Y এর যথাযথ প্রয়োগ জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সুফল বয়ে আনবে।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের প্রাথমিক উপাদান হলো জনসমষ্টি।

খ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায় সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান।

আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না।

গ উদ্দীপকের 'X' দ্বারা সরকারের অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গাকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

উদ্দীপকের 'X' এর তথ্যগুলো অপরাধীকে দণ্ড দান, জননিরাপত্তা বাহিনী নিশ্চিত করণ, বিদেশের সাথে সম্পর্ক রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলিকে উপস্থাপন করে। কেননা এসব কাজের মাধ্যমে সরকার দেশের শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করে এবং অন্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। সুতরাং বলা যায় 'X' দ্বারা সরকারের মুখ্য কার্যাবলিকে তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকে 'Y' দ্বারা বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনকে তুলে ধরা হয়েছে। এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ জনগণের অধিকার সংরক্ষণে সুফল বয়ে আনবে।– মন্তব্যটি যথার্থ।

তথ্য অধিকার বলতে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে বোঝায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার আইন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'তথ্য অধিকার আইন' প্রণয়ন করেছে। ২০০৯ সালের ৫ই এপ্রিল এই আইন জারি করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার অধিকারের আলোকে এ আইন তৈরি হয়।

উদ্দীপকের 'Y' এর তথ্যগুলো হলো মৌলিক অধিকার; অধিকার নিশ্চিতকরণে আইন; প্রকল্প প্রস্তাব, আলোক চিত্র, হিসাব বিবরণী।

তথ্যগুলো বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইনকে তুলে ধরে। তথ্য অধিকার আইন, জনগণের অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, যে কোনো দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ না করলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তথ্যের অভাব দুর্নীতির অন্যতম কারণ। এর মধ্যে আছে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে জনগণের প্রাপ্য সেবা সম্পর্কে তথ্য। তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব। এর ফলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করলে জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। আর জনসচেতনতা দুর্নীতি প্রতিরোধ তথা সুশাসন নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সুতরাং বলা যায়, তথ্য পাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব। আর দেশে দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিতও মজবুত হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৬

তথ্যচিত্র-১ :

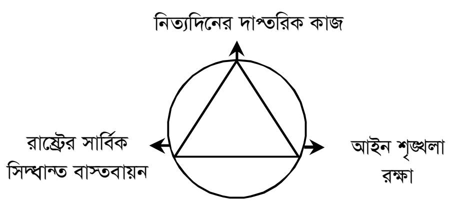

তথ্যচিত্র-২ :

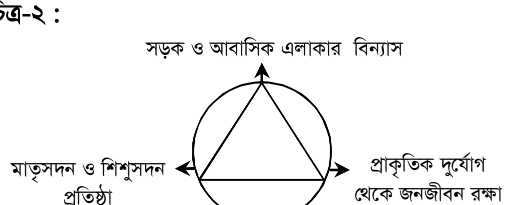

ক. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী? ১

খ. সচিবালয়কে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তথ্যচিত্র-১ এ সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্যচিত্র-২ এ উল্লিখিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানটির কাজগুলোকে তুমি কি যথেষ্ট বলে মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ।

খ সরকারি যাবতীয় সিদ্ধান্ত সর্বপ্রথম সচিবালয়ে গৃহীত হয় এজন্য সচিবালয়কে শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু বলা হয়।

সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় বাংলাদেশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে অবস্থিত যা শাসন ব্যবস্থার স্নায়ুকেন্দ্র। সচিবালয় গৃহীত সিদ্ধান্ত ক্রমান্বয়ে বিভাগে এরপর জেলা প্রশাসন থেকে উপজেলা প্রশাসনে প্রেরিত হয়। তাই দেখা যায় সচিবালয় প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। সরকারের সকল বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থাসমূহ সচিবালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।

গ তথ্য চিত্র-১ সরকারের শাসন বিভাগকে নির্দেশ করছে।

সরকারের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য যে তিনটি বিভাগ রয়েছে সেগুলোর অন্যতম হলো শাসন বিভাগ। যে বিভাগ রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনের প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে তাকেই শাসন বিভাগ বলা হয়। রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা, আমলা, নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কূটনীতিক, দাপ্তরিক কর্মকর্তা, এমনকি চৌকিদারসহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিয়ে এ শাসন বিভাগ গঠিত। পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতি সবার শীর্ষে। সংবিধান অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রের প্রধান। প্রজাতন্ত্রের সকল কাজ তার নামে পরিচালিত ও সম্পন্ন হয়।

উদ্দীপকের তথ্যচিত্র-১ এর তথ্যগুলো হলো— নিত্যদিনের দাপ্তরিক কাজ; আইন শৃঙ্খলা রক্ষা; রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। এসব তথ্যগুলো সরকারের শাসন বিভাগের কার্যাবলিকে উপস্থাপন করে। কেননা সরকারের শাসন রাষ্ট্রের গৃহিত সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করাও শাসন বিভাগের কাজ। আর সচিবালয় ও দপ্তরগুলো নিত্যদিনের দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা শাসন বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ।

ঘ তথ্যচিত্র-২ এ উল্লিখিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হলো পৌরসভা। উদ্দীপকে বর্ণিত কার্যাবলি ছাড়াও পৌরসভা নানাবিধ কাজ করে।

শহর এলাকার স্থানীয় শাসন সংস্থা হলো পৌরসভা। নির্বাচনি এলাকার প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত একজন চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ডভিত্তিক নির্বাচিত সদস্য নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। পৌরসভা শহর এলাকার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নকল্পে বহুবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

উদ্দীপকের তথ্যচিত্র-২ এর তথ্যগুলো পৌরসভার কাজকে তুলে ধরে। এর বাইরেও পৌরসভা নানাবিধ কাজ করে থাকে। পৌরসভায় কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শহর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সড়ক বা মহাসড়ক ও আবাসিক এলাকার পরিকল্পনা ও বিন্যাস, অগ্নিনিরোধ ও নির্বাপণের জননিরাপত্তামূলক কার্যক্রম। আবার, এলাকার জনস্বাস্থ্যবিষয়ক কাজ, যেমন— চিকিৎসাকেন্দ্র, মাতৃসদন, শিশুসদন প্রতিষ্ঠা, পায়খানা, ডাস্টবিন, পয়ঃপ্রণালির ময়লা ও আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও পৌরসভার কাজ। এছাড়াও পৌরসভা বাসস্থান, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৌরসভার অন্যান্য কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, সালিশি কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, পৌরসভা শহর এলাকার উন্নয়নে নানাবিধ কাজ করে থাকে যা উদ্দীপকের কাজগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করেন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **দৃশ্যপট-১ :** আমাদের দেশে অসংখ্য ইটভাঁটা রয়েছে। যার কালো ধোঁয়ায় প্রতিনিয়ত পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতিসাধন হচ্ছে।

দৃশ্যপট-২ : উন্নয়নের পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও দেশ সমৃদ্ধ করতে নেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। যেমন : তরুণ সমাজকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, কৃষিখাতে প্রযুক্তি সংযোজন ইত্যাদি। বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়নের সুফল পেতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে যথাযথ নজরদারি প্রয়োজন।

ক. টেকসই উন্নয়ন কী? ১

খ. জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়নের গতিকে কীভাবে ব্যাহত করছে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে-১ এ টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট অর্জনে কোন বিষয়কে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ বিশ্লেষকদের মতামদের সাথে তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবন্ধ পরিকল্পনা।

খ জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করছে বিভিন্ন উপায়ে।

প্রথমত, অত্যধিক তাপমাত্রা ও আবহাওয়ার চরম পরিবর্তন কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, সাগর স্তরের বৃদ্ধি ও ঘন ঘন ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বসতি ও অবকাঠামোগুলিকে ধ্বংস করে, যা উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দেয়। তৃতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি বাড়ছে, যা জনসংখ্যার কর্মক্ষমতা ও অর্থনৈতিক উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। চতুর্থত, জ্বালানির উৎসগুলির উপর নির্ভরতা কমানো ও নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে ঝুঁকতে হলে বিপুল পরিমাণে অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন হয়, যা উন্নয়নের অন্যান্য খাতগুলিকে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত কারণে, জলবায়ু পরিবর্তন উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

গ দৃশ্যপট-১ এ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ পরিবেশ দূষণকে ইঙ্গিত করেছে।

টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিবেশ দূষণ। আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। কোনো কারণে পরিবেশের উপাদানসমূহ দূষিত হলে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। বিভিন্নভাবে পরিবেশ দূষণ ঘটে থাকে। যেমন– নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা না ফেলে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা, পলিথিন ব্যাগ, চিপসের প্যাকেট ইত্যাদি ফেলা, বন উজাড়করণ, অতিরিক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি। পরিবেশ দূষণের কারণে শ্বাসকস্ট, চর্মরোগ, রক্তচাপ বৃদ্ধি, কিডনি রোগ, অনিদ্রা, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে।

টেকসই উন্নয়নে প্রধান ক্ষেত্র হলো আমাদের সমাজ, অর্থনৈতিক বিবেচনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। মূলত এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে যদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সকল ক্ষেত্রেই টেকসই উন্নয়ন আশা করা যায়। উদ্দীপকে উল্লিখিত আমাদের দেশের অসংখ্য ইটভাটার কারণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের যে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হচ্ছে এটি টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসতে হবে পরিবেশ সংরক্ষণে।

ঘ দৃশ্যপট-২ এ বিশ্লেষকদের মতামতটি হলো– উন্নয়নের সুফল পেতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে উদ্যোগ বাস্তবায়নে যথাযথ নজরদারী করা। আমি বিশ্লেষকদের মতামতের সাথে একমত।

একটি দেশকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাতে হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। আর টেকসই উন্নয়ন হলো সামগ্রিক উন্নয়নের কাঠামোবন্ধ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সম্পদের অসম বণ্টন, বৈষম্য ও দরিদ্রতা। আমরা একদিকে যখন দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি অন্যদিকে তখন বিশ্বে সম্পদের বৈষম্য বেড়েই চলেছে। ধনী-গরিবের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দরিদ্রাবস্থাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। বর্তমানে যে বৈশ্বিক উন্নয়ন তা টেকসই নয়। এই উন্নয়ন দেশে-দেশে, মানুষে-মানুষে বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়ন। এই প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য টেকসই উন্নয়নের বিরুদ্ধে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

টেকসই উন্নয়নের এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নীতিকাঠামোগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থ সামাজিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে হবে। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রতিটি পর্যায়ে মনিটরিং ও মেন্টরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবার পরিমাণ বাড়াতে হবে। সাধারণ মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি করে সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। উদ্দীপকের বিশেষজ্ঞদের মতে যে সকল প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা দূর করতে হবে।

সুতরাং উপরের আলোচনার শেষে বলা যায়, উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে হলে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ আহাদের দেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি। ঐ দেশের কোন এক বছরে দেশের জাতীয় আয় ৫৪০০০ কোটি টাকা। তিনি সম্প্রতি একটি দেশে চাকরির সুবাদে গিয়েছেন। সেই দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ৬৬১৭৮ (ইউএস ডলার)।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশ মানবসম্পদে রূপান্তরিত না হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আহাদের দেশের মাথাপিছু আয় ব্যাখ্যাসহ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্তমানে আহাদ যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে আহাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোন দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হার কে প্রবৃদ্ধির হার বলে।

খ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় শিক্ষা, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের বৃহত্তর অংশ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হতে পারেনি। জনসংখ্যাকে একটি দেশের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং দক্ষতা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি মানবগোষ্ঠী মানবসম্পদে রূপান্তরিত হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ এখনও শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের কারণে জনসংখ্যা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত আহাদের দেশের মাথাপিছু আয় ৩০০০ টাকা। মাথাপিছু আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়। মাথাপিছু আয় দুইটি পৃথক মান দ্বারা নির্ধারিত হয় : (১) মোট জাতীয় আয় এবং (২) মোট জনসংখ্যা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে (GNI) সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয়কে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

উদ্দীপকের আহাদের দেশের জনসংখ্যা ১৮ কোটি। ঐ দেশের কোনো এক বছরে দেশের জাতীয় আয় ৫৪০০০ কোটি টাকা।

$$\text{সুতরাং আহাদের দেশের মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{৫৪০০০ কোটি টাকা}}{\text{১৮ কোটি টাকা}}$$

$$= \text{৩০০০ টাকা।}$$

ঘ উদ্দীপকে আহাদ বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হলো উন্নত এবং তার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হলো অনুন্নত। এরূপ দুটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে তাই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

কোনো একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ঐ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে উপস্থাপন করে। কোনো দেশের আর্থ সামাজিক অবকাঠামোগত ক্রমাগত উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ফলে একটি দেশের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় আয়ে সুষম বন্টন নিশ্চিত হলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। এই উন্নয়নের মাত্রার উপর ভিত্তি করে বিশ্বের দেশসমূহকে তিনটি ভাগে বিন্যাস্ত করা হয় যথা উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ।

উদ্দীপকের আহাদের দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় মাত্র ৩০০০ টাকা। অন্যদিকে তিনি বর্তমানে যে দেশে অবস্থান করছেন সে দেশের মাথাপিছু আয় ৬৬১৭৮ ইউএস ডলার। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, আহাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত অর্থাৎ তার দেশটি অনুন্নত। কেননা, যেসব দেশের জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশ, যথা– যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের জনগণের মাথাপিছু আয়ের তুলনায় অনেক কম, সেসব দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। তবে শুধু মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের ভিত্তিতে একটি দেশকে অনুন্নত বলা ঠিক নয়। অনুন্নত দেশ বলতে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করতে সক্ষম নয়, এমন দেশকেও বোঝায়। অর্থনীতিবিদদের মতে, যেসব দেশে প্রচুর জনসংখ্যা এবং অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের সহাবস্থান, সেসব অনুন্নত দেশ। অধ্যাপক র‍্যাগনার নার্কস বলেন, 'অনুন্নত দেশ হচ্ছে সেসব দেশ যেগুলোতে জনসংখ্যা অত্যধিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় পুঁজি বা মূলধন কম।' এসব দেশে প্রাথমিক পেশার প্রাধান্য, পুঁজির স্বল্পতা ও ব্যাপক বেকারত্ব বিদ্যমান। অন্যদিকে তার বর্তমান অবস্থা করা দেশটি হলো উন্নত। কারণ উন্নত দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারও বেশি এবং সে কারণে জীবনযাত্রা অত্যন্ত উন্নত। এসব দেশে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত উন্নত, শিল্পখাত সম্প্রসারিত, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থনীতির অনুকূল। দেশের সকল জনগণের আবাসন, শিক্ষাসুবিধা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষার প্রসারের ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানও দ্রুত প্রসার লাভ করে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়। সুতরাং বলা যায়। উন্নত ও অনুন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়ের মধ্যে যেমন বিস্তর ফাকাক থাকে তেমনি দুটি দেশের জনণের জীবনযাত্রার মানেও থাকে বিস্তর পার্থক্য।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **উদ্দীপক-১ :** মাসুদ সাহেব একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে কর্মরত। প্রতিষ্ঠানটি জনগণের অর্থ জমা রাখে এবং শর্তসাপেক্ষে জনগণকে অর্থ দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপক-২ : মাসুদ সাহেব তার বেতনের টাকা হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতি বছর সরকারি তহবিলে জমা দেন। যা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যয় করে থাকে।

ক. মূল্য সংযোজন কর কী? ১

খ. বাংলাদেশ ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মাসুদ সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'শুধুমাত্র মাসুদ সাহেবদের মতো মানুষের জমাকৃত অর্থ দিয়ে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করতে পারে না।'– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন ও বণ্টনের প্রতিটি পর্যায়ে সংযোজিত মূল্যের ওপর আরোপিত শতকরা হারের করকে মূল্য সংযোজন কর বলে।

খ আর্থিক সংকটের সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয় বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো যখন আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণ গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তখন বাধ্য হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শরণাপন্ন হয়। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে আর্থিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করে। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণদানের শেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়।

গ মাসুদ সাহেবের কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ব্যাংক হলো জনসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখার এবং ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ প্রদান করার প্রতিষ্ঠান। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো সে ধরনের ব্যাংক যা বাণিজ্যিক লাভের উদ্দেশ্যে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তার মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপক-১ এর মাসুদ সাহেব একটি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ বেতনে কর্মরত। প্রতিষ্ঠানটি জনগণের অর্থ জমা রাখে এবং শর্ত সাপেক্ষে জনগণকে অর্থ দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা-বাণিজের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। এখানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইঙ্গিত রয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কাজই হলো ঋণ প্রদান করা। এ ধরনের ব্যাংকসমূহ জনসাধারণের কাছ থেকে গৃহীত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ গচ্ছিত রেখে অবশিষ্ট অর্থ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের ঋণ হিসেবে প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রধানত স্বল্পমেয়াদি ঋণদান করে থাকে।

ঘ মাসুদ সাহেবের দেওয়া অর্থ হলো আয়কর। শুধু আয়কর দিয়ে সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যায়ভার বহন করতে পারে না।– মন্তব্যটি যথার্থ।

সরকারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ লাগে। বিভিন্ন খাত থেকে সরকার এই অর্থ সংগ্রহ করে। আয়কর হলো এর একটি খাত। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস আয়কর। জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয়ের উপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলা হয়।

উদ্দীপকের মাসুদ সাহেব তার বেতনের টাকা থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রতি বছর সরকারি তহবিলে জমা দেন। যা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যবহার করে। জনাব মাসুদের জমাকৃত এই অর্থ হলো আয়কর, তবে শুধু আয়কর নয় রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারকে আরও অনেক উৎস থেকে আয় করতে হয়। বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. কর রাজস্ব ও খ. কর-বহির্ভূত রাজস্ব। সরকার দেশের জনগণ, বিভিন্ন ব্যবসায় ও শিল্প কারখানার ওপর যে কর ধার্য করে তা থেকে প্রাপ্ত আয়কে কর রাজস্ব বলে। কর রাজস্ব হলো সরকারি আয়ের প্রধান উৎস। রাষ্ট্রের জনগণকে দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার নির্দেশিত কর দিতে হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকার এসব কর বিভিন্ন উৎস হতে আদায় করে। বাংলাদেশ সরকার কর ও শুল্ক ছাড়াও আরো অনেক উৎস থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে। এ উৎসগুলো থেকে অর্জিত রাজস্বকে কর-বহির্ভূত আয় বা রাজস্ব বলা হয়। কর-বহির্ভূত নানা খাত, যেমন– লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, অর্থনৈতিক সেবা, সাধারণ প্রশাসন, ডাক বিভাগ, বন, টোল ও লেভি প্রভৃতি খাত থেকে সরকার আয় করে। আবার, সরকার কর-বহির্ভূত খাত হিসেবে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন– ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং আর্থিক নয় এমন প্রতিষ্ঠান, যেমন– চিড়িয়াখানা, পার্ক প্রভৃতি উৎস থেকেও লভ্যাংশ ও মুনাফা লাভ করে।

সুতরাং আলোচনা থেকে বলা যায়, সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা একক কোনো উৎস থেকে আসে না। বরং কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব থেকে অর্জিত হয়।

প্রশ্ন ▶ ১০ **উদ্দীপক-১ :** কৃষক জনাব আবদুল রহমান তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনিসহ গ্রামে বাস করেন।

উদ্দীপক-২ : রিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, পড়াশুনার পাশাপাশি সে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত। বাড়িতে ছোটদের পড়ালেখা শেখায় এবং মা-দাদির প্রতি খেয়াল রাখে।

ক. মিথস্ক্রিয়া কী? ১

খ. ব্যক্তির সামাজিকীকরণে গণ্যমাধ্যম কীভাবে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ জনাব আবদুর রহমানের পরিবারটি কোন ধরনের পরিবার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ রিনার কর্মকাণ্ড পূর্ণাঙ্গ সামাজিকীকরণে কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াই মিথস্ক্রিয়া।

খ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কাছে সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিশেষ ধ্যান-ধারণা ও বিনোদন পরিবেশন করে গণমাধ্যম ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে। সংবাদপত্র দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর সংবাদ পরিবেশন করে, বেতার বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান উপস্থাপন করে। চলচ্চিত্রে বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপন করা হয়। এসব সামাজিক ও জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয় ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। এভাবে ব্যক্তি গণমাধ্যমের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখে ও জেনে সামাজিকীকরণ ঘটায়।

গ উদ্দীপক-১ এ জনাব আবদুর রহমানের পরিবারটি হলো যৌথ পরিবার।

সমাজ বা দেশভেদে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। নানান মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে ভাগ করা হয়। আকারের ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের। যথা– একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার এবং বর্ধিত পরিবার।

উদ্দীপকের-১ এর কৃষক জনাব আবদুর রহমান তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও নাতি নাতনী সহ গ্রামে বাস করেন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব আবদুর রহমানের পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার। কেননা, এ ধরনের পরিবারে দাদা-দাদি বা পিতামাতার কর্তৃত্বাধীন বিবাহিত পুত্র ও তার সন্তানসন্ততি একই সংসারে বসবাস করে। একক পরিবারের মতো যৌথ পরিবারের বন্ধন মূলত রক্তের সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ পরিবারই যৌথ পরিবার। পূর্বে যৌথ পরিবার ব্যতীত একক পরিবার খুবই কম দেখা যেত। যান্ত্রিক সভ্যতার কারণে ধীরে ধীরে এ ধরনের পরিবারের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বলতে গেলে বর্তমানে যৌথ পরিবার বিলুপ্ত প্রায়। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের আবদুর রহমানের পরিবারটি হচ্ছে যৌথ পরিবার।

ঘ উদ্দীপক-২ এ রিনার কর্মকাণ্ড সামাজিকীকরণে যথেষ্ট বলে আমি মনে করি।

শিশু যে প্রক্রিয়ায় ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণ জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই হচ্ছে সামাজিকীকরণ। ব্যক্তির সামাজিকীকরণ সমাজের বিভিন্ন উপাদান যেমন– সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবন ও সামাজিক মূল্যবোধের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। তাই মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশে এ উপাদান তিনটির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপক-২ এর রিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। পড়াশোনার পাশাপাশি সে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িত। বাড়িতে ছোটদের পড়ালেখা শেখায় এবং মা-দাদার প্রতি খেয়াল রাখে। রিনার এসব কর্মকাণ্ডে সামাজিকীকরণের পূর্ণ প্রতিফল ঘটে। কেননা একজন মানুষের সামাজিকীকরণে সামাজিক পরিবেশ, সামাজিক মূল্যবোধ আর সমাজ জীবন- এ তিনটি উপাদান প্রভাব ফেলে। সামাজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় যে বিশেষ সমাজব্যবস্থার মধ্যে মানুষ বাস করে। মানুষের

অর্থনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক জীবনের ওপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রয়েছে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিধিব্যবস্থা, সমস্যা প্রভৃতি। সমাজ জীবন সামাজিকীকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এটা ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সাথে এক ধরনের সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। সামাজিক মূল্যবোধ হলো সাধারণ সাংস্কৃতিক আদর্শ। সামাজিক মূল্যবোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, যা ব্যক্তির চিন্তাভাবনা ও আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, সামাজিকীকরণ একটি জীবন ব্যাপী প্রক্রিয়া। তাই এর শেষ বলে কিছু নেই। রিনার ক্ষেত্রেও বক্তব্যটি প্রযোজ্য। তবে তার কর্মকান্ডে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি উপাদানের প্রভাব লক্ষনীয়। সে কারণে আপাত দৃষ্টিতে তার কর্মকান্ডে পূর্ণাঙ্গ সামাজিকীকরণে যথেস্ট।

প্রশ্ন ▸ ১১ **উদ্দীপক-১ :** ১৩ বছরের কিশোরী শেফালী। অভাবের তাড়নায় খালার সাথে ঢাকায় আসে এবং গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সেখানে বেশি দিন কাজ করতে পারে না। অনেকটা বাধ্য হয়ে পাথর ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়ে।

উদ্দীপক-২ : রকিব ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম আসতে একটি মাইক্রোবাস দুর্ঘটনা দেখতে পায়। এতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। পরিবহণ আইন সংস্কার এবং সচেতনতা বাড়াতে সরকারের নানা পদক্ষেপের পরেও এ ধরনের ঘটনা কমছে না।

ক. কিশোর অপরাধ কাকে বলে? ১

খ. দুর্নীতি কীভাবে আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত ঘটনা প্রতিরোধের জন্য সরকারি পদক্ষেপ কি যথেস্ট বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর বয়সীদের দ্বারা সংঘটিত সমাজে বিদ্যমান মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি বিরোধী কাজকে কিশোর অপরাধ বলে।

খ দুর্নীতি সমাজের আইন, শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন প্রভৃতি ভেঙে আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

সমাজজীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। দুর্নীতি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীর মধ্যে দায়িত্ব-কর্তব্যে অনীহা এবং সম্পদের অপব্যবহার করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। এভাবে দুর্নীতি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপক-১ এ যে সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি হলো শিশুশ্রম।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশে শিশুদের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে। উদ্দীপকে রহিমের বয়স যেহেতু ১২ বছর তাই তার কাজ শিশুশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ শিশু ও কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে শিশুর ন্যূনতম বয়স ১৪ বছর এবং কিশোরের ন্যূনতম বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

উদ্দীপক-১ এর ১৩ বছরের কিশোরী শেফালী। অভাবের তাড়নায় খালার সাথে ঢাকায় আসে এবং গৃহপরিচারিকার কাজ নেয়। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর দুর্ব্যবহারে সেখানে বেশি দিন কাজ করতে পারেনা। অনেকটা বাধ্য হয়ে পাথর ভাঙ্গার কাজে নেমে পড়ে। এখানে বর্ণিত সব কর্মকান্ড শিশু শ্রমকে নির্দেশ করে। কেননা শেফালীর বয়স ১৩ বছর যা জাতিসংঘ এবং বাংলাদেশে শিশুশ্রম আইন অনুযায়ী একজন শিশুকে নির্দেশ করে। সুতরাং শেফালীর দ্বারা পরিশ্রমমূলক যেকোনো কাজ শিশুশ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপক-২ সড়ক দুর্ঘটনা নামক সামাজিক সমস্যা চিত্রিত হয়েছে। আমি মনে করি সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য সরকারি পদক্ষেপ যথেস্ট নয়।

চালক, মালিক, ট্রাফিক পুলিশ এবং রাস্তার ত্রুটিজনিত সড়ককেন্দ্রিক যে দুর্ঘটনা তাই সড়ক দুর্ঘটনা। বাংলাদেশে চালকদের অদক্ষতা, বেপরোয়া মনোভাব, ট্রাফিক আইন না মানা, নাগরিকদের অসচেতনতা প্রভৃতি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ এই চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপক-২ এ সড়ক দুর্ঘটনার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। এই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার পরিবহন আইন সংস্কার ও সচেতনতায় নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবুও সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। তাই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ শুধু সরকারি পদক্ষেপ যথেষ্ঠ নয় এবং এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। এ ধরনের সড়ক দুর্ঘটনা নিরসন করতে হলে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রথমত, গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইনকানুন ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্দিষ্ট সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে উৎসাহিত করা। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তৃতীয়ত, বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত বা মাতাল অবস্থায় গাড়ি না চালানো, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা। চতুর্থত, গাড়ির ছাদে যাত্রী ও মালামাল বহন না করা, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করাসহ এসব বিষয়ে সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। পঞ্চমত, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিস্ট সংস্থার দায়িত্বশীল হওয়া এবং ভুয়া লাইসেন্সধারি যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে তা নিশ্চিত করা। ষষ্ঠত, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা।

এ পদক্ষেপগুলো যদি গ্রহণ করা যায় তাহলে আশা করা যায়, বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যাবে।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড [1|5|0]

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **'কবর' নাটকটির রচয়িতা কে?**
ⓚ মুনীর চৌধুরী ⓛ আলাউদ্দিন আল আজাদ
ⓖ আবদুল লতিফ ⓘ জহির রায়হান

২. **ভাষা আন্দোলনের কারণ কী?**
ⓚ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা ⓛ রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা করা
ⓖ বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা করা ⓘ আরবি ভাষা গ্রহণ করা

৩. **অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?**
ⓚ তাজউদ্দিন আহম্মদ ⓛ এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান
ⓖ খন্দকার মোশতাক আহমেদ ⓘ এম. মনসুর আলী

৪. **স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে কীভাবে?**
ⓚ বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে
ⓛ ছয়-দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে
ⓖ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে
ⓘ ভারতের সহায়তা লাভের মাধ্যমে

৫. **নিরক্ষরেখা কল্পনা করা হয়েছে–**
i. দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে ii. পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে
iii. উত্তর-দক্ষিণে বেষ্টন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শীতের ছুটিতে রনি তার মামার সাথে সিলেটে এবং রাণী তার বাবার সাথে কুমিল্লায় বেড়াতে যায়।

৬. **রনির বেড়াতে যাওয়া জায়গাটির সাথে মিল রয়েছে–**
ⓚ টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ⓛ প্লাবন সমভূমি
ⓖ প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ ⓘ মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়

৭. **রাণির বেড়ানোর জায়গাটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো–**
i. লালচে মাটি ii. মাটি নুড়ি ও বালি মিশ্রিত iii. সবুজ প্রকৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৮. **বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তে কোন নদীটি অবস্থিত?**
ⓚ মাতামুহুরী ⓛ সাঙ্গু ⓖ ফেনী ⓘ নাফ

৯. **গঙ্গা নদী কোন জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?**
ⓚ বগুড়া ⓛ দিনাজপুর ⓖ রাজশাহী ⓘ রংপুর

১০. **রাষ্ট্রে বসবাসকারী কর্মক্ষম জনগণকে কী বলা হয়?**
ⓚ সম্পদ ⓛ নাগরিক ⓖ জনসম্পদ ⓘ জনসংখ্যা

১১. **'X' হলো রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদান। উদ্দীপকটির সাথে সাদৃশ্য হয়েছে কোনটি?**
ⓚ জনসমষ্টি ⓛ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
ⓖ সরকার ⓘ সার্বভৌমত্ব

১২. **রাষ্ট্রপতি যে কারণে অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন–**
i. সংসদ ভেঙে গেলে ii. অধিবেশন না থাকলে
iii. দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii
ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৩. **সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যন্ত্রস্বরূপ। একথাটির তাৎপর্য হলো–**
i. সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার কাজ করে
ii. সরকার হলো রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি
iii. রাষ্ট্রের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'ক' নামের বিদ্যালয়ে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা প্রথমে ৫ জনকে ভোট দিয়ে বাছাই করল। ঐ পাঁচজন একত্রে বসে একমত হয়ে একজনকে শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন করল।

১৪. **শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে কোন প্রকার নির্বাচনে অংশ নিলো?**
ⓚ প্রত্যেক্ষ ⓛ পরোক্ষ
ⓖ গণতান্ত্রিক ⓘ স্বৈরতান্ত্রিক

১৫. **বাংলাদেশে এ ধরনের নির্বাচনের প্রতিফলন ঘটে–**
i. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ii. সাধারণ নির্বাচনে iii. মহিলা এমপি নির্বাচনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৬. **কোন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 'লীগ অব-নেশনস' সৃষ্টি হয়েছিল?**
ⓚ মুক্তিযুদ্ধ ⓛ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
ⓖ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ⓘ গেরিলা যুদ্ধ

১৭. **কীভাবে সাধারণ পরিষদ গঠিত হয়?**
ⓚ পাঁচটি প্রধান অঙ্গ নিয়ে ⓛ একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে
ⓖ জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে
ⓘ দশটি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে

১৮. **কী করলে উন্নয়নে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ⓚ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন ⓛ সুফল ভোগ
ⓖ সমাজ ত্যাগ ⓘ সামষ্টিক চিন্তা

১৯. **মিনান তার গ্রামে ভালোভাবে বেঁচে থাকতে চায়। উক্ত পরিবেশ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তার গ্রামে যে ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি–**
ⓚ পানির ব্যবস্থা ⓛ খেলাধুলার ব্যবস্থা
ⓖ সুষ্ঠু পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ⓘ যানবাহনের ব্যবস্থা

২০. **কোন ধরনের সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা উচিত?**
ⓚ জাতীয় ⓛ সমষ্টিগত
ⓖ একান্ত ব্যক্তিত ⓘ ব্যক্তিগত

২১. **বর্তমান বিশ্বে কতটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে?**
ⓚ একটি ⓛ দুটি ⓖ তিনটি ⓘ চারটি

২২. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক কী?**
ⓚ মাথাপিছু আয় ⓛ শিল্পায়ন
ⓖ চিকিৎসা ⓘ স্বাস্থ্যসেবা

২৩. **কৃষি কোনটির উপর নির্ভরশীল?**
ⓚ প্রকৃতির ⓛ সমাজের ⓖ রাষ্ট্রের ⓘ পরিবারের

২৪. **আঃ জব্বার ব্যাংকে জমাকৃত টাকা যে-কোনো সময় তুলতে পারে। এটি নিচের কোন আমানতকে সমর্থন করে?**
ⓚ স্থায়ী ⓛ সঞ্চয়ী
ⓖ চলতি ⓘ দীর্ঘমেয়াদি

২৫. **অর্থ কী?**
ⓚ বিনিময়ের মাধ্যম ⓛ ভাব প্রকাশের মাধ্যম
ⓖ চাহিদার মাধ্যম ⓘ ভোগের মাধ্যম

২৬. **গ্রামে সাধারণত কোন ধরনের পরিবার দেখা যায়?**
ⓚ একপত্নীক ⓛ বহুপত্নীক ⓖ একক ⓘ যৌথ

২৭. **শিশু সমাজ থেকে কী শেখে?**
ⓚ ধর্ম ⓛ পড়ালেখা ⓖ রীতিনীতি ⓘ কথা বলা

২৮. **নারীশিক্ষার প্রসার জনগণের মধ্যে কী সৃষ্টি করেছে?**
ⓚ সচেতনতা ⓛ মূল্যবোধ
ⓖ নৈতিকতা ⓘ আত্মবিশ্বাস

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ২৯ ও ৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'A' নিয়মিত স্কুলে যায় না। বাবার পকেটের টাকা চুরি করে এবং রাস্তায় স্কুলগামী মেয়েদের উত্যক্ত করে।

২৯. **'A' এর আচরণে কোন ধরনের অপরাধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়?**
ⓚ সামাজিক অপরাধ ⓛ ধর্মীয় অপরাধ
ⓖ রাজনৈতিক অপরাধ ⓘ কিশোর অপরাধ

৩০. **এ ধরনের অপরাধ সৃষ্টির কারণ হলো–**
i. পারিবারিক অভাব অনটন ii. বাবা-মায়ের কর্মব্যস্ততা
iii. আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল) বিষয় কোড 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান– ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। **দৃশ্যকল্প-১ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর একটির গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে 'C' নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-২ : বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি নদী 'E' যা প্রবল বন্যায় নিজ গতিপথ পরিবর্তন করে। পরবর্তীতে উক্ত নদীতে একটি ব্যারেজ তৈরি করা হয়। নদীটির পানিসম্পদকে নানাবিধ কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ এলাকাসহ দেশের নানাবিধ উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

ক. জলবিদ্যুৎ কী? ১
খ. স্রোতজ বনভূমি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'C' নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'E' নদীটি দেশের নানাবিধ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২।

স্থান	P	Q
অক্ষাংশ	২৫° দক্ষিণ	৫৫° দক্ষিণ
দ্রাঘিমা রেখা	৮০° পূর্ব	১৩৫° পূর্ব
তারিখ	১০ই জানুয়ারি	১০ই জানুয়ারি

ক. অনুসূর কী? ১
খ. কেন্দ্রমণ্ডল কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. P স্থানের সময় সকাল ১১টা ৪০ মিনিট হলে Q স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উল্লিখিত তারিখে স্থান দুটিতে দিনের দৈর্ঘ্য কি একই হবে? তোমার উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৩। ২০২২ সালে 'Z' নামক দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য–

অভ্যন্তরীণ মোট আয়	প্রবাসী আয়	বিদেশিদের আয়
২৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার	৬,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার	৪,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার

ক. মোট জাতীয় উৎপাদনকে কয়টি দিক থেকে পরিমাপ করা যায়? ১
খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'Z' দেশটিকে কি উচ্চ আয়ের দেশ বলা যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪।

ক	খ	গ
কলকারখানা, অফিস ভবন, উৎপাদিত দ্রব্য ↓ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	উৎপাদনের উপাদানসমূহ ও সংগঠন ↓ ব্যক্তি মালিকানাধীন	উৎপাদনের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক মালিকানাধীন ও ভোক্তার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত

ক. ভোগ কী? ১
খ. আবগারি শুল্ক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' নং ছকে কোন শ্রেণির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'খ' নং এবং 'গ' নং ছকের মধ্যে কোন অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অধিক উপযোগী? বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

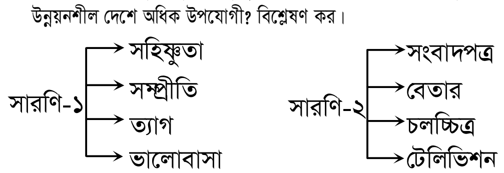

ক. প্রতিলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার কাকে বলে? ১
খ. মিথস্ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সারণি-১ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সারণি-২ এ উল্লিখিত উপাদানসমূহ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে"– মূল্যায়ন কর। ৪

৬। **অনচ্ছেদ-১ :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশ পুনঃগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। এজন্য তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

অনুচ্ছেদ-২ : কবির হোসেনের বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। তার মা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও আশ্রয় দেন। তিনি অনেক সময় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাও করতেন।

ক. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কী? ১
খ. দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনুচ্ছেদ-১ এ নতুন এক ব্যবস্থা বলতে কোন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে কবির হোসেনের মায়ের মতো অনেকের ভূমিকাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জনাব 'M' একটি দেশের জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতিকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রমনীতি, নারী ও বয়স্ক শিক্ষার উপর আইন প্রণয়নে বেশি গুরুত্ব দেন।

ক. নাগরিকত্ব কী? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'M' কর্তৃক শ্রমনীতি নারী শিক্ষার উপর আইন প্রণয়ন কোন ধরনের কাজ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত রাষ্ট্রটিকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। **দৃশ্যপট-১ :** লিপি স্কুল থেকে শিক্ষাসফরে ঐতিহাসিক সোমপুর বিহারে বেড়াতে যায়। সেখানে লাল বর্ণের মাটি দেখে সে মুগ্ধ হয়। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় আট শতাংশ এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

দৃশ্যপট-২ : জনাব খাদেমুল পরিবার নিয়ে এক বনে বেড়াতে গিয়ে জানতে পারলেন ঐ বনের গাছগুলো সারাবছর সবুজ থাকে। তারা দেখলেন পাহাড়গুলো বেলে পাথর, কর্দম ও শেলপাথর দ্বারা গঠিত।

ক. টেকটনিক প্লেট কী? ১
খ. বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. লিপির ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব খাদেমুলের দেখা অঞ্চল এবং লিপির শিক্ষাসফরের অঞ্চল দুটিতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে কি? মতামত দাও। ৪

৯। **ঘটনা-১ :** পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। তথাপিও এদেশে ক্রমাগত বেকারত্ব, শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

ঘটনা-২ : পিতৃহারা তোহুরা যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শেষে গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ একটি ফার্ম গড়ে তোলে। সেই ফার্মে বেশ কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে তার ফার্মটি একটি বিশাল ফার্মে পরিণত হয়। একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

ক. প্রযুক্তি কী? ১
খ. শিক্ষা কীভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ভূমিকাকে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে তুলে ধরেছে। তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। **অনুচ্ছেদ-১ :** বিদ্যালয়ের কেবিনেট নির্বাচনে অধিকাংশ শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করলেও খাদিজা অন্যের হয়ে ভোট দিতে গিয়ে কর্তব্যরতদের নিকট ধরা পড়ে।

অনুচ্ছেদ-২ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার প্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। তিনি তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। জনগণের কল্যাণ সাধন তার প্রধান উদ্দেশ্য।

ক. নির্বাচক কারা? ১
খ. "বিরোধী দল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি পদ্ধতিগতভাবে কোন ধরনের নির্বাচন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "অনুচ্ছেদ-২ এ উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হলেও এর বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।" মতামত দাও। ৪

১১।

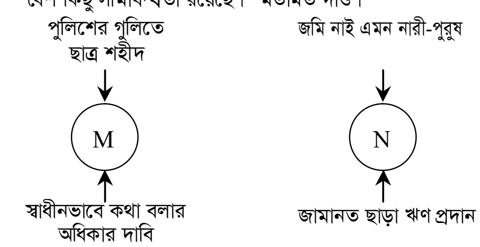

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কী? ১
খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'M' যে আন্দোলনকে নির্দেশ করে তার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'M' এর নির্দেশিত ঘটনার ফলাফল 'N' ঘটনার মধ্যে নিহিত হয়েছে"– সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	K	২	L	৩	N	৪	M	৫	K	৬	K	৭	K	৮	N	৯	M	১০	M	১১	N	১২	N	১৩	L	১৪	L	১৫	L
	১৬	L	১৭	M	১৮	K	১৯	K	২০	K	২১	N	২২	K	২৩	K	২৪	M	২৫	K	২৬	N	২৭	M	২৮	K	২৯	N	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ **দৃশ্যকল্প-১ :** প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর একটির গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে 'C' নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-২ : বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি নদী 'E' যা প্রবল বন্যায় নিজ গতিপথ পরিবর্তন করে। পরবর্তীতে উক্ত নদীতে একটি ব্যারেজ তৈরি করা হয়। নদীটির পানিসম্পদকে নানাবিধ কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ এলাকাসহ দেশের নানাবিধ উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

ক. জলবিদ্যুৎ কী? ১

খ. স্রোতজ বনভূমি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'C' নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'E' নদীটি দেশের নানাবিধ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে"– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক নদী বা সাগরের পানির স্রোতকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাই জলবিদ্যুৎ।

খ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ খুলনা এবং দক্ষিণ পূর্বাংশে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার উপকূলে জোয়ার ভাটার লোনা ও ভেজা মাটিতে যেসব উদ্ভিজ্জ জন্মায় তাদের স্রোতজ বা গরান বনভূমি বলা হয়। প্রধানত সুন্দরবনে এসব উদ্ভিদ বেশি জন্ম নেয়। স্যাঁতসেঁতে লোনা পানিতে সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বাইন, গরান, গোলপাতা ইত্যাদি বৃক্ষ এ বনভূমির অন্তর্গত। বাংলাদেশে মোট ৪,১৯২ বর্গ কিলোমিটার স্রোতজ বা গরান বনভূমি রয়েছে।

গ উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প–১ এ উল্লিখিত 'C' নদীটি হলো যমুনা নদী।

বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র অন্যতম। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারাটি এক সময়ে ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আড়াআড়িভাবে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ১৭৮৭ সালে সংঘটিত ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ উত্থিত হওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতা বাইরে চলে যায় এবং নতুন স্রোতধারার একটি শাখা নদীর সৃষ্টি হয়। এই নতুন স্রোতধারাটি যমুনা নামে পরিচিত হয়। এটি দক্ষিণে গোয়ালন্দ পর্যন্ত যমুনা নদী বলে পরিচিত। যমুনার শাখা নদী ধলেশ্বরী এবং ধলেশ্বরীর শাখা নদী-বুড়িগঙ্গা। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। করতোয়া ও আত্রাই হলো যমুনার উপনদী।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প–১ এ বলা হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্দীপকের একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয় 'C' নামক নদীর উৎপত্তি হয়েছে। 'C' নদীর উৎপত্তির সাথে উপরে বর্ণিত যমুনা নদীর মিল পাওয়া যায়। আর যমুনা নদী উপরে বর্ণিত গতিপথে প্রবাহিত হয়েছে।

ঘ দৃশ্যকল্প–২ এ 'D' নির্দেশিত কর্ণফুলী নদী বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। –মন্তব্যটি যথার্থ।

কর্ণফুলী হলো বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদী। ৩২০ কি.মি. দৈর্ঘ্যের এ নদীর উৎপত্তিস্থল লুসাই পাহাড়ে। এ নদীর তীরে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত। এ বন্দরের মাধ্যমে এদেশের অধিকাংশ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প–২ এ 'D' দ্বারা এদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের যে নদীর কথা বলা হয়েছে তা কর্ণফুলী নদীকে ইঙ্গিত করছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্ণফুলী নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চট্টগ্রামের কাপ্তাই নামক স্থানে এ নদীর পানি প্রবাহের ওপর নির্ভর করে স্থাপন করা হয়েছে। জলবিদ্যুৎ সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করা যায়। এ বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশের কোনো ক্ষতি হয় না। উৎপাদন খরচ কম এবং পরিবেশবান্ধব হওয়ায় জলবিদ্যুৎ বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর। দেশের বেশিরভাগ আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সরকার এ বন্দর থেকে প্রচুর রাজস্ব আদায় করে থাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রাম বন্দর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, দৃশ্যকল্প–২ এ 'D' নির্দেশিত কর্ণফুলী নদী এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০২

স্থান	P	Q
অক্ষাংশ	২৫° দক্ষিণ	৫৫° দক্ষিণ
দ্রাঘিমা রেখা	৮০° পূর্ব	১৩৫° পূর্ব
তারিখ	১০ই জানুয়ারি	১০ই জানুয়ারি

ক. অনুসূর কী? ১

খ. কেন্দ্রমণ্ডল কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P স্থানের সময় সকাল ১১টা ৪০ মিনিট হলে Q স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত তারিখে স্থান দুটিতে দিনের দৈর্ঘ্য কি একই হবে? তোমার উত্তরের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক জানুয়ারির ১ থেকে ৩ তারিখে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে থাকে। একে পৃথিবীর অনুসূর বলে।

খ গোলাকার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৩৭১ কি.মি.। পৃথিবীর যে কেন্দ্রের চারদিকে প্রায় ৩৪৮৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের গোলক রয়েছে সে গোলকটির নাম কেন্দ্রমণ্ডল।

বৈজ্ঞানিকদের মতে, কেন্দ্রমণ্ডল লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত। এ স্তরে নিকেল (Nickel) ও লৌহের (Ferus) পরিমাণ বেশি থাকায় এ স্তরটি সংক্ষেপে নাইফ

(Nife) নামে পরিচিত। এটি পানি অপেক্ষা ১০/১২ গুণ এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক ঘন। কিন্তু প্রচন্ড তাপ ও চাপে এটি সম্ভবত কঠিন অবস্থায় নেই। ভূকম্পন তরঙ্গ থেকে বুঝা যায় যে, কেন্দ্রমণ্ডল দুটি অংশে বিভক্ত; বাইরের অংশ এবং ভিতরের অংশ। বাইরের অংশ তরল এবং ভিতরের অংশ কঠিন অবস্থায় আছে বলে অনুমান করা হয়। কেন্দ্রমণ্ডলের বাইরের অংশের বিস্তৃতি প্রায় ২২৭০ কি.মি.। কেন্দ্রমণ্ডলের ভিতরের অংশটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ১,২১৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের মধ্যে কঠিন অবস্থায় রয়েছে।

গ 'P' স্থানের দ্রাঘিমা ৮০° পূর্ব এবং Q স্থানের দ্রাঘিমা ১৩৫° পূর্ব।
স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্য = (১৩৫° – ৮০°) = ৫৫°
প্রতি ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট
সুতরাং ৫৫° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হবে (৪ × ৫৫) মিনিট
= ২২০ মিনিট
= ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট

উদ্দীপকে 'P' ও 'Q' চিহ্নিত স্থান দুটি পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। তবে স্থান দুটির দ্রাঘিমার মান অনুযায়ী 'Q' স্থানটি 'P' স্থানের পূর্বদিকে অবস্থিত। তাই 'Q' স্থানটির সময় P এর চেয়ে বেশি হবে। অর্থাৎ P স্থানের সময়ের সাথে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট যোগ করতে হবে।
উপরিউক্ত 'P' স্থানের সময় সকাল ১১টা ৪০ মিনিট হলে 'Q' স্থানের সময় হবে (সকাল ১১টা ৪০ মিনিট + ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট)
= বিকাল ৩টা ২০ মিনিট
অতএব, 'Q' স্থানের সময় হবে বিকাল ৩টা ২০ মিনিট।

ঘ না, উদ্দীপকে উল্লিখিত ১০ই জানুয়ারি তারিখে 'P' ও Q নির্দেশিত স্থান দুটিতে দিনের দৈর্ঘ্য একই হবে না।
পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবীর কক্ষপথটি উপবৃত্তাকার হওয়ায় সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে পৃথিবী ও সূর্যের অবস্থানের পার্থক্য সূচিত হয়। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটে। যেমন— সূর্যকে পরিক্রমণকালে ২২শে ডিসেম্বর পৃথিবী কক্ষপথের এমন অবস্থানে পৌছে, যেখানে সূর্য পৃথিবীর ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ বা মকরক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে সেখানে দিন বড় ও রাত ছোট হয়। এসময় মকরক্রান্তি রেখা থেকে এর দুপাশে অবস্থিত স্থানের দূরত্ব যত বাড়বে সেসব স্থানের দিনের দৈর্ঘ্য তত হ্রাস পাবে এবং রাতের দৈর্ঘ্য তত বৃদ্ধি পাবে।
উদ্দীপকের 'P' ও 'Q' চিহ্নিত স্থানে অক্ষাংশ যথাক্রমে ২৫° দক্ষিণ ও ৫৫° দক্ষিণ। অর্থাৎ 'P' স্থানটি মকরক্রান্তি রেখার খুব কাছে এবং 'Q' স্থানটি মকরক্রান্তি রেখা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থিত। উদ্দীপকে ১০ই জানুয়ারি তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু ২২শে ডিসেম্বরের পর দেড় মাস পর্যন্ত সূর্য মকরক্রান্তি রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেহেতু ১০ই জানুয়ারি তারিখেও এ রেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দিবে। আর 'P' স্থানটি মকরক্রান্তি রেখার খুব কাছে অবস্থান করার ফলে এ স্থানের দিনের দৈর্ঘ্য বড় হবে এবং 'Q' স্থানটি মকরক্রান্তি রেখা থেকে অনেকটা দূরে অবস্থান করার ফলে এ স্থানের দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হবে।
উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'P' স্থান মকরক্রান্তি রেখার কাছে এবং 'Q' স্থান মকরক্রান্তি রেখা থেকে দূরে অবস্থান করায় ১০ই জানুয়ারি তারিখে 'P' স্থানের তুলনায় 'Q' স্থানের দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ২০২২ সালে 'Z' নামক দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য–

অভ্যন্তরীণ মোট আয়	প্রবাসী আয়	বিদেশিদের আয়
২৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলার	৬,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার	৪,৫০০ কোটি মার্কিন ডলার

ক. মোট জাতীয় উৎপাদনকে কয়টি দিক থেকে পরিমাপ করা যায়? ১
খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'Z' দেশটিকে কি উচ্চ আয়ের দেশ বলা যাবে? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মোট জাতীয় উৎপাদনকে তিনটি দিক থেকে পরিমাপ করা যায়।

খ মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরে বসবাসরত সকল জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টিকে বোঝায়।
মোট দেশজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের সীমানার মধ্যে বসবাসরত দেশের সকল নাগরিক ও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানরত ও কর্মরত দেশের নাগরিক বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

গ উল্লিখিত 'Z' দেশের অভ্যন্তরে ও ভৌগোলিক সীমানার বাইরে বসবাসকারী এ দেশের নাগরিকদের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা কর্মের আর্থিক মূল্য হলো 'Z' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)।
মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় যোগ করা হয় এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বিয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে যদি 'X' দিয়ে আমরা বিদেশে অবস্থানরত দেশি জনগণের আয় বোঝাই এবং 'M' দিয়ে দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের আয় বোঝায় তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) = মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) + (X – M)
উদ্দীপক অনুযায়ী, 'Z' দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)
= GDP + (X – M)
= {২৫,০০০ + (৬,৫০০ – ৪,৫০০)} কোটি মার্কিন ডলার
= (২৫,০০০ + ২,০০০) কোটি মার্কিন ডলার
= ২৭,০০০ কোটি মার্কিন ডলার
সুতরাং উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির মোট জাতীয় উৎপাদন ২৭,০০০ কোটি মার্কিন ডলার।

ঘ 'গ' হতে পাই,
'Z' দেশটির মোট জাতীয় আয়, GNP = ২৭,০০০ কোটি ডলার।
আমরা জানি,
১০০ কোটি ডলার = ১ বিলিয়ন ডলার

$$\therefore \text{২৭,০০০ কোটি ডলার} = \frac{\text{২৭০০০}}{\text{১০০}} \text{ বিলিয়ন ডলার।}$$
$$= \text{২৭০ বিলিয়ন ডলার।}$$

ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিপোর্ট, ২০১৮ অনুযায়ী নেপাল ও উগান্ডার মতো দেশের জাতীয় আয় ৮০০ ও ৬০০ বিলিয়ন ডলার। এগুলো নিম্ন আয়ের দেশ। উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশটির জাতীয় আয় ২৭৬০ বিলিয়ন ডলার তাই এটিও নিম্ন আয়ের দেশ। এদের মাথাপিছু আয় ১০০৫ ডলার অথবা তার নিচে।

উচ্চ আয়ের দেশসমূহ উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃত। এসব দেশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। অপরদিকে নিম্ন আয়ের দেশসমূহের মথাপিছু আয় খুবই কম। নিম্ন আয়ের দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য উচ্চ আয়ের দেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। উদ্দীপকের দেশটিকে বিশ্ব ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী উচ্চ আয়ের দেশ না বলে নিম্ন আয়ের দেশ বলা যায়। নিম্ন আয়ের দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান, কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্থবিরতা। নিম্ন আয়ের দেশসমূহে বিভিন্ন ধরনের সমস্যাও বিদ্যমান।
পরিশেষে বলা যায় 'Z' দেশটির আয় অত্যন্ত কম। এটি একটি নিম্ন আয়ের দেশ। তাই এই দেশে বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামোগত সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং দেশটিকে উচ্চ আয়ের দেশ বলা যয় না।

প্রশ্ন ▶ ০৪

ক	খ	গ
কলকারখানা, অফিস ভবন, উৎপাদিত দ্রব্য ↓ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	উৎপাদনের উপাদানসমূহ ও সংগঠন ↓ ব্যক্তি মালিকানাধীন	উৎপাদনের উপকরণসমূহ রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক মালিকানাধীন ও ভোক্তার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত

ক. ভোগ কী? ১
খ. আবগারি শুল্ক বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' নং ছকে কোন শ্রেণির অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'খ' নং এবং 'গ' নং ছকের মধ্যে কোন অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অধিক উপযোগী? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়।
রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এ অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকার দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই, মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

গ উদ্দীকের 'ক' নং ছকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে।
উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত থাকে। উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারিভাবে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও উপকরণসমূহের বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই বিধায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হয় না।
উদ্দীপকে ছক 'ক' এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, কলকারখানা, অফিস, ভবন, উৎপাদিত দ্রব্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। এরূপ বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরে। কারণ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎপাদনের সকল উপকরণসহ জাতীয় সম্পদের উপর সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'খ' নং এবং 'গ' নং ছকে যথাক্রমে ধনতান্ত্রিক এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এর মধ্যে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা অধিক উপযোগী।
ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তি বা বেসরকারি উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি সব উৎপাদন প্রক্রিয়া সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উৎপাদনের উপকরণসমূহ (ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন) ব্যক্তি মালিকানাধীন। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে মিশ্র অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ ব্যবস্থায় যেমন দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।
বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অধিক উপযোগী। কারণ এটি বাজার নির্ভর ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য স্থাপন করে। এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত খাতের উদ্যোগ ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, যা অর্থনীতির বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখে। অন্যদিকে, সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো এবং সামাজিক নিরাপত্তা নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ করে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। এই সমন্বয় বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক উন্নয়নের দুই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়। মিশ্র অর্থনীতি বাজারের প্রতিযোগিতা এবং উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্ভাবন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দেয়, যা অর্থনীতির বৈচিত্র্যময়তা ও প্রসারণে অবদান রাখে। একই সাথে, সরকারি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতির অতিরিক্ত উত্থান-পতন এড়াতে এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক।
বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেখানে মিশ্র অর্থনীতি একটি সুষ্ঠু পথ প্রদান করে যা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৫

সারণি-১ → সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ত্যাগ, ভালোবাসা

সারণি-২ → সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন

ক. প্রতিলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার কাকে বলে? ১
খ. মিথস্ক্রিয়া বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সারণি-১ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সারণি-২ এ উল্লিখিত উপাদানসমূহ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে"– মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক নিচু বর্ণের পাত্রের সাথে উচু বর্ণের পাত্রীর বিবাহের মাধ্যমে গঠিত পরিবারকে প্রতিলোম বিবাহভিত্তিক পরিবার বলে।

খ পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াকেই মিথস্ক্রিয়া বলে।

মিথস্ক্রিয়া এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তু পরস্পরকে প্রভাবিত করে। দ্বৈত প্রভাবের ধারণাটি মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরস্পরকে প্রভাবিত করার জন্য ন্যূনতম দুইজন ব্যক্তি বা বস্তুর উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রেণিকক্ষে 'ক' এর আচরণ অন্যদের আচরণকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যদের আচরণ দ্বারা 'ক' নিজেও প্রভাবিত হয়। এরূপ পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াই হলো মিথস্ক্রিয়া।

গ সারণি-১ এ উল্লিখিত বিষয়গুলো সামাজিকীকরণের মাধ্যম হিসেবে পরিবারকে নির্দেশ করে।

সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম পরিবার। পরিবারের মধ্যে জন্মের আগে থেকেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে। পরিবারের মধ্যেই সামাজিক, সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয়। পারিবারিক জীবনের মধ্যেই শৈশব কাটে বলে পারিবারিক জীবনের সব দিকই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করে। সহযোগিতা, সম্প্রীতি, সহিষ্ণুতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণ অর্জিত হয়। পরিবারের মধ্যে মা-বাবার মধ্যকার সম্পর্ক শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মা-বাবার সুসম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যক। মা-বাবার আচরণ ও মূল্যবোধ দ্বারাও শিশু প্রভাবিত হয়। শিশুর আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব মূলত মা-বাবার দৃঢ় ব্যক্তিত্বের ফল। পরিবারের অন্যান্য সদস্য, নিকট আত্মীয়স্বজনের আচরণও শিশুর আচরণে প্রভাব ফেলে। এসব বিষয় শিশুর মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে।

উদ্দীপকের সারণি-১ এ এর তথ্যগুলো হলো সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ত্যাগ, ভালোবাসা।– গুণগুলো ব্যক্তির মধ্যে পরিবার সৃষ্টি করে থাকে। অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ত্যাগ ও ভালোবাসার মতো মানবিক গুণাবলির বিকাশে পরিবার হলো বিকল্পহীন মাধ্যম। পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে সামাজিকীকরণের সকল শিক্ষা লাভ করে থাকে।

ঘ সারণি-২ এ উল্লিখিত উপাদানসমূহ সামাজিকীকরণের 'গণমাধ্যম' কে তুলে ধরে যা ব্যক্তির সামাজিকরণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যানধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি।

উদ্দীপকের সারণি-২ এর উপস্থাপিত সামাজিকীরণের উপাদানগুলো হলো– সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন যা সামাজিকীকরনে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে তুলে ধরে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে এ মাধ্যমটির ভূমিকা ব্যাপক। গণমাধ্যমে বিশেষ করে সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোররা এসব পাঠ করে মনে প্রফুল্লতা বোধ করে। নিজেকে সমাজ সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। মানুষ জীবন-জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত গঠনমূলক অনুষ্ঠান ব্যক্তির চিন্তা, চরিত্র, আচরণসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, ব্যক্তির সামাজিকীকরণে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **অনচ্ছেদ-১ :** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশ পুনঃগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। এজন্য তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

অনুচ্ছেদ-২ : কবির হোসেনের বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। তার মা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার ও আশ্রয় দেন। তিনি অনেক সময় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাও করতেন।

ক. ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কী? ১

খ. দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অনুচ্ছেদ-১ এ নতুন এক ব্যবস্থা বলতে কোন ব্যবস্থাকে বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে কবির হোসেনের মায়ের মতো অনেকের ভূমিকাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ২০শে আগস্ট অধ্যাদেশ জারি করেন। এই আদেশটি ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ নামে খ্যাত।

খ যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠন, জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজ গঠন ও গণমানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে নতুন একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, সেটিকেই 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলা হয়।

শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির প্রয়োজন হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশ যখন ব্যস্ত তখন ১৯৭৩-৭৪ সালের বন্যার ফলে চরম খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয়। দেশের অভ্যন্তরে মজুদদার, দুর্নীতিবাজ এবং ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী তৎপর হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সরকার জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষণহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দেশের নতুন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয় যা 'দ্বিতীয় বিপ্লব' নামে পরিচিত।

গ অনুচ্ছেদ-১ এর নতুন এক ব্যবস্থা বলতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গৃহিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে বোঝানো হয়েছে।

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকার একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে এবং একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। কমিশনের সুপারিশ মোতাবেক বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুনভাবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেন। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত বকেয়া সুদসহ কৃষি জমির খাজনা মওকুফ করে দেওয়া হয়।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১ বলা হয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান দেশ পুনঃগঠনের কার্যক্রম শুরু করেন। এজন্য তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন এক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এরূপ বর্ণনায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর গৃহিত নতুন অর্থনৈতিক পাঁচসালা পরিকল্পনা-এর কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ পরিকল্পনার গুরুত্ব ছিল ব্যাপক।

ঘ স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে কবির হোসেনের মায়ের মতো অনেক নারীর ভূমিকাই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে আরিফার মায়ের মতো অনেক নারীই মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাবার সরবরাহ, মুক্তিযোদ্ধাদের গরম কাপড় সরবরাহ এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের

সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। অপরদিকে, সহযোদ্ধা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান ও তথ্য সরবরাহ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এদেশের অগণিত নারী মুক্তিসেনা।

উদ্দীপকে বর্ণিত কবির হোসেনের মা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাবার সরবরাহ করতেন এবং মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করতেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই নারীদের এরূপ অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং অনেকেই আহত কিংবা নিহত হয়েছেন। আবার কেউবা পাকসেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন লক্ষ। তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী। তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারিভাবে তাঁদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার ২০১৬ সালে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবির হোসেনের মায়ের মতো নারীরা মুক্তিযুদ্ধকে অনন্য মাত্রা দান করেছেন। তারা কখনও যুদ্ধ করেছেন আবার সেবাশুশ্রূষা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন। তাদের অবদান তাই ভুলবার নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব 'M' একটি দেশের জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি একটি দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। জাতিকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি ব্যবস্থা করেন। তিনি শ্রমনীতি, নারী ও বয়স্ক শিক্ষার উপর আইন প্রণয়নে বেশি গুরুত্ব দেন।

ক. নাগরিকত্ব কী? ১
খ. কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'M' কর্তৃক শ্রমনীতি নারী শিক্ষার উপর আইন প্রণয়ন কোন ধরনের কাজ তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত রাষ্ট্রটিকে কি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক নাগরিকত্ব বলতে বোঝায়, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অধিকার এবং নাগরিক সুবিধা ভোগ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য হওয়া।

খ যে রাষ্ট্র জনগণের দৈনন্দিন ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করে তাকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে।

কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেগুলো হলো– নাগরিকের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, বেকারভাতা প্রদান, বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এছাড়াও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

গ জনাব 'M' কর্তৃক শ্রমনীতি প্রণয়ন রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্রের বিশাল কর্মীবাহিনী পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রণে রাখা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক কাজ। রাষ্ট্রকে অবশ্যই সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সাধনে নাগরিকদের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশে কল্যাণমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। জনকল্যাণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের এ কাজগুলো ঐচ্ছিক কাজ বলে পরিগণিত হয়।

আলোচ্য উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব 'M' একটি দেশের একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি শ্রমনীতি প্রণয়ন, বয়স্কভাতা বৃদ্ধি এবং পেনশন বৃদ্ধির জন্য আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। আর শ্রমনীতি প্রণয়ন, বয়স্কভাতা বৃদ্ধি, পেনশন বৃদ্ধি, হাসপাতাল দেয়া, বিনামূল্যে বই বিতরণ ইত্যাদি কাজগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ হ্যাঁ, অনুচ্ছেদের আলোকে উক্ত রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়।

বর্তমানে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলে নিজেদের দাবি করে। এজন্য রাষ্ট্র জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এবং বিদ্যমান বিভিন্ন বৈষম্য ও কুপ্রথা দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। রাষ্ট্র তার অসুস্থ নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে (বিনামূল্যে ও স্বল্প খরচে) হাতপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করে।

উদ্দীপকের জনাব 'M' এর কাজগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রাষ্টটি জনগণের কল্যাণের জন্য নতুন হাসপাতাল, বিনামূল্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই বিতরণ এবং বাল্যবিবাহ রোধে আইন প্রণয়ন করে যা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে। রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষা বিস্তারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে এবং শিক্ষা সুবিধা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, নারী শিক্ষার ওপর গুরুত্বসহ বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করে।

তাই উক্ত রাষ্ট্রকে উদ্দীপকের আলোকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যপট-১ :** লিপি স্কুল থেকে শিক্ষাসফরে ঐতিহাসিক সোমপুর বিহারে বেড়াতে যায়। সেখানে লাল বর্ণের মাটি দেখে সে মুগ্ধ হয়। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় আট শতাংশ এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

দৃশ্যপট-২ : জনাব খাদেমুল পরিবার নিয়ে এক বনে বেড়াতে গিয়ে জানতে পারলেন ঐ বনের গাছগুলো সারাবছর সবুজ থাকে। তারা দেখলেন পাহাড়গুলো বেলে পাথর, কর্দম ও শেলপাথর দ্বারা গঠিত।

ক. টেকটনিক প্লেট কী? ১
খ. বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. লিপির ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব খাদেমুলের দেখা অঞ্চল এবং লিপির শিক্ষাসফরের অঞ্চল দুটিতে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে কি? মতামত দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর ব্যবচ্ছেদে ভূত্বককে ৮টি বড় টুকরা এবং ৬টি আঞ্চলিক টুকরা দ্বারা বিভক্ত দেখা যায়। আর এগুলোই টেকটনিক প্লেট নামে পরিচিত।

খ বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

প্রথমত, এই অঞ্চলটি ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ জোনে অবস্থিত, যা ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তন ভূমিকম্পের ঝুঁকি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। তৃতীয়ত, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দুর্বল অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় বিল্ডিং কোড মেনে না চলার কারণে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থত, বাংলাদেশের অনেক সক্রিয় টেকটোনিক প্লেট সীমান্তের সংযোগস্থলে অবস্থিত, যা ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। পঞ্চমত, সমুদ্রপৃষ্ঠের সান্নিধ্য এবং বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপের অবস্থান এ দেশকে সুনামি এবং ভূমিকম্পের মতো ভয়ানক দুর্যোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। ষষ্ঠত, বাংলাদেশে অনেক সক্রিয় ফল্টের উপস্থিতির প্রমাণের ভিত্তিতে, বেশ কিছু ভূকম্পবিদ নির্ধারণ করেছেন যে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য পরবর্তী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। সব মিলিয়ে, এই কারণগুলো বাংলাদেশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বৃদ্ধির পেছনে দায়ী।

গ লিপির ভ্রমণকৃত অঞ্চলটি বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি অঞ্চলকে নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮% এলাকা নিয়ে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমি অঞ্চল গঠিত হয়েছে। আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। এ সময়ের আন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এসব চত্বরভূমি গঠিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

ভূগোলবিদদের মতে, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়। নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি দেখতে ধূসর ও লাল বর্ণের। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে মধুপুর ও ভাওয়ালের সোপানভূমি গঠিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা ৬ থেকে ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।

উদ্দীপকের লিপি স্কুল থেকে শিক্ষাসফরে ঐতিহাসিক সোমপুর বিহারে বেড়াতে যায়। সেখানে লাল বর্ণের মাটি দেখে সে মুগ্ধ হয়। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় আট শতাংশ এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এরূপ বর্ণনা ও তথ্যে স্পষ্টভাবে বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ বা চত্বরভূমির ভূমিরূপ প্রকাশ পায়, কেননা এ অঞ্চলের মাটি হয় লালচে বর্ণের এবং এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের মোট ভূমির ৮% নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকের খাদেমুলের দেখা অঞ্চল টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা ও লিপির শিক্ষাসফরের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ চত্বরভূমি অঞ্চলের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে।

বাংলাদেশের মোট ভূমি প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ। এসব পাহাড়ি অঞ্চলে যে বনভূমি রয়েছে তা ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পত্রপতনশীল বনভূমি এলাকা নামে পরিচিত। এসব বনের গাছের পাতা একসাথে ফোটেও না, ঝরেও পড়ে না। এজন্য এসব বন সারাবছর সবুজ থাকে। আর টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলো বেলে পাথর, কর্দম ও শেলপাথর দ্বারা গঠিত। উদ্দীপকের খাদেমুলের দেখা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য টারশিয়ারি যুগের পাহাড়কেই নির্দেশ করছে। অন্যদিকে লিপির দেখা সোমপুর বিহার নওগাঁয় অবস্থিত। এই জেলাটি প্লাইস্টোসিনকালের চত্বরভূমির অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের খাদেমুলের দেখা টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ মূলত পাহাড়ি অঞ্চল। এখানকার মাটি বেলে পাথর, কর্মম ও শেলপাথর দিয়ে গঠিত বলে মাটি উর্বর নয়। ভূমি উঁচু-নিচু হওয়ায় এসব এলাকায় কৃষিজ ফসল উৎপাদন করা প্রায় অসম্ভব। এসব অঞ্চলে জুম পদ্ধতিতে সামান্য পরিমাণে কৃষি উৎপাদন হয়ে থাকে। অন্যদিকে লিপির দেখা প্লাইস্টোসিনকালের চত্বরভূমি কৃষি কাজের জন্য খুবই উপযোগী। এ অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। ফলে এসব এলাকায় সারা বছর ধান, গম, ভুট্টা, পাট, সরিষা, আখ ও সবজিসহ বিভিন্ন রকম ফসল জন্মে। তবে শীত ও গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে পানির সংকট দেখা দেয়। ফলে এসময় কৃষি উৎপাদন কিছুটা ব্যাহত হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায়, খাদেমুলের দেখা টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকার ভূমি কৃষি উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। আর লিপির ভ্রমণকৃত প্লাইস্টোসিনকালের চত্বরভূমি কৃষি ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী হওয়ার বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **ঘটনা-১ :** পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। তথাপিও এদেশে ক্রমাগত বেকারত্ব, শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

ঘটনা-২ : পিতৃহারা তোহুরা যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শেষে গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ একটি ফার্ম গড়ে তোলে। সেই ফার্মে বেশ কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে তার ফার্মটি একটি বিশাল ফার্মে পরিণত হয়। একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

ক. প্রযুক্তি কী? ১

খ. শিক্ষা কীভাবে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ভূমিকাকে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে তুলে ধরেছে। তুমি কি একমত? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিক।

খ শিক্ষা নারীকে কর্মমুখী করে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারী আগের তুলনায় অনেক অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষিত নারীরা বর্তমানে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছে। তারা শহর এলাকায় বিভিন্ন শিল্প ও কল-কারখানায় চাকরি করছে। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পেশায় কাজ করছে। তাছাড়া গ্রাম পর্যায়ে শিক্ষিত নারীরা সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। তাদের আয়ে সংসার চলছে, সন্তান পড়াশোনা করছে, পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। এসব নারী পুরুষের পাশাপাশি বহু সামাজিক দায়িত্বও পালন করছে। এভাবে শিক্ষা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নারীর ভূমিকার এই পরিবর্তন নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করছে।

গ ঘটনা-১ সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদানকে প্রতিফলিত করেছে।

জৈবিক উপাদান সামাজিক পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জন্ম ও মৃত্যুহার, গড় আয়ু, জনসংখ্যার ঘনত্ব, জনসংখ্যার প্রকৃতি ও জীবনযাত্রার মান নিয়েই জৈবিক উপাদান। মানুষের জৈবিক অবস্থার পরিবর্তন, যেমন- জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, স্থানান্তর অথবা ঘনত্বের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস সমাজকাঠামো পরিবর্তনে অবদান রাখছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকারত্ব, শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার মতো নানামুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ বলা হয়েছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে জন্ম ও মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। তথাপি এদেশে ক্রমাগত বেকারত্ব, শিশুশ্রম ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। এরূপ বর্ণনায় স্পষ্টভাবে সামাজিক পরিবর্তনের জৈবিক উপাদানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ঘ ঘটনা-২ সামাজিক পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা কে উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনে নারীদের ভূমিকা অপরিসীম। এক সময় নারী শুধু গৃহস্থালি কাজের মধ্যেই সীমাবন্ধ ছিল। শিক্ষার প্রসার নারীকে এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। বাংলাদেশের নারী এখন শুধু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গন্ডিতে আবন্ধ নয়; বরং উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের অংশগ্রহণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি শিল্পের প্রসার নারীকে কর্মক্ষেত্রে টেনে এনেছে। বাংলাদেশের নারীরা শহর এলাকায় তৈরি পোশাক, পাট, কাগজ, ঔষধ, স্থাপত্য, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণসহ বহু ধরনের শিল্পে কাজ করছে। গ্রাম পর্যায়ে নারীরা সরকারি কিংবা বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। এ কর্মসংস্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে ছাগল পালন, মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, নার্সারি, গরু মোটাতাজাকরণ, বৃক্ষরোপণ, মধু চাষ, টেইলারিং, ফল-মূলের ব্যবসা প্রভৃতি। কর্মক্ষেত্রে নারীর এই অংশগ্রহণ সমাজে পরিবর্তন এনেছে। একসময় পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষরা একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এখন অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নারীদের অবস্থান শক্ত হচ্ছে। তারাও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। এতেও সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে।

উদ্দীপকে ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, পিতৃহারা তোহুরা যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শেষে গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ একটি ফার্ম গড়ে তোলে। সেই ফার্মে বেশ কয়েকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে তার ফার্মটি একটি বিশাল ফার্মে পরিণত হয়। একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। তোহুরার এরূপ কর্মকাণ্ডে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করে নারীদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। এ বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজে নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আর সমাজে নারীর ভূমিকার পরিবর্তনের ফলে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে। এজন্য বর্তমানে নারীর ভূমিকাকে সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, ঘটনা-২ এ তোহুরার ভূমিকার মাধ্যমে সমাজে নারীর ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে, যা সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান।

প্রশ্ন ▶ ১০ **অনুচ্ছেদ-১ :** বিদ্যালয়ের কেবিনেট নির্বাচনে অধিকাংশ শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করলেও খাদিজা অন্যের হয়ে ভোট দিতে গিয়ে কর্তব্যরতদের নিকট ধরা পড়ে।

অনুচ্ছেদ-২ : 'ক' রাষ্ট্রের সরকার প্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত। তিনি তার কাজের জন্য জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। জনগণের কল্যাণ সাধন তার প্রধান উদ্দেশ্য।

ক. নির্বাচক কারা? ১

খ. "বিরোধী দল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি পদ্ধতিগতভাবে কোন ধরনের নির্বাচন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "অনুচ্ছেদ-২ এ উল্লিখিত সরকার ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হলেও এর বেশ কিছু সীমাবন্ধতা রয়েছে।" মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যারা ভোট প্রদান করে প্রতিনিধি বাছাই করে তারাই নির্বাচক।

খ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনে যে সকল দল বা দলসমূহ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না তারাই বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে।

বিরোধী দল পার্লামেন্টে বিতর্ক, সরকারের নীতির সমালোচনা, মুলতবি প্রস্তাব উপস্থাপন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে সংসদকে কার্যকর রাখে। সংসদের বাইরেও বক্তব্য, বিবৃতি ও সমালোচনার মাধ্যমে সরকারকে আইনের মধ্যে রাখতে বাধ্য করে। এছাড়া বিরোধী দল জনগণের সামনে সরকারের পাশাপাশি বিকল্প কর্মসূচি তুলে ধরে। তাই গঠনমূলক সমালোচনা এবং কার্যকর ভূমিকা রাখা বিরোধী দলের অন্যতম দায়িত্ব।

গ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনটি পদ্ধতিগতভাবে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দুই প্রকার নির্বাচন পদ্ধতি চালু আছে। যথা– প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন। যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ভোটারগণ সরাসরি ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে, তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলে। উদ্দীপকে বর্ণিত নির্বাচনেও এই নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের অনুচ্ছেদ-১ এ বিদ্যালয়ের কেবিনেট নির্বাচনে অধিকাংশ শিক্ষার্থী শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করলেও খাদিজা অন্যের হয়ে ভোট দিতে গিয়ে কর্তব্যরতদের নিকট ধরা পড়ে। এরূপ নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা সরাসরি ভোট দিয়েছে বিধায় এটি পদ্ধতিগত ভাবে প্রত্যক্ষ নির্বাচনকে উপস্থাপন করে।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা প্রচলিত। তবে এটি বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হলেও এর বেশ কিছু সীমাবন্ধতা রয়েছে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের সরকার প্রধান জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত এবং তিনি তার কাজের জন্য জনগণের কাছে জবাবদিহি করেন। এতে বোঝা যায় 'ক' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অনেক ভালো দিক থাকলেও এর কিছু সীমাবন্ধতাও রয়েছে। এ শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে অজ্ঞ, অযোগ্য লোকেরা নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। ফলে উপযুক্ত লোকের অভাবে গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না এবং শাসনকাজ

পরিচালনায় নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। বাস্তবে তাই গণতন্ত্র অকার্যকর শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। আবার গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেশি থাকে। ফলে পরস্পরবিরোধী মত ও ধারণা লক্ষ করা যায়। কখনো কখনো দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত মতপার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করে, ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়। এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে জাতি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং গণতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে। পাশাপাশি অনুন্নত দেশগুলোতে সরকারি দল নিজ দলের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে, ফলে সরকারের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় থাকে না। এছাড়া গণতন্ত্র বেশ ব্যয়বহুল শাসনব্যবস্থা। দেশে ঘন ঘন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, নির্বাচনকে সামনে রেখে জনমত গঠন ও ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং মনোনীত প্রার্থীদেরকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাছাড়া ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় বিপক্ষ দলকে দমিয়ে রাখতে অর্থ ও অস্ত্রের ব্যবহার, সন্ত্রাসীদের দাপট, মিথ্যা মামলায় প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীদের ফাঁসানো প্রভৃতি নেতিবাচক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়, যা গণতন্ত্র চর্চার জন্য হুমকিস্বরূপ।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গণতন্ত্র বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য সরকারব্যবস্থা হলেও এর বেশকিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১১

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কী? ১

খ. আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'M' যে আন্দোলনকে নির্দেশ করে তার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'M' এর নির্দেশিত ঘটনার ফলাফল 'N' ঘটনার মধ্যে নিহিত হয়েছে"– সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলা ভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিগত পরিচয়ে যে জাতীয় ঐক্য গঠিত হয় তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ।

খ মুসলিম লীগের দেশ পরিচালনায় অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কারণে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগে বাঙালিদের কোণঠাসা করে ফেলা হয়। ফলে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে বাঙালিদের স্বপ্নভঙ্গ হয়। এই প্রেক্ষাপটে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল ও গণমানুষের নেতৃত্বে বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়।

গ M যে আন্দোলনকে নির্দেশ করে সেই আন্দোলনটি হলো ভাষা আন্দোলন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংঘটিত এ আন্দোলনে আব্দুস সালাম, আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, শফিউর রহমান, রফিকউদ্দিন আহমেদসহ অনেকে শহিদ হন। তাদের এই আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা অর্জন করে, যেমনটি উদ্দীপকেও লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে M আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে, আন্দোলন পুলিশের গুলিতে ছাত্র শহীদ হন, স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকারের দাবি। -এ তথ্যগুলো ভাষা আন্দোলনকে তুলে ধরে যার পটভূমি ছিলো অনেক গভীরে প্রোথিত। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। এই রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ প্রথমেই শোষণ ও বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে বাঙালির প্রাণের ভাষা বাংলাকে বেছে নেয়। দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৬% ছিল বাংলা ভাষাভাষী। অথচ বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বেশ কিছু কূট পরিকল্পনা করে। কিন্তু সংগ্রামের ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আনা আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির ছ'মাস না যেতেই তারা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে রাজপথে নামে। যা চূড়ান্তভাবে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে পরিণত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্র ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষায় মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়।

ঘ উদ্দীপকের 'M' ঘটনা অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের ফলাফল 'N' ঘটনা অর্থাৎ স্বাধিকার সংগ্রামের মধ্যে নিহিত– মন্তব্যটি যথার্থ।

ভাষা আন্দোলন ছিল মূলত বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত করে। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যই ষাটের দশকের স্বাধিকার আদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়। আর স্বায়ত্তশাসনের দাবির পথ ধরে আসে স্বাধীনতার দাবি। যার চূড়ান্ত ফল হিসেবে বীর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্বাধীন-স্বার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।

উদ্দীপকের 'N' এ বর্ণিত ১৯৬৯-১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম আন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের সাফল্যে অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বাঙালিদের আত্মবিশ্বাস অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূলত ভাষা আন্দোলন থেকেই বাঙালি জাতি উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, ঐক্যবদ্ধ থাকলে যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত যেকোনো আন্দোলনে সফলতা আসবে। যা ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলে প্রকাশ পায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন পেয়ে বিপুলভাবে জয়লাভ করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল মূলত ভাষা আন্দোলনের চেতনা ও আদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ভাষা আন্দোলনের সফলতার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।